

উৎসর্গ
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর
সকল ক্যাভালরি সেনাসদস্যদের

“To plan to reserve cavalry for the finish of the battle, is to have no conception of the power of combined infantry and cavalry charges, either for attack or for defense.”

—Napoleon Bonaparte

সূচিপত্র

অধ্যায় এক/জেনারেল খালিদ বিন ওয়ালিদের সংক্ষিপ্ত জীবনী

অধ্যায় দুই/ইয়ারমুক যুদ্ধের প্রেক্ষাপট

অধ্যায় তিন/বাইজান্টাইন প্রস্তুতি

অধ্যায় চার/পিছিয়ে আসার সেই যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত

অধ্যায় পাঁচ/বাইজান্টাইনদের আপোষ প্রস্তাব

অধ্যায় ছয়/ইয়ারমুক রণাঙ্গনে বাইজান্টাইন বনাম মুসলমান সেনাবাহিনী

অধ্যায় সাত/প্রথম দিনের যুদ্ধ : মুবারিজুনদের দিন

অধ্যায় আট/দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধ : প্রতিরোধ যুদ্ধে অদ্বিতীয় সেনাপতি খালিদ

অধ্যায় নয়/তৃতীয় দিনের যুদ্ধ : ক্যাভালরি জেনারেল খালিদের রণনৈপুণ্য

অধ্যায় দশ/চতুর্থ দিনের যুদ্ধ : দ্য ব্যাটেল অব লস্ট আইজ

অধ্যায় এগারো/পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিনের যুদ্ধ : যেদিন বাইজান্টাইন সূর্য অস্ত্রমিত হল

উপসংহার

অধ্যায় এক
জেনারেল খালিদ বিন ওয়ালিদের সংক্ষিপ্ত জীবনী



খালিদ বিন ওয়ালিদের নামের ক্যালিগ্রাফিক উপস্থাপনা

হজরত আবু সূলায়মান খালিদ ইবনে আল ওয়ালিদ ইবনে আল মুঘিরাহ (রা.)^১ ছোট-বড় প্রায় শতাব্দিক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেও আজীবন অপরাজিত থাকায় ইতিহাসবিদেরা খালিদ বিন ওয়ালিদকে সমর-ইতিহাসের অন্যতম সেরা সেনাপতি বলে অনেক আগেই মেনে নিয়েছেন। তাছাড়া অপেক্ষাকৃত ছোট সেনাদল নিয়েও অপ্রতিরোধ্য সব ক্যাম্পেই রণকৌশলের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের

১. হজরত আবু সূলায়মান খালিদ ইবনে আল ওয়ালিদ ইবনে আল মুঘিরাহ (রা.) কে আরবের লোকেরা খালিদ, খালিদ বিন ওয়ালিদ অথবা আবু সূলায়মান বা সূলায়মানের পিতা নামে ডাকত (খালিদের বড় ছেলের নাম ছিল সূলায়মান)। পড়ার সুবিধার্থে আমরাও এই বইয়ে শুধু মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছাড়া বাকি সব চরিত্রকেই তাদের ছোট নামেই পড়ব।
২. যেসব যোদ্ধা ঘোড়ার পিঠে চড়ে যুদ্ধ করে তাদের বাহিনীকে ক্যাম্পেই বলে। ক্যাম্পের যোদ্ধাদের ক্যাম্পেই, হর্সমেন, ড্রাগুন, টুপার, সাজোয়া, অশ্বারোহী অথবা ঘোড়সওয়ার বলেও ডাকা হয়। তবে উট কিংবা হাতির পিঠে চড়ে যুদ্ধ করা যোদ্ধাদের সাধারণত ক্যাম্পের বলা হয় না। ঘোড়ার পিঠে চড়া ক্যাম্পের যোদ্ধারা পদাতিক যোদ্ধাদের তুলনায় উঁচুতে থাকায় পদাতিকদের চেয়ে বেশি দূর পর্যন্ত দেখতে পেরে এবং ঘোড়ার গতিকের কাজে লাগিয়ে ওপর থেকে আঘাতের সুবিধাও পেরে। তা ছাড়া ঘোড়ার গতির সুবিধা নিয়ে দ্রুতহামলা করে আবার দ্রুতসরে যেতেও পারত। ফলে দ্রুতস্থান পরিবর্তন করে ক্ষিপ্ততার সঙ্গে ক্যাম্পের বাহিনী আক্রমণ করে পদাতিক শত্রুদের চমকে দিয়ে যুদ্ধে হারিয়ে দিত। আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রে ঘোড়ার পরিবর্তে ট্যাংক একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়।

বিশাল সব শত্রুবাহিনীকে বারবার পরাস্ত করে তিনি সর্বকালের সেরা ক্যাভালারি জেনারেল হিসেবেও স্বীকৃত।

বাইজান্টাইন রোমান শাসনামলে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) ৬২৯ সালে বাইজান্টাইন সম্রাট হেরাক্লিয়াসকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে চিঠি লিখলেন। মহানবী (সা.)-র সেই দাওয়াতের চিঠি বহনকারী দূত লেভান্টের^৪ মুতা গ্রামের কাছাকাছি পৌঁছালে ঘাসানিদ আরবেরা তাকে হত্যা করে। দূত-হত্যা সব সময়ই অগ্রহণযোগ্য। অতএব মহানবী (সা.) মুতাবাসী বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন।



১সম্রাট হেরাক্লিয়াসের আমলের বাইজান্টাইন মুদ্রা

যায়িদ বিন হারিযাহর নেতৃত্বে তিন হাজার সৈন্য নিয়ে মুসলমান বাহিনী মুতা অভিযানে রওনা দিয়েছে জেনে সম্রাট হেরাক্লিয়াস দশ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এগিয়ে এলেন। শুরু হলো অসম এক যুদ্ধ। এই যুদ্ধে খালিদ যুদ্ধ করতে করতে ইতিমধ্যে নয়টি তরবারি ভেঙে ফেলে দশমটি নিয়ে লড়াইলেন। কিন্তু সংখ্যায় বাইজান্টাইনরা অনেক বেশি হওয়ায় মুসলমানেরা কোনোমতেই তাদের সঙ্গে আর কুলিয়ে উঠতে পারছিলেন না। যুদ্ধ করতে করতে যায়িদ বিন হারিযাহ শহিদ হলে জাফর বিন আবু তালিব মুসলমান সেনাপতির দায়িত্ব নিলেন। যুদ্ধ করতে করতে তিনিও

৩. প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্য যখন আকারে বিশাল হয়ে পড়ে, তখন সাম্রাজ্য শাসনের সুবিধার্থে দুটো রাজধানী স্থাপন করা হয়। একটি রোমে, আরেকটি তুরস্কের কনস্টান্টিনোপলে। কনস্টান্টিনোপল থেকে একজন সম্রাট পূর্ব ইউরোপ আর প্রাচ্য শাসন করতেন। এই সাম্রাজ্যকে বলা হতো বাইজান্টাইন রোমান বা শুধু বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য।
৪. বাইজান্টাইন রোমান শাসনামলে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব পাশে অবস্থিত ফিলিস্তিন, ইসরায়েল, জর্ডান, লেবানন, সিরিয়া এবং তুরস্কের কিছু অংশকে একত্রে লেভান্ট ডাকা হতো।

শহিদ হলে আব্দুল-হা বিন রাওয়াহা কমান্ড^৫ নিজের কাঁধে তুলে নেন। কিন্তু তিনিও শাহাদতবরণ করার পর যুদ্ধরত মুসলমান যোদ্ধারা খালিদের হাতে সেনাপতিত্ব সঁপে দেন।

দায়িত্ব পাওয়ার পর খালিদ সুকৌশলে মুসলমান বাহিনীকে বাইজান্টাইনদের থাবা থেকে সরিয়ে আনেন। তিনি অত্যন্ড প্রজ্ঞার সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা করে নিশ্চিত পরাজয় থেকে মুসলমান বাহিনীকে রক্ষা করেন এবং তাদের নিরাপদে মদিনায় ফিরিয়ে আনেন। খালিদের এই কৃতিত্বের কথা শোনার পর মহানবী (সা.) বললেন, “অবশেষে একজন ‘সাইফুল-হা’^৬ যুদ্ধের হাল ধরেছে।” সেই থেকে খালিদের নাম হয়ে গেল ‘সাইফুল-হা আল মাসলুল।’

আবু সুলায়মান খালিদ ইবনে আল ওয়ালিদ ইবনে আল মুঘিরাহ ৫৯২ সালে মক্কার কুরাইশ বংশের বনু মাখজুম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ওয়ালিদ ইবনে আল মুঘিরাহ ছিলেন বনু মাখজুম গোত্রের প্রধান। খালিদরা ছিলেন পাঁচ ভাই আর দুই বোন। জন্মের পরপরই আরব প্রথা অনুযায়ী তাকে এক বেদুইন দুধ-মায়ের কোলে তুলে দেওয়া হয়। এরপর পাঁচ কি ছয় বছর বয়সে তিনি মক্কায় ফিরে আসেন। শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন বলিষ্ঠ গড়নের আর অসম্ভব ডানপিটে। ঐতিহ্যগতভাবেই কোরাইশদের সেরা যোদ্ধা আর কমান্ডাররা সবাই ছিলেন বনু মাখজুম গোত্রের। তাই ছেলেবেলা থেকেই তিনি ঘোড়ায় চড়া ও তরবারি, তির, বর্শা আর বল্লম চালানো শিখতে শুরু করেন। যদিও বল্লমই ছিল তার প্রিয় অস্ত্র; কিন্তু অন্য সব অস্ত্রেই তিনি ছিলেন সমান পারদর্শী। এ ছাড়া তিনি ছিলেন তৎকালীন আরবের সেরা কুস্তিগিরদের একজন এবং একবার মল্লযুদ্ধে উমর বিন খাত্তাবকে^৭ আছড়ে ফেলে তার পা ভেঙে দিয়েছিলেন।

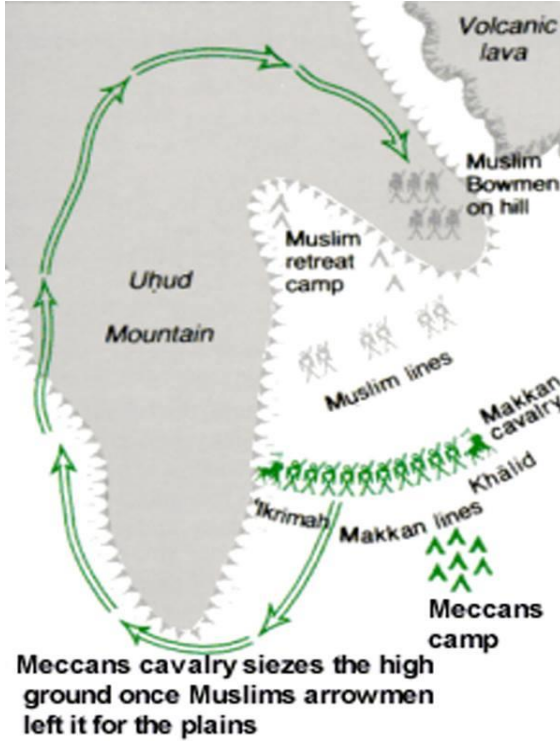
খালিদের বাবা আল ওয়ালিদ ছিলেন ইসলামের ঘোর বিরোধী। মহানবী (সা.) মদিনায় হিজরত করার পর থেকে মক্কাবিজয়ের আগ পর্যন্ত মক্কার কুরাইশদের সঙ্গে মদিনাবাসীর যুদ্ধ লেগেই ছিল। বদরের যুদ্ধ ছিল মক্কাবাসীর সঙ্গে মদিনাবাসীর প্রথম যুদ্ধ। কিন্তু খালিদ এই যুদ্ধের সময় তাদের ব্যবসায়িক কাফেলার সঙ্গে সিরিয়ায় ছিলেন। বদরের যুদ্ধে খালিদের ভাই ওয়ালিদ বিন

৫. বাহিনী পরিচালনা এবং নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব।

৬. আল্লাহর তরবারি।

৭. উমর বিন খাত্তাব সম্পর্কে খালিদের ভাগনে ছিলেন।

ওয়ালিদ মুসলমানদের হাতে বন্দি হন। যুদ্ধশেষে খালিদ তার বড় ভাই হাশাম বিন ওয়ালিদকে নিয়ে মদিনা যান মুক্তিপণ দিয়ে ওয়ালিদকে ছাড়িয়ে আনতে। চার হাজার দিরহাম মুক্তিপণ দিয়ে তিনি ওয়ালিদকে ছাড়িয়ে আনেন। কিন্তু ফেরার পথে ওয়ালিদ পালিয়ে মদিনায় ফিরে যান এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।



২উহুদর যুদ্ধে

এরপর খালিদ উহুদ এবং খন্দকের যুদ্ধে কোরাইশদের হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়েন। ৬২৮ সালে হুদাইবিয়ার সন্ধির মাধ্যমে ১০ বছরের জন্য মক্কা আর মদিনাবাসীর ভেতর শান্তি নেমে আসে। এরই মধ্যে ওয়ালিদ মদিনা থেকে চিঠির মাধ্যমে খালিদকে বারবার ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য দাওয়াত দিতে থাকেন। একপর্যায়ে খালিদ মদিনা গিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সিদ্ধান্ত

নেন এবং তার এ সিদ্ধান্তে পরিপ্রেক্ষিতে তার বাল্যবন্ধু ইকিরিমাহ এবং কোরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান ক্ষিপ্তভাবে তাকে বিরত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ৩১ মে ৬২৯ সালে খালিদ মদিনা গমন করেন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর তিনি একজন যোদ্ধা হিসেবে মহানবী (সা.)-র প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় বিভিন্ন অভিযানে অংশ নেন।

তখন প্রায় আরবজুড়েই নানান দেবদেবীর মূর্তি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। আর প্রাচীন আরববাসী এসব দেবদেবীর মূর্তি পূজা করত। মক্কার কাছেই ছিল আল উজ্জার মূর্তি ও মন্দির। আল উজ্জাকে গ্রিক পৌরাণিক দেবী আফ্রোদিতি^৮ র আরব্য সংস্করণ বলা যেতে পারে। কোরাইশরা একে নিরাপত্তার দেবী হিসেবে পূজা করত। মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (সা.) মক্কা এবং অন্যান্য আরব এলাকা থেকে মূর্তি অপসারণ শুরু করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ৬৩০ সালের রমজান মাসে তার নির্দেশে খালিদ আল উজ্জার মূর্তি ধ্বংস করতে নাখলাহ যান।

মূর্তি ধ্বংস করে ফিরে আসার পর মহানবী (সা.) জানতে চাইলেন মূর্তি ধ্বংসের সময় খালিদ অস্বাভাবিক কিছু দেখেছেন কি না। উত্তরে খালিদ যখন ‘না’ বললেন, তখন মহানবী (সা.) বললেন যে খালিদ যে মূর্তিটি ভেঙে এসেছে তা আল উজ্জার আসল মূর্তি না। লজ্জিত খালিদ পুনরায় নাখলাহ গিয়ে আসল আল উজ্জার মূর্তি খুঁজে বের করেন। খালিদের আসার সংবাদ পেয়ে মন্দিরের প্রধান পুরোহিত আল উজ্জার মূর্তির গলায় একটি তরবারি ঝুলিয়ে দিয়ে পালিয়ে যান।^৯ খালিদ আল উজ্জার মূর্তি ভাঙা শুরু করতে যেতেই নগ্ন এক সেবাদাসী অপ্রকৃতিস্থের মতো খালিদের পথরোধ করে দাঁড়ায় এবং ইথিওপিয়ান সেই সুন্দরী তাকে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু খালিদ নির্ধ্বাংস এক কোপে সেই নারীকে হত্যা করে আল উজ্জার মূর্তি ধ্বংস করে ফিরে আসেন।

এরপর খালিদ যান বনু জাধিমাহ গোত্রের কাছে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে। কিন্তু তারা ইসলাম কবুল করতে সম্মত না হওয়ায় তিনি তাদের বন্দি করে নির্যাতন করতে শুরু করেন। ঘটনা শুনে মহানবী (সা.) খালিদের উপর

৮. সম্ভবত পুরোহিতের ধারণা ছিল যে সেই তরবারি ব্যবহার করে অস্ত্রমুহূর্তে আল উজ্জা নিজ মূর্তিকে রক্ষা করতে পারবে।

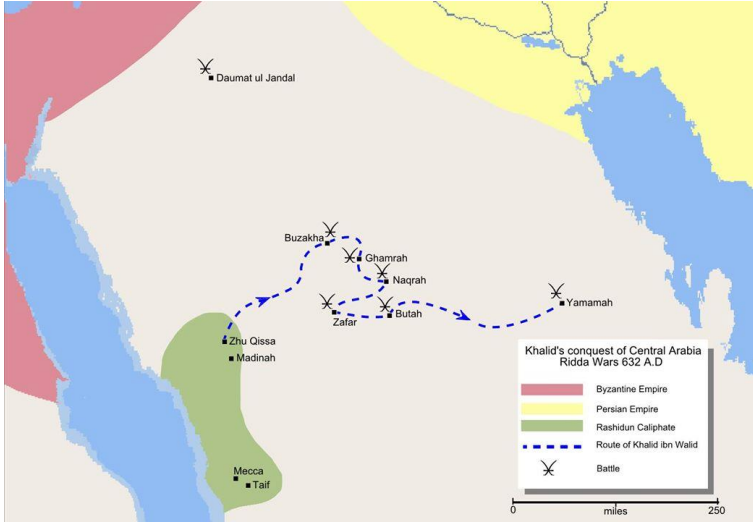
৯. আফ্রোদিতি বা অ্যাফ্রোডাইটি (অঢ়যৎডফরৎব) গ্রিক পুরাণের প্রেম, আনন্দ, আবেগ এবং সৌন্দর্যের দেবী। রোমান পুরাণে দেবী আফ্রোদিতি ভেনাস নামেও পরিচিত।

অত্যন্ডু রুষ্ট হন এবং খালিদকে ভর্তসনা করে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করেন। পরে খালিদ বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধে মৃতার যুদ্ধে গমন করেন এবং যুদ্ধের মধ্যেই সেনাপতিত্ব পেয়ে সফলভাবে অভিযান পরিচালনার জন্য মহানবী (সা.)-র কাছ থেকে ‘সাইফুল-হ’ উপাধি লাভ করেন। পরের বছর ৬৩০ সালে কুরাইশদের বিরুদ্ধে মক্কাবিজয় অভিযানে খালিদ চার মুসলমান বাহিনীর একটির সেনাপতি হিসেবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সে-বছরেই তিনি বেদুইনদের বিরুদ্ধে হুলাইনের যুদ্ধে এবং তাইফ অবরোধ অভিযানে অংশ নেন। এরপর তিনি বাইজান্টাইনদের আগ্রাসন ঠেকাতে মহানবী (সা.)-র নেতৃত্বে তাবুক অভিযানে অংশ নেন। কিন্তু মুসলমান বাহিনী তাবুক পৌঁছানোর আগেই বাইজান্টাইনরা তাবুক ত্যাগ করে ফিরে যাওয়ায় মহানবী (সা.) খালিদকে চার শত সৈন্যসহ দুমা অভিযানে পাঠান।

দুমাতুল জান্দালের রাজকুমার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তার ইহুদি আর খ্রিষ্টান প্রজাদের নিয়ে ইসলামের দাওয়াত কবুল করেছিলেন। ৬৩১ সালের এপ্রিল মাসে খালিদ দুমাতুল জান্দালে পুনরায় অভিযান চালান এবং এবার সর্পদেবতা ওয়াদের মূর্তি ধ্বংস করেন। এরপর ৬৩১ সালে তিনি মহানবী (সা.)-এর বিদায় হজ্জে যোগ দেন এবং কথিত আছে যে হজ্জের সময় তিনি মহানবী (সা.)-র কিছু চুল সংগ্রহ করেছিলেন; যা তাকে যুদ্ধে অপরাজেয় করেছিল। কথিত আছে যে খালিদ মহানবী (সা.)-র সেই চুল একটি লাল টুপিতে সেলাই করিয়ে নিয়েছিলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সব সময় ওই টুপি মাথায় দিয়ে যুদ্ধ করতেন।

৬৩২ সালে মহানবী (সা.)-র মৃত্যুর পর অনেক শক্তিশালী আরব গোত্র মুসলমান খেলাফত শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে শুরু করে। ফলে শুরু হয় রিদ্দাহ যুদ্ধ। এই যুদ্ধে খলিফা আবু বকর খালিদকে সেনাপতি নিয়োগ করলে তিনি মধ্য-আরবে অভিযান পরিচালনা শুরু করেন। বুজাখা আর ঘামরার যুদ্ধে তিনি স্বঘোষিত নবী তুলেইহার বাহিনীকে পরাস্ত করেন। পরে তুলেইহা স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আবু বকরের কাছে ক্ষমাভিক্ষা চাইলে আবু বকর তাকে ক্ষমা করে দেন। আরও পরে সাসানিদের বিরুদ্ধে বিখ্যাত নিহাওয়ান্দের যুদ্ধে তুলেইহা শাহাদতবরণ করেন। এরপর খালিদ নাক্রা এবং জাফারের যুদ্ধে বনু সালিম গোত্রের নেত্রী সালমার সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সালমাকে হত্যা করেন। এ যুদ্ধের পর মদিনার আশপাশের অন্যান্য গোত্র খেলাফতের বশ্যতা স্বীকার করে নিলেও মালিক বিন

আবু নুযারাহ-এর বনু ইয়ারবু গোত্র মুসলমান হয়েও খেলাফতকে অস্বীকার করল।



ওরিন্দাহ যুদ্ধে খালিদ

মালিক সরাসরি খালিদের সঙ্গে কোনো যুদ্ধে না জড়িয়ে আরেক স্বঘোষিত নবী সাজ্জাহর সঙ্গে হাত মেলান। কিন্তু খালিদ দ্রুতই তাকে ধ্বংস করতে সমর্থ হন। খালিদ রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে মালিককে হত্যা করেন এবং তার স্ত্রী লায়লাকে বিয়ে করেন। উমর বিন খাত্তাব খালিদের এমন আচরণের ঘোর বিরোধিতা করেন এবং অনেকেই মনে করেন খালিদ-উমরের মনোমালিন্যের অনেক কারণের ভেতর এ ঘটনাটি অন্যতম। পরে ৬৩২ সালের ডিসেম্বরে ইয়ামামার যুদ্ধে আরেক স্বঘোষিত নবী মুসাইলিমাহর বাহিনীকে পরাস্ত করার মধ্য দিয়ে রিন্দাহ যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হয়।

রিন্দাহ যুদ্ধের পর খলিফা আবু বকর খেলাফতকে সুসংহত আর সম্প্রসারিত করতে বাইজান্টাইন আর পার্সিয়ানদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নেন। ফলে আঠার হাজার সৈন্য নিয়ে খালিদ পার্সিয়ান অভিযান শুরু করেন। সেখানে তিনি সালাসিল, ইউফ্রেতিস, ওয়ালাজা আর উল্লাইসের যুদ্ধে জয়ী হয়ে ৬৩৩ সালের মে মাসের ভেতর

পার্সিয়ানদের হাত থেকে লোয়ার মেসোপটেমিয়া^১ দখল করে নেন। এরপর তিনি আনবার শহর অবরোধ করেন এবং জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহ নাগাদ আইন আল তামর পর্যন্ত দখল করে নেন।

এ পর্যায়ে দুমাতুল জাম্বালে বিদ্রোহীরা আয়াজ বিন ঘানামের ছোট মুসলমান বাহিনীকে ঘিরে ফেলেছে জেনে দুমাতুল জাম্বালে ছুটে গিয়ে তাদের উদ্ধার করেন। সেখান থেকে তিনি পবিত্র হজব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা গমন করেন এবং ফেরার পথে বিশাল এক পার্সিয়ান বাহিনী জড়ো হওয়ার সংবাদ পেলেন। বিশাল এই সেনাবাহিনী চারটি গ্যারিসনে (সেনাছাউনি, সেনানিবাস অথবা দুর্গ) জড়ো হয়েছিল। খালিদ মুজাইয়াহ, সানিঈ ও জুমাইলের পৃথক যুদ্ধে এই বাহিনীকে একে একে পর্যুদস্ত করেন।

এবার খালিদ পার্সিয়ান রাজধানী দখলের পরিকল্পনা করলেন। কিন্তু পার্সিয়ান রাজধানী দখলের আগে ফিরাজ আর কাদেশিয়াহর গ্যারিসন দখল করা জরুরি। অতএব ৬৩৩ সালের ডিসেম্বরে ফিরাজের যুদ্ধে তিনি ফিরাজ শহর দখল করে এবার কাদেশিয়াহর পথে রওনা দেন। পথিমধ্যেই তিনি বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধে সিরিয়ান রণাঙ্গনের কমান্ডার হিসেবে যোগদানের নির্দেশ পান এবং পার্সিয়ান রণাঙ্গন ত্যাগ করে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

১০ মেসোপটেমিয়া বর্তমান ইরাকের টাইগ্রিস বা দজলা ও ইউফ্রেটিস বা ফোরাত নদী দুটির মধ্যবর্তী অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল। অধুনা ইরাক, সিরিয়ার উত্তরাংশ, তুরস্কের উত্তরাংশ এবং ইরানের খুয়েস্তান প্রদেশের অঞ্চল গুলোই প্রাচীন কালে মেসোপটেমিয়ার অন্তর্গত ছিল বলে মনে করা হয়। মেসোপটেমিয় সভ্যতা পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার অন্যতম। খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০ হতে খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দের মধ্যে মেসোপটেমিয়ায় অতি উন্নত এক সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল। সভ্যতার আঁতুড়ঘর হিসেবে পরিচিত এই অঞ্চল মিশরীয় সভ্যতার থেকে অনেকটাই ভিন্ন ছিল এবং বহিঃশত্রুদের থেকে খুব একটা সুরক্ষিত ছিলনা বলে বারবার এর উপর আক্রমণ চলতে থাকে এবং পরবর্তীতে এখান থেকেই ব্রোঞ্জ যুগে আক্কাদীয়, ব্যাবিলনীয়, আসিরীয় ও লৌহ যুগে নব্য আসিরীয় এবং নব্য ব্যাবিলনীয় সভ্যতা গড়ে উঠে। খ্রিস্টপূর্ব ১৫০ সালের দিকে মেসোপটেমিয়া পার্সিয়ানদের নিয়ন্ত্রণেই ছিল কিন্তু পরে এই ভূখন্ডের আধিপত্য নিয়ে রোমানদের সাথে যুদ্ধ হয় এবং রোমানরা এই অঞ্চল ২৫০ বছরের বেশি শাসন করতে পারে নি। দ্বিতীয় শতকের শুরুর দিকে পার্সিয়ানরা এই অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় এবং সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত এই অঞ্চল তাদের শাসনেই থাকে, এরপর মুসলিম শাসনামল শুরু হয়। মুসলিম খিলাফত শাসনে এই অঞ্চল পরবর্তীতে ইরাক নামে পরিচিতি লাভ করে।



৪ পারস্য অভিযানে খালিদ

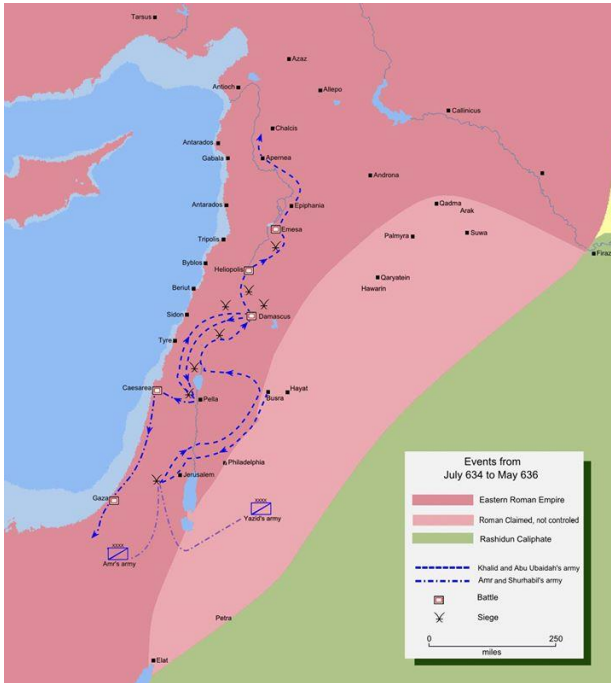
৬৩৪ সালের জুন নাগাদ খালিদ সিরিয়ান রণাঙ্গনে যোগ দেন। পথে কারাতাইন আর হাওয়ারিনের যুদ্ধে দুটো বাইজান্টাইন মরুদুর্গ দখল করেন। এরপর তিনি বসরার দিকে এগোতে থাকেন, যেখানে আবু উবায়দার মুসলমান বাহিনী বসরা অবরোধ করে আছেন। ৬৩৪ সালের মধ্য জুলাইয়ে বসরার পতনের মধ্য দিয়ে ঘাসানিদ বংশের পতন ঘটে। ৩০ জুলাই খালিদ আজনাদাইনের যুদ্ধে বাইজান্টাইনদের পরাজিত করেন এবং লেভান্তজুড়ে বাইজান্টাইন আধিপত্যকে শক্ত চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন।

এবার খালিদ দামেস্ক দখলের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলে দামেস্কের গভর্নর থমাস^{১১} তাকে প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসেন। থমাসের প্রতিরোধ গুঁড়িয়ে দিয়ে ৬৩৪ সালের ২০ আগস্ট খালিদের মুসলমান বাহিনী দামেস্ক অবরোধ করে এবং ৩০ দিনের মাথায় দামেস্ক দখল করে নেয়। দামেস্ক অবরোধ চলাকালেই খলিফা আবু বকর মারা যান এবং উমর বিন খাত্তাব খলিফা হিসেবে

১১. থমাস ছিলেন সম্রাট হেরাক্লিয়াসের মেয়ের জামাই।

দায়িত্ব নেন। খলিফা হয়েই উমর খালিদকে সিরিয়ান রণাঙ্গনের কমান্ড থেকে অপসারণ করে আবু উবায়দাকে সেনাপতি মনোনীত করেন।

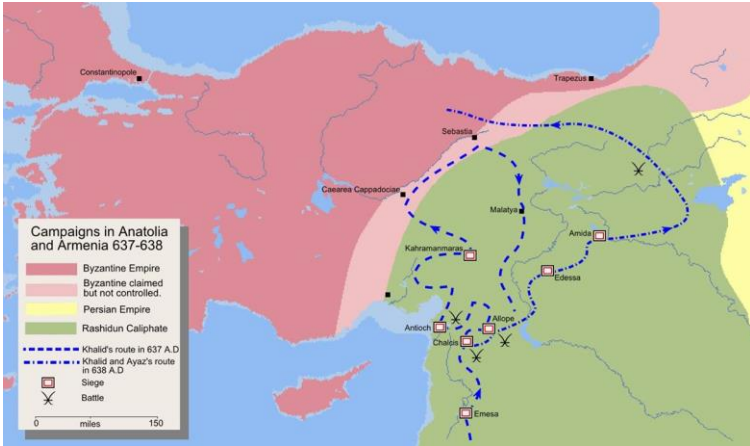
মধ্য-সিরিয়া মুসলমানদের দখলে আসার পর উত্তর সিরিয়ার সঙ্গে প্যালেস্টাইনের সড়ক যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেল। আবু উবায়দা তার সেনাবাহিনীকে চার ভাগে ভাগ করে চারদিকে অভিযান চালাতে শুরু করলেন। মুসলমানদের এমন অগ্রাভিযান অব্যাহত থাকলে দ্রুতই একসময় তারা গোটা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের জন্যই হুমকি হয়ে দাঁড়াবে জেনে সম্রাট হেরাক্লিয়াস বিশাল বাইজান্টাইন বাহিনী জড়ো করে মুসলমান সেনাবাহিনীকে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হলেন। আবু উবায়দা খালিদকে তার ক্যাভালরি কমান্ডার এবং প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দিলেন। খালিদের পরামর্শে ৬৩৬ সালের ২০ আগস্ট ইয়ারমুক প্রান্তরে মুসলমান বাহিনী বাইজান্টাইন বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করে।



সিরিয়া অভিযানে খালিদ

ইয়ারমুখে বাইজান্টাইনদের পরাস্ত করার পর মুসলমান বাহিনী লেভান্টে বাইজান্টাইনদের শেষ শক্ত ঘাঁটি জেরুজালেম অবরোধ করে। দীর্ঘ চার মাস অবরোধের পর ৬৩৭ সালের এপ্রিলে খলিফা উমরের উপস্থিতিতে জেরুজালেম আত্মসমর্পণ করে। জেরুজালেম পতনের পর আবু উবায়দা আর খালিদ উত্তর সিরিয়া অভিযানে নামলেন। পথে হাজিরের যুদ্ধে বাইজান্টাইনদের পরাস্ত করে ৬৩৭ সালের অক্টোবরের ভেতর আলেপ্পো পর্যন্ত দখলে নিয়ে নেন। এরপর আয়রন ব্রিজের যুদ্ধে বাইজান্টাইনদের ফের পরাজিত করে তারা বাইজান্টাইন রাজধানী এন্টিওখ অবরোধ করেন এবং ৩০ অক্টোবর এন্টিওখের পতন হয়।

এরপর খালিদ আরও উত্তরে এগোতে থাকেন। তিনি সফল অভিযানের মাধ্যমে জাজিরা, এডেসা, আমিদা, মালাটিয়া, আর্মেনিয়া আর মধ্য আনাতলিয়া পর্যন্ত দখল করে নেন। এমতাবস্থায় খলিফা উমর মুসলমান বাহিনীদের অগ্রাভিযান বন্ধ করে ইতিমধ্যে দখল করা এলাকায় প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা জোরদারে মনোযোগ দেওয়ার নির্দেশ দেন। ফলে আনাতলিয়া আর আর্মেনিয়া অভিযানের মাধ্যমে খালিদের বর্ণাঢ্য সামরিক জীবনের সমাপ্তি ঘটে।



উইউরোপের দিকে ধাবমান খালিদ

এমেসা থাকাকালে একবার খালিদ এক বিশেষ পানীয় দ্বারা গোসল করেন যাতে অ্যালকোহল মেশানো ছিল। গুপ্তচরের মাধ্যমে খলিফা উমর বিষয়টি

জানতে পারেন এবং খালিদের কাছে এ ঘটনার লিখিত ব্যাখ্যা চান। ইসলামে অ্যালকোহল পানে নিষেধাজ্ঞা আছে কিন্তু গোসলের ব্যাপারে কিছু বলা নেই মর্মে ব্যাখ্যা দেন খালিদ; এবং খলিফা উমর তা মেনে নেন।

আবার ৬৩৮ সালে মারাস দখলের পর বিখ্যাত কবি আসওয়াস খালিদের গুণকীর্তন করে এক কবিতা লিখে খালিদের মন জয় করে নেন। খুশি হয়ে খালিদ তাকে ১০ হাজার দিরহাম উপহার দেন। খলিফা উমর এ ঘটনা জানতে পেরে আবু উবায়দাকে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। কারণ খালিদ যদি সরকারি কোষাগার থেকে এই অর্থ দিয়ে থাকেন, তবে তা ছিল খেয়ানত। আর যদি নিজ সম্পদ থেকে তা দিয়ে থাকেন তা হলে তিনি অপব্যয়ী। কিন্তু আবু উবায়দা নিজেই খালিদের ভীষণ ভক্ত ছিলেন। তাই তিনি এই অপ্রিয় কাজটি করতে অপারগতা প্রকাশ করলে অবশেষে বিলাল ইবনে রিবাহ খালিদকে এমেসা ডেকে পাঠান এবং ঐ অর্থের উৎস জানতে চান। খালিদ ঐ অর্থ তার নিজের বলে দাবি করলে অমিতব্যয়িতার অভিযোগে খলিফা উমরের নির্দেশে তাকে মুসলমান সেনাবাহিনী থেকে বরখাস্ত করেন।

বরখাস্ত হওয়ার পর খালিদ তার মোবাইল গার্ডের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মদিনা ফিরে যান এবং খলিফা উমরের দরবারে হাজির হয়ে খলিফা উমরের এমন সিদ্ধান্তের কারণ জানতে চান। খালিদের বিরুদ্ধে খলিফা উমর তার অবস্থান এভাবে ব্যাখ্যা করলেন যে মুসলমানেরা ভাবতে শুরু করেছে যে খালিদকে ছাড়া মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধে জেতা অসম্ভব, যা অগ্রহণযোগ্য। খালিদ খলিফা উমরের এই আশঙ্কাকে মেনে নিলেন এবং এমেসা ফিরে গিয়ে অবসর জীবনযাপন শুরু করলেন। ৬৪২ সালের হজ শেষে খলিফা উমর অসমাপ্ত পার্সিয়ান অভিযান পুনরায় শুরু করার পরিকল্পনা করেন এবং খালিদকে সে-অভিযানের সেনাপতি হিসেবে পুনর্নিয়োগের কথা চিন্তা করেন। কিন্তু মদিনা পৌঁছাতেই তিনি জানতে পারলেন যে খালিদ বিন ওয়ালিদ আর নেই।

খালিদ যুদ্ধক্ষেত্রে শাহাদতবরণের জন্য উদগ্রীব ছিলেন। তিনি বলতেন, “আমি এত উদগ্রীব হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে শাহাদতবরণ করতে চেয়েছি যে আমার শরীরে এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে কোনো আঁচড় বা ক্ষতের দাগ নেই। অথচ আজ আমি একটা বৃদ্ধ উটের মতো বিছানায় শুয়ে মরতে বসেছি।” উত্তরে খালিদের স্ত্রী বলতেন, “আপনি আল্লাহর তরবারি, আর আল্লাহর

তরবারি কি কখনো যুদ্ধক্ষেত্রে ভাঙতে পারে? আপনার নিয়তি শহিদ হওয়ার নয়, আপনার নিয়তি অপরাজেয় হয়ে মরবার।”



খালিদ বিন ওয়ালিদ মসজিদ, সিরিয়া

খলিফা উমর কারো মৃত্যুর পর সেই মৃতের জন্য বিলাপ করা পছন্দ করতেন না এবং এ ব্যাপারে তিনি কড়া নিষেধাজ্ঞাও জারি করেছিলেন। কিন্তু খালিদের মৃত্যুর পর বনু মখজুমের নারীরা যখন মাটিতে গড়াগড়ি করে বুক চাপড়ে বিলাপ করছিলেন, তখন উমর তাদের বাধা দিতে মানা করলেন। কারণ তিনি নিজেও জানতেন যে মানবসভ্যতার ইতিহাসে দ্বিতীয় কোনো খালিদ হয়তো আর কখনোই জন্মাবে না, তাই তাদের এই বিলাপ আর আহাজারি অনর্থক নয়।^{১২}

-
১২. খালিদ এবং উমরের মনোমালিন্য ইতিহাসস্বীকৃত। কিন্তু তারা কখনোই একে অন্যের প্রতি বিরাগ বা কুৎসা প্রকাশ করেননি। উমর খলিফা হওয়ার পর খালিদকে মুসলমান সেনাবাহিনীর কমান্ড থেকে সরিয়ে দিলে খালিদ তা বিনা তর্কে মেনে নেন এবং বলেন, “যদি আবু বকর ইন্তেকাল করে থাকেন আর উমর নতুন খলিফা নির্বাচিত হয়ে থাকেন, তো আমাদের সবারই উচিত খলিফা উমরের প্রতি অনুগত থাকা এবং তার নির্দেশ মেনে চলা।” কথিত আছে যে উমর তার মৃত্যুশয্যায় এই বলে আফসোস করেছিলেন যে খালিদ বেঁচে থাকলে তিনি খালিদের হাতেই খেলাফতের দায়িত্ব তুলে দিতেন। এ ছাড়া একবার খালিদের আরও একটি যুদ্ধজয়ের কথা শুনে তিনি স্বীকার করেছিলেন যে নিশ্চয় আবু বকর তার চেয়ে ভালো করে মানুষ চিনতে পারতেন এবং সত্যি খালিদ ছিলেন ইসলামের ঢালস্বরূপ।

অধ্যায় দুই ইয়ারমুক যুদ্ধের প্রেক্ষাপট

খলিফা আবু বকর খেলাফতের দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই কঠিন এক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়লেন; মহানবী (সা.)-র ওফাতের পর আরব গোত্রগুলোর ঐক্যে দ্রুত ফাটল ধরল, আর জায়গায় জায়গায় প্রতিদিনই নতুন নতুন সব ভণ্ড নবী-রাসুল দেখা দিতে লাগল। এদের থামাতে আর দমাতে গিয়ে গুরু হলো রিদ্দাহ যুদ্ধ। নবনিযুক্ত সেনাপ্রধান খালিদ বিন ওয়ালিদ ইয়ামামার যুদ্ধে ভণ্ড নবী মুসাইলিমাহকে পরাস্ত করে মধ্যআরবজুড়ে খেলাফতের কর্তৃত্ব সমুন্নত রাখলেন। এরপর আবু বকর খালিদকে পাঠালেন পার্সিয়ান ফ্রন্টে^১।

পার্সিয়ান ইনভেশন^২-এর শেষ দিকে ফিরাজের যুদ্ধে বাইজান্টাইন রোমান, সাসানিদ পার্সিয়ান আর খ্রিষ্টান আরবদের যৌথবাহিনীকে পরাস্ত করে খালিদ যখন কাদিশিয়াহ অভিযানের পথে, তখন তিনি খলিফা আবু বকরের আদেশ পেলেন সিরিয়ান ইনভেশনের কমান্ডার আবু উবায়দাকে রিইনফোর্স^৩ করার। প্যালেস্টাইনের আজনাদাইনে আবু উবায়দার সেনাবাহিনীকে বাইজান্টাইনেরা প্রায় ঘিরে ফেলেছিল। সিরিয়ান ইনভেশনের এই সংকটময় মুহূর্তে সিরিয়ান ফ্রন্টে খালিদের অভাব চরমভাবে অনুভূত হতে গুরু করে। তাই প্রথমে চলমান আজনাদাইনের সংকট নিরসন করে এরপর পরবর্তী সিরিয়ান ইনভেশন পরিচালনা করার জন্য খলিফা আবু বকর তখনও পার্সিয়ান ফ্রন্টে যুদ্ধরত খালিদকে সিরিয়ান ফ্রন্টের নতুন সেনাপতি নির্বাচন করেন এবং খালিদকে রিইনফোর্সমেন্টসমেত দ্রুত ইরাক ছেড়ে সিরিয়ায় যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।

নির্দেশ পেয়েই খালিদ তার বাহিনীর কিছু উটকে দুই দিন পর্যন্ত পানি না খাইয়ে রাখার নির্দেশ দিলেন। ইরাক থেকে সিরিয়া যাওয়ার পথ ছিল দুটো আর সংগত কারণেই সেই দুই পথে বাইজান্টাইন অ্যামুশ^৪ থাকার কথা। তাই খালিদ সিরিয়ান মরুভূমি হয়ে ইরাক থেকে সিরিয়া যাওয়ার পরিকল্পনা

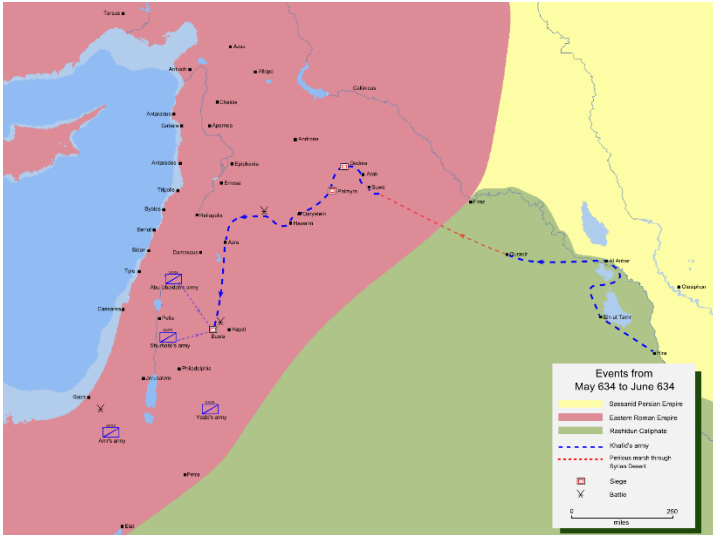
১. যুদ্ধে ফ্রন্ট বলতে শত্রুর দিকে নিজ বাহিনীর সম্মুখ প্রান্ত বোঝায়।

২. ক্যাম্পেইন বলতে সামরিক অভিযান বোঝায়। বাইরে থেকে কোনো শক্তি এসে দেশ দখলের জন্য ক্যাম্পেইন চালালে তাকে বলে ইনভেশন। ইনভেশনে লিগু বাহিনীকে বলে ইনভেডিং সেনাবাহিনী বা এক্সপেডিশনারি সেনাবাহিনী।

৩. বাইরে থেকে এসে যোগ দিয়ে কোনো বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করা।

৪. শত্রুকে অতর্কিতে ধ্বংস করতে লুকিয়ে থাকা সামরিক বাহিনীর সদস্যদের ফাঁদ।

করলেন। সেনাদল নিয়ে কেউ এই মরুভূমি পাড়ি দেওয়ার কথা চিন্তাও করতে পারেনি কখনো। কিন্তু খালিদ তো খালিদই! যাত্রা শুরু আগের আগে খালিদ দুই দিনের তৃষ্ণার্ত উটগুলোকে গলা অবধি পানি খাইয়ে নিলেন। তারপর টানা দুই দিন মার্চ করে সিরিয়ান মরুভূমি অতিক্রম করলেন। পথে তার সৈন্যদের পানির চাহিদা পূরণ করলেন সেই গলা পর্যন্ত পানি গেলা উট জবাই করে পানি বের করে নিয়ে।^৬



৮ খালিদ সিরিয়ান মরুভূমি হয়ে ইরাক থেকে সিরিয়া যাওয়া

খালিদ রওনা দিয়েছেন শুনেই আবু উবায়দা বসরা নগর আক্রমণের জন্য সুরাবিলকে আদেশ দিলেন। কিন্তু সুরাবিল যখন তার চার হাজার সৈন্য নিয়ে বসরা নগরীর উপকণ্ঠে পৌঁছালেন তখন বাইজান্টাইন আর খ্রিষ্টান আরবদের বিশাল যৌথবাহিনী তাকে ঘিরে ফেলল। সুরাবিলের মুসলমান বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় যখন প্রায় নিশ্চিত, ঠিক তখনই সিরিয়ান মরুভূমি ফুঁড়ে প্রায়

৫. সেনাদলের এগিয়ে চলা।

৬. এটি একটি বেদুইন কৌশল। এ কারণেই সম্ভবত উটকে মরুভূমির জাহাজ বলে।

অশরীরী এক বাহিনীর মতো খালিদের মোবাইল গার্ড^৭ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করল এবং পেছন দিক দিয়ে বাইজান্টাইন সেনাবাহিনীর ওপর আছড়ে পড়ল। আক্রান্ত হয়ে বাইজান্টাইন যৌথবাহিনী রণে ভঙ্গ দিয়ে বসরা নগরীর ভেতরে পালিয়ে গিয়ে নগরীর প্রধান দরজার খিল এঁটে দিল, আর আবু উবায়দা ছুটে এসে খালিদকে জড়িয়ে ধরে তার হাতে সিরিয়ান ফ্রন্টের কমান্ড তুলে দিলেন।

৬৩৪ সালের মধ্য জুলাইয়ের ভেতর বসরা নগরীর পতনের মধ্য দিয়ে ঘসানিদ বংশের পরিসমাপ্তি ঘটল আর খালিদ ৩০ জুলাই ৬৩৪ তারিখে আজনাদাইনের যুদ্ধে বাইজান্টাইনদের পরাজিত করে সিরিয়ার বুকো বাইজান্টাইন রোমান সাম্রাজ্যের পতনঘণ্টা বাজিয়ে দিলেন।

বাইজান্টাইন রোমান সম্রাট হেরাক্লিয়াস এমেসায় বসে আজনাদাইনের ফলাফল জানলেন এবং প্রায় একই সঙ্গে পরবর্তী বাইজান্টাইন শত্রু ঘাঁটি দামেস্ক নগরী থেকে রিইনফোর্সমেন্টের তাগাদা পেলেন। হেরাক্লিয়াসের মেয়ের জামাই টমাস ছিলেন তখন দামেস্ক প্রতিরক্ষার দায়িত্বে। খালিদের বাহিনী এগিয়ে আসছে জেনে হেরাক্লিয়াসের কাছে রিইনফোর্সমেন্ট চেয়ে পাঠানোর পাশাপাশি তিনি দামেস্কের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করার নির্দেশ দিলেন। খালিদের অগ্রাভিযানের গতি কমিয়ে দিতে তিনি দুটো সেনাদল সামনে পাঠিয়ে দিলেন, কিন্তু তারা খালিদের ঝোড়োগতির অগ্রাভিযানের সামনে পান্ডাই পেল না। হেরাক্লিয়াসের প্রথম দফা রিইনফোর্সমেন্টটা কোনোমতে দামেস্ক পৌঁছাতে পারলেও ২০ আগস্ট ৬৩৪ তারিখে খালিদ দামেস্ক অবরোধ করে ফেলার পর রিইনফোর্সমেন্টের সব রকম বন্ধ হয়ে গেল। দামেস্ক অবরোধ চলাকালেই খলিফা আবু বকর ইন্তেকাল করলেন আর উমর বিন খাতাব খিলাফতের নতুন কর্ণধার নির্বাচিত হলেন।

খলিফা উমর প্রথম সুযোগেই খালিদ বিন ওয়ালিদকে মুসলমান সেনাবাহিনীর কমান্ড থেকে সরিয়ে দিয়ে আবু উবায়দাকে নতুন সেনাপ্রধান ঘোষণা করলেন এবং খালিদকে আবু উবায়দার আন্ডার কমান্ড^৮ করে দিলেন।

৭. মুসলমানদের সিরিয়া অভিযানে খালিদের নেতৃত্বে থাকা হালকা ক্যাভালরি রেজিমেন্টের রিজার্ভ বাহিনী। অগ্রাভিযানের সময় এরা মূল সেনাবাহিনীর সামনে অ্যাডভান্স গার্ড আর পিছু হটর সময় এরা রিয়ার গার্ড হিসেবে দায়িত্ব পালন করত। যুদ্ধ চলাকালে খালিদের এই মোবাইল গার্ড অপ্রত্যাশিত দিক থেকে ছুটে এসে শত্রুবাহিনীকে আক্রমণ করে তছনছ করে দিত। একে ক্যাভালরি রিজার্ভও বলা হয়, আরবিতে বলে তুলাইয়া মুতাহারিক্বাহ।

৮. একজন কমান্ডারের অধীন অফিসার ও সৈন্য।

আবু উবায়দা নিঃসন্দেহে সেনাপ্রধান হওয়ার যোগ্যই ছিলেন, দীর্ঘদিন ধরে তিনি সিরিয়ান ফ্রন্ট কমান্ডও করেছেন, কিন্তু তিনি নিজেও খুব ভালো করেই জানতেন যে অন্তত যুদ্ধক্ষেত্রের সেনাপতিত্বে মুসলমান সেনাবাহিনীতে খালিদের সমকক্ষ এই মুহূর্তে আর কেউই নেই। তাই দামেস্ক অবরোধের পুরো সময় খলিফা উমরের এই পয়গাম তিনি গোপন রাখলেন। ১৮ সেপ্টেম্বর ৬৩৪ তারিখে দামেস্কের পতন হলে আবু উবায়দা খলিফা উমরের ইচ্ছার কথা খালিদকে জানালেন এবং নিজে কমান্ড গ্রহণের পরপরই সেনাপ্রধানের ক্ষমতাবলে খালিদকে তার চিফ অব স্টাফ^৯ করে মুসলমান ক্যাম্পারি রিজার্ভের কমান্ডার ঘোষণা করলেন।

মুতার যুদ্ধে বাইজান্টাইন রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে পরপর নয়টা তরবারি ভাঙা খালিদ ইতোমধ্যে মহানবী (সা.)-র দেওয়া উপাধি ‘সাইফুল-াহ’ বা ‘আল্লাহর তরবারি’ নামের সার্থক প্রতিভূ। কোনো যুদ্ধেই হার-না-মানার রেকর্ডধারী খালিদের যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিতি মানেই এক লাখ সৈনিকের রিইনফোর্সমেন্ট আর আসন্ন বিজয়ের গ্যারান্টি। তাই উমরের এমন সিদ্ধান্ত স্বভাবতই খালিদকে হতভম্ব করে দিল, কিন্তু তিনি তা সামলে নিয়ে বললেন, “যদি আবু বকর ইন্তেকাল করে থাকেন আর উমর নতুন খলিফা নির্বাচিত হয়ে থাকেন, তো আমাদের সবারই উচিত খলিফা উমরের প্রতি অনুগত থাকা এবং তার নির্দেশ মেনে চলা।”

যুদ্ধক্ষেত্রের কমান্ডার^{১০} হিসেবে আবু উবায়দা ছিলেন অনেক বেশি সাবধানী, তাই খালিদ পাশে থাকার পরও স্বভাবতই মুসলমান সেনাবাহিনীর অগ্রাভিযানের গতি অনেকটাই কমে গেল। আমরা আর সুরাবিলকে তার অর্ধেক সেনাবাহিনীসহ ফিলিস্তিন দখলের মিশনে পাঠিয়ে দিয়ে উবায়দা খালিদকে সঙ্গে নিয়ে সিরিয়ার আরও উত্তরে তার অগ্রাভিযান অব্যাহত রাখলেন এবং মার্চ ৬৩৬ নাগাদ এমেসা পর্যন্ত দখল করে ফেললেন।

উপায়ান্তর না পেয়ে বাইজান্টাইন সম্রাট হেরাক্লিয়াস অগত্যা তার রাজধানী এন্টিওখে দুই লাখ সৈন্যের এক বিশাল সেনাবাহিনী জমায়েত^{১১} করলেন। তার পরিকল্পনা ছিল এই বিশাল বাইজান্টাইন বাহিনী দিয়ে

৯. প্রধান উপদেষ্টা।

১০. সেনাদলের অধিনায়ক। কমান্ড করার দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন অফিসার।

১১. কোনো বিশেষ অভিযানের উদ্দেশ্যে সেনাদলকে একত্র করা।

ফিলিস্তিন, মধ্য সিরিয়া আর উত্তর সিরিয়াজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আলাদা আলাদা ভাবে অভিযানরত মুসলমান সেনাদলগুলোকে একের পর এক ধ্বংস করা।

৬৩৬ সালে জুন মাসের মাঝামাঝি একযোগে পাঁচ-পাঁচটা বাইজান্টাইন সেনাবাহিনী যখন তিন দিক দিয়ে এমেসার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করল, বিভ্রান্ত আর উবায়দা তখন ফের খালিদের শরণাপন্ন হলেন। শাহি ফরমানের তোয়াক্কা না করেই তিনি খালিদের হাতে কমান্ড তুলে দিয়ে বাহিনীর প্রশাসনিক কার্যক্রম দেখাতে মনোযোগ দিলেন। অবশ্য বাইজান্টাইন সেনাবাহিনীর এগিয়ে আসার খবর পাওয়ার পর থেকেই খালিদ মনে মনে এই কঠিন অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায় নিয়ে ভাবছিলেন এবং হঠাৎই তার মাথায় আইডিয়াটা খেলে গেল। আইডিয়াটা এতটাই যুগান্তকারী ছিল যে শ্রেফ এই একটা আইডিয়ার কারণে পরে ইতিহাসের মোড় ঘুরে গিয়েছিল আর বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের পতনের মধ্য দিয়ে ইসলামের ইউরোপযাত্রার পথ খুলে গিয়েছিল। তাই কমান্ড ফিরে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খালিদ একটা কনফারেন্স ডাকলেন এবং সব কমান্ডার আর অফিসারদের সেই কনফারেন্সে হাজির থাকার নির্দেশ দিলেন।

অধ্যায় তিন বাইজান্টাইন প্রস্তুতি

কনফারেন্স রুমজুড়ে পিনপতন নিস্তব্ধতা; অবশেষে আবু উবায়দা সেই নিস্তব্ধতা ভেঙে খালিদের পরামর্শ চাইলেন। প্রথমেই খালিদ গোয়ান্দাপ্রধানদের কাছ থেকে সর্বশেষ ইন্টেলিজেন্স আপডেট^১ জানতে চাইলেন। বাইজান্টাইন যুদ্ধবন্দি আর এমেসায় সদ্য রিক্রুটেড ডাবল এজেন্টদের^২ মাধ্যমে পাওয়া ইন্টেলিজেন্সের ভিত্তিতে ওয়ার গেমিং টেবিল^৩ জুড়ে সম্রাট হেরাক্লিয়াসের রণ-পরিকল্পনার যে-চিত্রটা ক্রমশ স্পষ্টতর হয়ে উঠছে তা নিঃসন্দেহে ভয়াবহ।

৬২৯ সালে সম্রাট হেরাক্লিয়াস গ্রিক টাইটেল ‘ব্যসিলিও’ গ্রহণের পর থেকেই তার প্রপাগান্ডিস্টরা যে কোনো বাইজান্টাইন অভিযানকেই যিশুর নামে চালিয়ে দিচ্ছিল, যুদ্ধক্ষেত্রেও রেলিক^৪ হিসেবে যিশুর ক্রুশের কাঠ বহন করা হতো সৈন্যদের মনোবল চাঙ্গা রাখতে। এবারও এর কোনো ব্যতিক্রম হলো না। সিরিয়ান ফ্রন্টে তখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে বাইজান্টাইনদের কোনো প্রতিরোধই কাজে আসছিল না, আর মুসলমানদের হাতে বাইজান্টাইনদের এমেসা নগরীও তখন পর্যন্ত অবরুদ্ধ। অগত্যা ৬৩৫ সালের শেষ দিকে সম্রাট হেরাক্লিয়াস ইসলামের এই প্রায় অপ্রতিরোধ্য অগ্রাভিযানকে ঠেকাতে এক আদি ক্রুসেডের ডাক দিলেন।

মে ৬৩৬ নাগাদ এমেসাবাসী যখন জিজিয়া কর দিয়ে মুসলমান সেনাবাহিনীর বশ্যতা মেনে নিতে রাজি হয়েছে, তখন উত্তর সিরিয়া আরও উত্তরে এন্টিওখজুড়ে রাশান, স্লাভ, ফ্রাঙ্ক, গ্রিক, রোমান, জর্জিয়ান, আর্মেনিয়ান আর খ্রিষ্টান আরবদের নিয়ে গড়ে ওঠা বাইজান্টাইন বহুজাতিক বাহিনী রণপোম নিতে শুরু করেছে।

ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে একেকটা বাইজান্টাইন সেনাবাহিনী গড়ে উঠল, আর এমন পাঁচটা সেনাবাহিনী একযোগে এগোতে লাগল সিরিয়ান ফ্রন্টের দিকে। বাইজান্টাইন সেনাবাহিনীতে আর্মেনিয়ানরা দুঃসাহসী যোদ্ধা হিসেবে সুপরিচিত ছিল। আর্মেনীয়দের কমান্ড করছিলেন জেনারেল ভাহান,

১. শত্রুর অবস্থান ও গতিবিধি-সম্পর্কিত গোয়েন্দা তথ্য।

২. ভারী বকশিশের মাধ্যমে কিনে ফেলা শত্রুর গুপ্তচর।

৩. যুদ্ধ পরিকল্পনার কাজে ব্যবহৃত ম্যাপ সহ টেবিল।

৪. পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন।

আর্মেনিয়ান এই রাজা ছিলেন এমেসার সাবেক গভর্নর। খ্রিষ্টান আরবদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন প্রিন্স জাবালাহ; তিনি নিজের হাতের তালুর মতোই ভালো করে চিনতেন সিরিয়ান ফ্রন্টের আনাচকানাচ। কষ্টসহিষ্ণু যোদ্ধা বলে খ্যাত রাশান আর স্লাভদের কমান্ডে ছিলেন জেনারেল কানাতির। আর অল ইউরোপিয়ান বাহিনী কমান্ড করছিলেন জেনারেল থ্রেগরি আর জেনারেল দাইরজান।



৯শ্রাট হেরাক্লিয়াসের রণ-পরিকল্পনা

সশাট হেরাক্লিয়াস জেনারেল ভাহানের হাতে যুদ্ধক্ষেত্রের সেনাপতির দায়িত্ব তুলে দিয়ে থিওডোর টিথোরিয়াসকে বাইজান্টাইন বহুজাতিক বাহিনীর প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে নিয়োগ দিলেন। টিথোরিয়াস আদতে ছিলেন বাইজান্টাইন কোষাধ্যক্ষ। সিরিয়ান ফ্রন্টে তাকে পাঠানোর কারণ ছিল দ্বিবিধ। প্রথমত, আর্মেনীয় জেনারেল ভাহানের সঙ্গে ইউরোপীয় কমান্ডার আর জেনারেলদের ব্যক্তিগত সংঘাত এড়িয়ে পারস্পরিক বোঝাপড়াটা সহজ করতে। আর দ্বিতীয়ত, বিশাল এই বহুজাতিক বাহিনীর সৈন্যদের মধ্যে বেতন পাওয়া নিয়ে কোনো ধরনের গুজব যেন ছড়িয়ে না পড়ে।

তখন খেলাফতের মুসলমান সেনাবাহিনী চার ভাগে বিভক্ত হয়ে তিন ফ্রন্টজুড়ে অভিযানে ব্যস্ত। আমর বিন আল আস ফিলিস্তিনে, সুরাবিল জর্ডানে, কাসেরিতে ইয়াজিদ আর আবু উবায়দা ও খালিদ এমেসার উত্তরে লড়াই করতেন। হেরাক্লিয়াস মুসলমান সেনাবাহিনীর এই সিপ-টেড কন্ডিশনের^৫ ফায়দা তোলার ফন্দি আঁটলেন। তিনি চাইলেন তার বিশাল এই বহুজাতিক বাহিনী দিয়ে একের পর এক মুসলমান সেনাবাহিনীকে আউটনাম্বার^৬ করে গুঁড়িয়ে দিতে। প্রায় অবিশ্বাস্য বেলিজারেন্ট রেশিওর^৭ জন্যও ইয়ারমুখের যুদ্ধের নাম ইতিহাসের পাতায় লেখা হতে চলেছে।

ওদিকে উমর বনাম খালিদের বিরোধ নিয়ে কানাঘুসা তখন তুঙ্গে। অনেকেরই ধারণা, ব্যাপারটা ঈর্ষাজনিত। খালিদের কাছে শৈশবে মল্লযুদ্ধে আহত ও পরাজিত উমর হয়তো ক্ষমতায় এসে তার শোধ নিয়েছেন। অনেকের আবার ধারণা, রিদ্দাহ যুদ্ধে মালিককে হত্যা করে তার স্ত্রী লায়লাকে বিয়ে করার পর থেকেই উমর খালিদের ওপর ক্ষিপ্ত। তারা দুজনই বিখ্যাত সাহাবি ছিলেন এবং ইসলামের বিস্তারে দুজনই মহানবী (সা.)-এর কাছে প্রায় অপরিহার্য ছিলেন। যদিও তারা কখনোই একে অন্যের ব্যাপারে নিন্দা করেছেন বলে শোনা যায়নি; কিন্তু দুজনের মধ্যে একটা ঈর্ষার অস্তিত্বের কথা হয়তো একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার জো নেই। অবশ্য একটা জায়গায় এসে দুজন

৫. বড় একটি বাহিনী সাময়িকভাবে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে একে অন্যের কাছ থেকে দূরে থাকা।

৬. সৈন্যসংখ্যায় প্রতিপক্ষের চেয়ে বেশি হওয়া।

৭. দুটি সেনাবাহিনীর পদাতিক, তিরন্দাজ, অশ্বরোহী সৈন্য ইত্যাদির নিরিখে তুলনামূলক অনুপাত।

দুভাবে অনন্য, খালিদ ছিলেন অনবদ্য এক যোদ্ধা আর যুদ্ধবিদ এবং উমর ছিলেন স্ট্র্যাটেজিক দিক থেকে বিদগ্ধ এক রাষ্ট্রনায়ক।

লোকে ভাবতে শুরু করেছিল খালিদ যুদ্ধক্ষেত্রে পা রাখা মানেই সুনিশ্চিত বিজয়। তাই জীবন্ত কিংবদন্তি খালিদের ব্যাপারে মুসলমানদের মনে ক্রমেই দৃঢ় হতে থাকা এই কুসংস্কার থেকে ইসলামকে বাঁচাতেই উমর খালিদকে কমান্ড থেকে অপসারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। যদিও আসন্ন ইয়ারমুখের যুদ্ধে দুজনই স্ট্র্যাটেজিক আর ট্যাকটিক্যাল দৃষ্টিকোণ থেকে দারুণভাবে লড়ে হেরাক্লিয়াস-ভাহানের বহুজাতিক বাইজান্টাইন বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করে বেলিজারেন্ট রেশিওর ঐতিহাসিক হিসেব-নিকেশ আগাগোড়াই উল্টেপাল্টে দিয়েছিলেন।

অধ্যায় চার
পিছিয়ে আসার সেই যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত

ম্যানিয়াহ কি হেরাক্লিয়াসের মেয়ে ছিলেন, নাকি নাতনি, তা নিয়ে ঐতিহাসিক বিতর্ক আছে। মুসলমান সেনাবাহিনী তখন একই সময়ে সিরিয়ান ফ্রন্টে হেরাক্লিয়াসের বাইজান্টাইন সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আর পার্সিয়ান ফ্রন্টে ইয়াজদেগার্ডের^১ পার্সিয়ান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করছিল। তাই মুসলমান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে আরেকটা বাইজান্টাইন অভিযান শুরু করার আগে হেরাক্লিয়াস একটা চমৎকার স্ট্র্যাটেজিক চাল চাললেন; তিনি পার্সিয়ান সম্রাট তৃতীয় ইয়াজদেগার্ডের সঙ্গে ম্যানিয়াহর বিয়ে দিয়ে দিলেন। রাজনৈতিক এই বিয়ের উদ্দেশ্যই ছিল মুসলমানদের বিরুদ্ধে বাইজান্টাইন মহা অভিযানের সময় পার্সিয়ানদের মিত্রতা শতভাগ নিশ্চিত করা।

হেরাক্লিয়াসের স্ট্র্যাটেজিক পরিকল্পনা ছিল সিরিয়ান ফ্রন্টে যখন বাইজান্টাইনরা হামলে পড়বে, তখন একই সময়ে পার্সিয়ান ফ্রন্টেও ইয়াজদেগার্ড আক্রমণ চালাবে যেন মুসলমান সেনাবাহিনী একই সঙ্গে দুই ফ্রন্টে লড়াইতে বাধ্য হয়; আর সিরিয়ান ফ্রন্টকে রিইনফোর্স করার জন্য মুসলমানেরা যেন পার্সিয়ান ফ্রন্ট থেকে কোনো সৈন্য সরিয়ে আনতে না পারে। স্ট্র্যাটেজিক এই ডেভেলপমেন্টটা^২ খলিফা উমরের গোচরে আনার পরামর্শ দিয়ে খালিদ ট্যাক্টিক্যাল ব্যাটেলফিল্ডের ডেভেলপমেন্টের দিকে নজর দিলেন। গোয়েন্দাপ্রধানদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সাজানো ওয়ারগেম টেবিলের^৩ দিকে তাকিয়ে খালিদ-উবায়দাসহ সব মুসলমান কমান্ডারের কপালে দুশ্চিন্তার রেখা গভীরতর হয়ে উঠল।

১. সাসানীয় বা সসনিয়ন সাম্রাজ্য ইরানে ইসলামের আগমনের আগে সেখানকার সর্বশেষ সাম্রাজ্য। প্রায় ৪০০ বছর ধরে এটি পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপের দুটি প্রধান শক্তির একটি ছিল। ইসলামের আরব খলিফাদের কাছে শেষ সসনিয়ান রাজা শাহানশাহ তৃতীয় ইয়াজদেগার্ডের পরাজয়ের মাধ্যমে সসনিয়ন সাম্রাজ্যের সমাপ্তি ঘটে।
২. সর্বশেষ পরিস্থিতি অথবা পটপরিবর্তন।
৩. যুদ্ধ-পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য টেবিল বা ঘরের মেঝেতে বালি, কাঠের গুঁড়া আর খেলনা গাছ-ঘরবাড়ি দিয়ে বানানো যুদ্ধক্ষেত্রের প্রতিকৃতি।



১০পিছিয়ে আসার সেই যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত

৬৩৬ সালের জুনের মাঝামাঝি বাইজান্টাইন সেনাবাহিনী এন্টিওখ আর উত্তর সিরিয়ার ছাউনি ছেড়ে বেরিয়ে এলো। প্রথম টার্গেট সম্প্রতি আবু উবায়দা আর খালিদের মুসলমান সেনাবাহিনীর কবজায় চলে যাওয়া এমেসা উদ্ধার করা। প্রথমেই হেরাক্লিয়াসের ছেলে প্রিন্স কনস্টানটাইন-৩ ক্যাসারির পথে রওনা দিলেন ক্যাসারিতে অবস্থিত বাইজান্টাইন গ্যারিসনকে রিইনফোর্স করতে, যেন এই মুহুর্তে ক্যাসারি অবরোধ করে রাখা ইয়াজিদের মুসলমান সেনাবাহিনীকে এমেসা অভিযানের সময় পর্যন্ত এনগেজড^৪ করে রাখা যায়।

৪. ব্যস্ত রাখা, যেন এমেসায় আক্রান্ত মুসলমান সেনাবাহিনীকে সাহায্য করতে যেতে না পারে।

বাইজান্টাইন জেনারেল কানাতিরের মিশন ছিল এমেসা বাইপাস^৫ করে ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল ধরে দ্রুত বৈরুত হয়ে দামেস্ক দখল করে, দামেস্ক থেকে এমেসা যাওয়ার লাইন অফ কমিউনিকেশন^৬ আটকে দেওয়া; আর এমেসায় ঘাঁটি গেড়ে বসা উবাইদা-খালিদের মুসলমান সেনাবাহিনীটাকে আইসোলেট^৭ করে ফেলা, যেন পেছন থেকে কোনো রসদ বা রিইনফোর্সমেন্ট মুসলমান সেনাবাহিনীর কাছে পৌঁছাতে না পারে, আর আক্রান্ত হওয়ার পর একজন মুসলমান সেনাও যেন পিছু হটে কিংবা জীবিত পালিয়ে যেতে না পারে।

বাইজান্টাইন প্রিন্স জাবালাহর মিশন ছিল আলেপ্পো থেকে সোজা এমেসার দিকে এগিয়ে গিয়ে উত্তর দিক থেকে মুসলমান সেনাবাহিনীকে সামনে থেকে এনগেজ^৮ করা। আর জেনারেল দাইরজানের মিশন ছিল জাবালাহ যখন মুসলমানদের সামনে থেকে এনগেজড রাখবে, তখন পশ্চিম দিক থেকে ফ্ল্যাকিং মুভ^৯ করে এগিয়ে এসে মুসলমানদের বাঁ ফ্ল্যাকে আক্রমণ করা। জেনারেল গ্রেগরির মিশন ছিল মেসোপটেমিয়া হয়ে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে এগিয়ে এসে মুসলমান সেনাবাহিনীর ডান ফ্ল্যাকে হামলে পড়া। আর ফিল্ড কমান্ডার জেনারেল ভাহান থাকবেন জেনারেল জাবালাহর সেনাবাহিনীর পেছনেই; বাইজান্টাইন অপারেশনাল রিজার্ভের^{১০} সঙ্গে।

প্রথমেই খালিদ মুসলমান সেনাবাহিনীর ডেপ্লয়মেন্টের^{১১} দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। আমার বিন আসের সেনাবাহিনী প্যালেস্টাইনে, সুরাবিলের সেনাবাহিনী জর্ডানে আর ইয়াজিদ ক্যাসারি অবরোধ করে আছে। একবার যদি এমেসা পেছন দিক দিয়ে সিরিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তা হলে তিন দিক থেকে বাইজান্টাইনরা আক্রমণ করলে এমেসায় মুসলিম বনাম বাইজান্টাইন বেলিজারেন্ট রেশিওতে এত বেশি ফারাক তৈরি হবে যে কোনোভাবেই

-
৫. সামনে পড়া কোনো লক্ষ্যবস্তুকে এড়িয়ে আরও সামনের কোনো লক্ষ্যবস্তুর দিকে এগিয়ে যাওয়া।
 ৬. যোগাযোগের পথ, যে পথে সৈন্য আর রসদ আনা-নেওয়া করা হয়।
 ৭. যোগাযোগ বা যাতায়াতের পথ আটকে কোনো বাহিনীকে ঘিরে ফেলা।
 ৮. মুখোমুখি হওয়া।
 ৯. সামনে থেকে না এসে ডান অথবা বাঁ পাশ থেকে এগিয়ে আসা।
 ১০. সংরক্ষিত সেনাদল যারা নিজ বিপর্যস্ত সেনাবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধিতে ব্যবহার করা হয়।
 ১১. ভূমিতে একেকটি বাহিনী যেভাবে যে স্থানে মোতায়েন থাকে।

মুসলমান পরাজয় এড়ানো সম্ভব না। খালিদ সানজুর^{১২} নাম শুনেছিলেন কি না সে-ব্যাপারে কোনো ঐতিহাসিক বক্তব্য পাওয়া যায় না। তবে তিনি কাকতালীয়ভাবে ঠিক সানজুর মতো করেই ভাবলেন; অভিজ্ঞ যোদ্ধা খালিদ ভালো করেই জানতেন কোন যুদ্ধ লড়তে হয় আর কোন যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে হয়।

এমেসার ওয়ারগেমিং কনফারেন্সের সব অফিসার আর এমেসা থেকে বহু দূর আলেপ্পোতে বসা হেরাক্লিয়াসকে অবাক করে দিয়ে খালিদ বিন ওয়ালিদ, সব মুসলমান সেনাবাহিনীকে অনতিবিলম্বে এমেসা থেকে পিছিয়ে দামেস্ক পেরিয়ে আরও দক্ষিণে গোলান হাইটের কাছাকাছি জাবিয়াতে জমায়েত^{১৩} করার যুগান্তকারী নির্দেশ দিলেন। এতে প্রায় একই সময়ে চার স্থানে বিচ্ছিন্ন মুসলমান সেনাবাহিনীগুলো একত্র হওয়ার সুযোগ পাবে আর খলিফা উমরের জন্যও রিইনফোর্স পাঠানো আরও সহজ হবে। তা ছাড়া জাবিয়ার প্রান্তর খালিদের দুর্ধর্ষ অশ্বারোহী বাহিনীর ক্যাভালরি চার্জের^{১৪} জন্য আদর্শ টেরেইন^{১৫}।

নতুন সিদ্ধান্তটি নিয়ে দ্রুততম অশ্বে সওয়ার হয়ে রাজদূতেরা ছুটে চলল খলিফা উমর, আমর, সুরাবিল আর ইয়াজিদের উদ্দেশে। যেহেতু মুসলমান সেনাবাহিনী এমেসা ছেড়ে পিছু হটছে তাই আবু উবায়দা এমেসার জনগণের কাছ থেকে নেওয়া সমুদয় জিজিয়া কর ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। যুদ্ধের এই অবস্থায় খলিফা উমর তার প্রথম স্ট্র্যাটেজিক চালটা চাললেন। পার্সিয়ান ফ্রন্ট ঠান্ডা রাখতে তিনি পার্সিয়ান সম্রাট ইয়াজদেগার্ডের দরবারে রাজদুত পাঠালেন যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিয়ে।

এমেসা থেকে মুসলমান ফোর্সের জাবিয়াতে ট্যাক্টিক্যাল রিডেপ্লয়মেন্টের^{১৬} সিদ্ধান্তের কারণে হেরাক্লিয়াসের গোটা অভিযান পরিকল্পনা বেশ বড়সড় একটা ধাক্কা খেল। (শত্রুর চাপে পিছিয়ে আসাকে আমরা বলব রিট্রিট। আর নিজের সুবিধার জন্য পিছিয়ে আসাকে বলব ট্যাক্টিক্যাল রিডেপ্লয়মেন্ট।) ইয়ারমুক যুদ্ধক্ষেত্রে খালিদের মেনুভার আর ক্যাভালরি ট্যাক্টিক্স বাদেই, শ্রেফ

১২. বিখ্যাত দ্য আর্ট অফ ওয়ারের চৈনিক স্ট্র্যাটেজিস্ট আর জেনারেল লেখক সানজু।

১৩. রণকৌশলগতভাবে জমায়েত হওয়া।

১৪. অশ্বারোহী বাহিনীর সমন্বয়ে আক্রমণ।

১৫. যুদ্ধক্ষেত্রের এলাকা।

১৬. রণকৌশলগত পশ্চাদপসরণ।

এই ট্যাক্টিক্যাল রিডেপ্লয়মেন্টের যুগান্তকারী সিদ্ধান্তেই খালিদকে সমর-ইতিহাসে আলাদা করে স্মরণ করা হয়।

যুদ্ধক্ষেত্র এমেসা থেকে জাবিয়ায় স্থানান্তরিত হওয়ায় বিচ্ছিন্নভাবে মুসলমান সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করার হেরাক্লিয়াসের বড় সাধের পরিকল্পনাটাই ভেঙে গেল। যাহোক, অনিচ্ছা সত্ত্বেও হেরাক্লিয়াস তার কন্টিজেন্সি^{১৭} ভাবতে শুরু করলেন। এমেসা থেকে জাবিয়া মানে হেরাক্লিয়াসের পাঁচটা সেনাবাহিনীকে এবার দ্বিগুণ দূরত্ব মার্চ করতে হবে। অথচ যাওয়ার জন্য মবিলিটি করিডর^{১৮} একটাই; এমেসা-দামেস্ক-জাবিয়া রোড। অর্থাৎ পাঁচটা সেনাবাহিনীকে একটার পেছনে একটা মার্চ করতে হবে, যার মানে সময় বেশি লাগবে। সময় বেশি লাগা মানে অভিযানের ব্যাপ্তিকাল আরও বেড়ে যাওয়া। আর সময় বেড়ে যাওয়া মানেই লজিস্টিক^{১৯} ব্যয় বেড়ে যাওয়া। আবার জাবিয়ার নিকটবর্তী একমাত্র লজিস্টিক বেইজ হলো দামেস্ক। আর দামেস্ক এই মুহূর্তে সদ্যই শেষ হওয়া মুসলমানদের সিরিয়া অভিযানের ধকল কাটিয়ে উঠেছে। তাই নতুন করে বিশাল পাঁচটা সেনাবাহিনীকে রসদ-সহায়তা দেওয়ার মতো অবস্থায় নেই। তার মানে বাইজান্টাইন অভিযান শুরুই হবে রসদগত সীমাবদ্ধতা নিয়ে।

সর্বোপরি অনূর্বর মরশহর মক্কা-মদিনা দখলের কোনো ইচ্ছেই হেরাক্লিয়াসের নেই। কিন্তু লেভান্ট পুনর্দখলের স্বার্থে মুসলমান সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করা ছাড়া আর কোনো উপায়ও নেই। অগত্যা হেরাক্লিয়াস তার সেনাবাহিনীগুলোর অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলেন।

মুসলমান সেনাবাহিনীগুলো জাবিয়াতে জমায়েত করার পর দেখা গেল যে ইয়াজিদ ক্যাসারি অবরোধ ছেড়ে চলে আসার পর দামেস্ক অক্ষের পাশাপাশি ক্যাসারি থেকে আরেকটা বাইজান্টাইন অ্যাভিনিউ অফ অ্যাপ্রোচ^{২০} খুলে গেল। মানে তখনও দুই দিক থেকে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েই গেল। তাই খালিদ ফের ট্যাক্টিক্যাল রিডেপ্লয়মেন্টের নির্দেশ দিলেন; এবার গন্তব্য জাবিয়া থেকে ইয়ারমুক।

১৭. একই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য বিকল্প পরিকল্পনা।

১৮. সৈন্যদের সদলবলে এগিয়ে যাওয়ার মতো পথ।

১৯. যুদ্ধের জন্য রসদ।

২০. সৈন্যদের সদলবলে এগিয়ে যাওয়ার মতো পথ বা মবিলিটি করিডোরের সমন্বয়ে যাতায়াত এলাকা।

ওদিকে খলিফা উমরের নির্দেশে পার্সিয়ান ফ্রন্টের কাদেশিয়ায় অবস্থান করতে থাকা মুসলমান সেনাদল থেকে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে খেলাফতের দূতদল সন্ধি প্রস্তাব নিয়ে পার্সিয়ান সম্রাট ইয়াজদেগার্ডের রাজদরবারের উদ্দেশে রওনা দিল। সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস যুদ্ধবিরতি সংলাপের শুরুতেই পার্সিয়ান সম্রাট ইয়াজদেগার্ড-৩ এবং তার দুর্ধর্ষ সেনাপতি রুস্তম ফাররুখজাদকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রস্তাব করলেন।

অধ্যায় পাঁচ
বাইজান্টাইনদের আপোষ প্রসঙ্গ

মুসলমান সেনাবাহিনী জাবিয়া পৌঁছে গুছিয়ে ওঠার আগেই সম্রাট হেরাক্লিয়াস তার বাইজান্টাইন সেনাবাহিনীকে দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন; যেন মুসলমান সেনাবাহিনীকে অপ্রস্তুত অবস্থায় পেয়ে অতর্কিতে আক্রমণ করে হারিয়ে দেওয়া যায়। ওদিকে খালিদের নির্দেশে বাইজান্টাইন গ্যারিসন অবরোধ বাতিল করে দিয়ে জেনারেল ইয়াজিদ তার বাহিনী নিয়ে ক্যাসারি ত্যাগ করে জাবিয়ার পথ ধরতেই ক্যাসারির বাইজান্টাইন সৈন্যরা তার পিছু ধাওয়া করতে চেষ্টা করল। দামেস্ক এবং ক্যাসারির দিক থেকে একযোগে বাইজান্টাইন আক্রমণের আশঙ্কায় আবু উবায়দা খালিদের অধীনে চার হাজার ঘোড়সওয়ারের একটি মোবাইল গার্ডকে^১ রিয়ার গার্ড^২ হিসেবে রেখে মুসলমান সেনাবাহিনী নিয়ে জাবিয়া রোড ধরে ইয়ারমুকে স্থানান্তর করতে শুরু করলেন।

খালিদ যথারীতি নিজ স্বভাবমতো তার বাহিনী নিয়ে জাবিয়া থেকে দামেস্কের দিকে এগিয়ে গিয়ে অগ্রাভিযানরত বাইজান্টাইন অ্যাডভান্সিং কলামের ভ্যানগার্ডকে^৩ আক্রমণ করে দামেস্ক অবধি ধাওয়া করে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। এ ঘটনার পরে মুসলমান সেনাবাহিনীর জাবিয়া রিডেপ্লয়মেন্টে^৪ বাইজান্টাইনরা আর কোনো বাগড়া দেওয়ার চেষ্টা করেনি। অবশেষে সমগ্র মুসলমান সেনাবাহিনী ইয়ারমুকে ক্যাম্প করার পর খালিদও তার মোবাইল গার্ড নিয়ে জাবিয়া ছেড়ে ইয়ারমুকের পথে ফিরে চললেন।

ইয়ারমুক যুদ্ধক্ষেত্রটি গোলান মালভূমির দক্ষিণ-পূর্বে গ্যালিলি সাগরের পূর্বে আর ইয়ারমুক নদীর উত্তরে বর্তমান ইসরায়েল, জর্ডান আর সিরিয়া সীমান্তের সংযোগস্থলে অবস্থিত। যুদ্ধক্ষেত্রের পশ্চিম প্রান্ত ওয়াদি উর রাক্বাদ নামের রাভিন বা গিরিখাদ দ্বারা সীমাবদ্ধ, যা উত্তর থেকে নেমে এসে দক্ষিণে

-
১. দ্রুতগতিসম্পন্ন অশ্বারোহী বাহিনী, যারা সংকটময় পরিস্থিতিতে যুদ্ধক্ষেত্রে যোগ দিয়ে যুদ্ধ জয়ে সাহায্য করে।
 ২. কোনো বাহিনীর রিয়ার বা পেছনের অংশ সুরক্ষায় নিয়োজিত বাহিনী।
 ৩. যুদ্ধের জন্য এগিয়ে আসা বাহিনীকে বলে অ্যাডভান্সিং কলাম, আর এহেন অগ্রাভিযানের পুরোভাগে থাকে ভ্যানগার্ড, যারা মূল বাহিনীকে সামনে থেকে সুরক্ষিত রাখে।
 ৪. পুনঃ মোতায়েন।

ইয়ারমুক নদীতে যোগ দিয়েছে। পূর্বে আজরা হিল ট্র্যাক্টস। পূর্বে জাবিয়া রোড আর পশ্চিমে জর্ডান নদীর শাখা ইয়ারমুক নদী। ইয়ারমুক প্রান্তরে দুই সেনাবাহিনীর জন্যই পর্যাপ্ত ঘাস আর পানি ছিল।



১১ভাহান দ্য আর্মেনিয়ান

অবশেষে জেনারেল ভাহান দ্য আর্মেনিয়ান তার বাইজান্টাইন বহুজাতিক বাহিনী নিয়ে ইয়ারমুক পৌঁছে দেখলেন খালিদ মুসলমান সেনাবাহিনী নিয়ে ইতিমধ্যে ইয়ারমুকের প্রান্তরের পূর্ব প্রান্তে ডানে জাবিয়া রোড আর বাঁয়ে ইয়ারমুক নদীর মধ্যবর্তী লাভা গঠিত সমতলে ক্যাম্প করে বসে আছেন। খ্রিস্টের জন্মের ৪০০ বছর আগে চৈনিক সমর দার্শনিক সানজু বলে গিয়েছিলেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে যারা আগে পৌঁছায়, তারা সব সময় অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক অবস্থায় থাকে। খালিদও তেমনি তিনটা সুবিধা নিয়েই যুদ্ধ শুরু করলেন।

প্রথমত, খালিদের মুসলমান সেনাবাহিনী পূর্ব প্রান্তে ক্যাম্প করার ফলে ভাহানের বাইজান্টাইন সেনাবাহিনী মুসলমান ক্যাম্পের বিপরীতে ইয়ারমুকের প্রান্তরের পশ্চিম প্রান্তে ক্যাম্প করতে বাধ্য হলো। অবস্থানগত এই সুবিধার ফলে সকাল থেকে দুপুরের আগ পর্যন্ত বাইজান্টাইনদের চোখের ওপর সূর্য থাকত; ব্যাপারটা বাইজান্টাইন তিরন্দাজদের জন্য তো বটেই, এমনকি

পদাতিক সৈন্যদের জন্যও ছিল বেশ অস্বস্তিকর। পক্ষান্তরে সূর্যের বিপরীতে থাকায় সকাল থেকেই মুসলমান সৈন্যরা প্রতিপক্ষকে স্পষ্ট দেখতে পেত।

দ্বিতীয়ত, ইয়ারমুক প্রান্তরের কেন্দ্রে পর্যাপ্ত ফ্রন্টেজ^৫ পেতে গিয়ে বাইজান্টাইনরা পশ্চিম প্রান্তে ওয়াদি উর রাক্বাদ নামের এক গভীর গিরিখাদ পেছনে রেখে ক্যাম্প করতে বাধ্য হলো। গিরিখাদটি স্থানে স্থানে প্রায় ২০০ মিটারের মতো গভীর আর আইনাল ধাকার এলাকার একটা মাত্র ক্রসিং সাইট ছাড়া ইয়ারমুকের প্রান্তর থেকে পিছিয়ে এই গিরিখাদের ওপারে যাওয়ার আর কোনো উপায় ছিল না। ইয়ারমুক যুদ্ধের ষষ্ঠ দিন এই আইনাল ধাকার বেদখল হয়ে যাওয়ার কারণে বাইজান্টাইনরা দুর্ভাগ্যজনক বিপর্যয়ের শিকার হয়েছিল। অবশ্য আগের পাঁচ দিনের বাইজান্টাইন নৃশংসতার কারণে খালিদের নির্দেশও ছিল কোনো যুদ্ধবন্দি গ্রহণের ঝামেলায় না যাওয়ার।

তৃতীয়ত, যুদ্ধক্ষেত্রের পূর্ব প্রান্তে ক্যাম্প করায় খলিফা উমর প্রতিদিন সকালের দিকে ছোট ছোট দলে রিইনফোর্সমেন্ট পাঠাতে লাগলেন। ছোট ছোট এই দলগুলো ইচ্ছে করেই হইচই আর ঢাকঢোল পিটিয়ে এমনভাবে এসে মুসলমান ক্যাম্পে যোগ দিত যে সকালের সূর্যের কারণে বাইজান্টাইনরা তাদের সঠিক সংখ্যাটা ঠাহর করতে না পেরে ক্রমেই আরও অস্থির হয়ে উঠত।

বিশাল বাইজান্টাইন সেনাবাহিনী ক্যাম্প করতেই তাদের আক্রমণের সাধারণ দিক (জেনারেল ডিরেকশন অফ অ্যাটাক) আর সম্মুখভাগ (ফ্রন্টেজ) স্পষ্ট হয়ে উঠল; বাইজান্টাইন সেনাবাহিনীর মোতায়েনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে খালিদও মুসলমান বাহিনীর মোতায়েন দ্রুত সমন্বয় করে নিলেন। তখনকার যুদ্ধেও রেওয়াজ (নর্মস) অনুযায়ী যুদ্ধের চূড়ান্ত দিনক্ষণ (ডি ডে) চূড়ান্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত দুপক্ষই মুখোমুখি অবস্থান নিয়ে নিজ নিজ রেকি (প্রতিপক্ষের অবস্থান ও সংখ্যা জরিপ), রণ পরিকল্পনা, অর্ডারস (রণ পরিকল্পনা অনুযায়ী করণীয় সম্পর্কে মৌখিক আদেশ) আর লজিস্টিক বিন্ড আপ (রসদ ব্যবস্থাপনা) এ মনোযোগ দিল। এরই মধ্যে ভাহানের কাছে হেরাক্লিয়াসের নির্দেশ এলো শান্তিপূর্ণ উপায়ে এই ঝামেলা মেটানোর সব উপায় যাচাই করে দেখার আগেই যেন কোনো ধরনের হোস্টাইলিটি (আক্রমণাত্মক আচরণ) শুরু না করা হয়।

৫. আক্রমণ করার জন্য সেনাবাহিনীর সামনের খোলা জায়গা।

এরই ধারাবাহিকতায় প্রথমে বাইজান্টাইন জেনারেল থ্রেগরি এলো মুসলমান ক্যাম্পে আবু উবায়দার সঙ্গে দেখা করতে। বাইজান্টাইন প্রস্তাব ছিল লেভান্ট ছেড়ে যেন মুসলমানেরা আরবে ফিরে যায়, কথা দিতে হবে আর কখনো লেভান্ট দখলের চেষ্টা করা হবে না। আবু উবায়দা প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলে থ্রেগরি ফিরে গেল শূন্য হাতেই। ইউরোপিয়ান থ্রেগরির চেয়ে প্রাচ্যদেশীয় জাবালাহ বেশি ফলপ্রসূ হবেন ভেবে এরপর ভাহান পাঠালেন জাবালাহকে, কিন্তু ফলাফল একই।

অগত্যা মুসলমান সেনাবাহিনীর শক্তি পরীক্ষা করতে জুলাইয়ের গোড়ার দিকে ভাহান ফের জাবালাহকে পাঠালেন রেকি ইনফোর্সে^৬। জাবালাহ মুসলমান ফ্রন্টে পৌঁছাতেই খালিদের মোবাইল গার্ডের তুমুল আক্রমণের মুখে পড়ে ফিরে এলেন। ভাহান বুঝলেন মুসলমান সেনাবাহিনী সহজেই পিছু হটবে না। এরপর আরও মাসখানেক দুপক্ষই যার যার ক্যাম্পে বসে রইল।

হেরাক্লিয়াস চেষ্টা করে যাচ্ছিল পার্সিয়ান সম্রাট ইয়াজদেগার্ডকে যুদ্ধে রাজি করাতে, আর মুসলমানেরা ধীরে ধীরে শক্তি বৃদ্ধি করছিল আরবের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যোদ্ধা এনে। আগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষ দিকে ভাহান যুদ্ধ শুরু করার চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু করলেন। তার আগে শেষবারের মতো তিনি যুদ্ধ এড়িয়ে আলোচনার মাধ্যমে এ সংকট সমাধানের চেষ্টা করতে তিনি মুসলমান শিবিরে আলোচনার প্রস্তাব পাঠালেন। আবু উবায়দা এবার খালিদকে পাঠালেন বাইজান্টাইন ক্যাম্পে আলোচনার জন্য।

আলোচনার শুরুতেই ভাহান বললেন, “জানি মরুভূমির কষ্টসাধ্য জীবন আর ক্ষুধাই তোমাদের নিজ দেশের বাইরে টেনে আনে বারবার। আমরা তোমাদের জনপ্রতি ১০ দিনার করে দিচ্ছি, দেশে ফিরে যাও। আর আগামী বছরও একই পরিমাণ অর্থ মদিনায় পাঠিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।” ক্ষুব্ধ খালিদ ক্রোধ সামলে বললেন, “আসলে রক্তের পিপাসায় আমরা দেশের বাইরে বেরিয়ে আসি, আর শুনেছি রোমান রক্তের চেয়ে সুস্বাদু রক্ত আর হয় না। আমি বরং তোমাকে তিনটা বিকল্প দিচ্ছি, তোমার পছন্দেরটা তুমিই বেছে নাও। হয় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যাও, নয়তো জিজিয়া কর দিয়ে নিজের মতো থাকো, কিংবা আর সময় নষ্ট না করে অস্ত্রধারণ করো আর আমাদের যুদ্ধে পরাজিত করো।” ভাহান শেষ অপশনটাই বেছে নিলেন আর

৬. যুদ্ধক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করতে এসে সুযোগ পেলে ছোটখাটো শত্রুদলকে পরাজিত করা।

পরদিন সকাল থেকেই যুদ্ধ গুরু হ'বে বলে কথা দিলেন। 'তথাস্তু' বলে খালিদ ভাহানের তাঁবু থেকে বেরিয়ে মুসলমান সেনাবাহিনীর ক্যাম্পের দিকে পা বাড়ালেন।

অধ্যায় ছয়

ইয়ারমুক রণাঙ্গনে বাইজান্টাইন বনাম মুসলমান সেনাবাহিনী

আধুনিক যুদ্ধে ‘ডি-ডে’ এবং ‘এইচ আওয়ার’^১ প্রতিপক্ষের কাছ থেকে সযত্নে লুকিয়ে রাখার পাশাপাশি প্রকৃত তারিখ আর সময় সম্পর্কে অত্যন্ড পরিকল্পিতভাবে শত্রুকে বিভ্রান্ত করার সব রকমের চেষ্টাই করা হয়। রাত আর দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়াকে আক্রমণের আদর্শ সময় আর অপ্রস্তুত শত্রুর জমায়েতের (কনসেন্ট্রেশন) ওপর অতর্কিতে হামলাকে আদর্শ রণকৌশল গণ্য করা হয়। অধুনা যুদ্ধে সুনির্দিষ্ট যুদ্ধক্ষেত্র বলতে কিছুই নেই। সেনাপতি আর অফিসারদের সবার আগে আক্রমণ করা হয় সৈন্যদের মধ্যে লিডারশিপ ক্রাইসিস^২ তৈরি করতে। এই এক যন্ত্রণায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে অফিসারদের চকচকে পিতলের র‍্যাংকের পরিবর্তে যুদ্ধক্ষেত্রে কাপড়ের ফিল্ড র‍্যাংক পরিধানের প্রচলন হয়ে গেল; যেন দূর থেকে শত্রুর স্লাইপাররা অফিসারদের সহজেই চিহ্নিত করতে না পারে।

কিন্তু আগেকার যুদ্ধের কিছু প্রথা (নর্ম) ছিল সত্যি বেশ রাজসিক। যেমন উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমেই নির্দিষ্ট যুদ্ধক্ষেত্র আর যুদ্ধ শুরু দিন নির্বাচন করা হতো। ক্ষেত্রবিশেষে সকালে রণডঙ্কা বা দামামা বাজিয়ে দিনের যুদ্ধ শুরু হতো (রিভেলি), মূলযুদ্ধ শুরুর আগে প্রতিপক্ষের চ্যাম্পিয়নরা মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হতো, যুদ্ধ চলাকালে বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে যোদ্ধাদের উৎসাহ দেওয়া হতো; সাধারণ সৈন্যরা প্রতিপক্ষের সেনাপতি বা রাজাদের সরাসরি আক্রমণ করত না, অবশ্য সেনাপতি বা রাজাদের উচ্চ প্রশিক্ষিত দেহরক্ষীদের পেরিয়ে তাদের কাছে পৌঁছানোও সাধারণ পদাতিক যোদ্ধাদের জন্য প্রায় দুঃসাধ্যই ছিল। আবার দিনশেষে দামামা-বিউগল বাজিয়ে দিনের যুদ্ধে ইতি টেনে সৈন্যরা যার যার শিবিরে ফিরে আসত (রিট্রিট); আর অভিজাত সেনাবাহিনীরা রাতে সাধারণত কোনো যুদ্ধে লিপ্ত হতো না এবং শত্রুর অগোচরে শত্রুর ক্যাম্প রেইড করাটা কাপুরুষোচিত বলেই বিবেচিত হতো।

ভাহান আর খালিদের নিষ্ফল আলোচনাশেষে ১৫ আগস্ট ৬৩৬ ইয়ারমুক যুদ্ধের ‘ডি-ডে’ নির্ধারিত হয়ে গেল। অবশ্য উভয়পক্ষই ইতিমধ্যে যুদ্ধের চূড়ান্ত

১. প্রতিপক্ষের ওপর আক্রমণ শুরু করার তারিখ আর সময়।

২. নেতৃত্বের সংকটে যুদ্ধক্ষেত্রে যথাযথ নেতৃত্ব না থাকলে জেতা যুদ্ধেও হেরে বসতে হয়।

প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। ব্যাটেল প্রসিডিউরের অংশ হিসেবে কমান্ডাররা তাদের নিজ নিজ ব্যাটালিয়নের জায়গা রেকি করে নিল, অফিসাররা লাস্ট অর্ডারস পাস করার পর সৈন্যদের অস্ত্র-বর্ম আর ঘোড়ার নাল পরখ করল, ধর্মযাজকেরা ভরপেট খেয়ে নিয়ে মোটিভেশনাল স্পিচ দিতে দিতে মুখে ফেনা তুলে ফেলল। রাত গভীর হওয়ার আগেই আজ সব আলো নিভে গেল। যুদ্ধের আগের রাতে সৈন্যদের পর্যাপ্ত ঘুম নিশ্চিত করতে ডিউটি অফিসাররা তাঁবুতে তাঁবুতে উঁকি দিতে লাগলেন। আর প্রিয় কারো স্মৃতিচিহ্ন মুঠোর ভেতর আঁকড়ে ধরে সৈন্যরা অন্ধকার তাঁবুর ছাদের দিকে অপলক চেয়ে থেকে থেকে একসময় ঘুমে ঢলে পড়ল। শুধু জেনারেলেরা জেগে থাকলেন গভীর রাত অবধি।

দীর্ঘ সামরিক জীবনের উত্থান-পতনের ভেতর দিয়ে একেকজন জেনারেলের জন্ম। বিগত প্রতিটি যুদ্ধে নিজেকে প্রমাণ করতে পেরেছেন বলেই আজ পর্যন্ত তারা জীবিত এবং জেনারেল হতে পেরেছেন। আর জেনারেল বলেই পরদিন সকাল থেকে শুরু হতে যাওয়া যুদ্ধটা নিয়ে তারা ভীষণভাবে চিন্তিত। নিজের পৈতৃক প্রাণটা বাঁচানোর সহজাত তাগিদেই যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রত্যেক যোদ্ধা প্রাণপণে লড়ে, কিন্তু সচেতন আর অবচেতনভাবে সে বিশ্বাস করে যে, তার কমান্ডার আর জেনারেল এই যুদ্ধ জেতার জন্য সেরা পরিকল্পনাটাই করেছেন; এবং দিনশেষে তারাই জিততে যাচ্ছেন। এ এক অমোঘ দায়বদ্ধতা, যা প্রত্যেক কমান্ডার আর জেনারেলকে সারাক্ষণ তাড়া করে বেড়ায়। প্রতিপক্ষ দুই জেনারেলের কেউই কারো চেয়ে যুদ্ধের অঙ্ক কম বোঝেন না। কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময়ে কিছু নির্দিষ্ট পারিপার্শ্বিক বাস্তবতা কাউকে জিতিয়ে দেয় আর কেউ হেরে বসে। পরাজিত জেনারেলও ভালো করেই জানেন ঠিক কী কারণে তিনি হারতে যাচ্ছেন, আর কী করতে পারলে এই অবস্থা থেকেও জিতে বের হয়ে আসা সম্ভব। কিন্তু বাস্তবে তখন আর সেই করণীয়টা করার মতো ফোঁস (সৈন্যসামন্ত) অথবা

-
৩. যুদ্ধ শুরুর আগের নিয়মিত কার্যক্রম।
 ৪. রেকনিসেন্স বা সংক্ষেপে রেকি মানে কোনো এলাকায় অভিযান পরিচালনার আগে জায়গাটি পরিদর্শন ও পরখ করে নেওয়া।
 ৫. যুদ্ধক্ষেত্রে পরিস্থিতি সদা পরিবর্তনশীল। তাই সর্বশেষ পরিস্থিতির নিরিখে সর্বশেষ আদেশ বা লাস্ট অর্ডার অনুযায়ী সৈনিকেরা কাজ করে থাকে।
 ৬. উৎসাহব্যঞ্জক ধর্মোপদেশ।

রিসোর্স (সরঞ্জামাদি) তার হাতে থাকে না। এই বাস্তবতার পরিত্রেক্ষিতেই প্রত্যেক জেনারেল যুদ্ধের সব পর্যায়েই একটা রিজার্ভ (সংরক্ষিত) ফোর্স আর রিসোর্স হাতে রাখতে চান, আর প্রতিপক্ষের রিজার্ভ ফোর্স অথবা রিসোর্সটাকে নষ্ট করার জন্য সারাক্ষণ তাকে তাকে থাকেন।

বাইজান্টাইন ফিল্ড কমান্ডার ভাহান সৈন্যসংখ্যায় তার প্রতিপক্ষের চেয়ে ঢের এগিয়ে। তার পরও এই বেলিজারেন্ট রেশিওর সুবিধা তাকে স্বত্তি দিতে পারছে না। ইউরোপিয়ান, আর্মেনিয়ান, আরব ইত্যাদি মিলিয়ে এমন বহুজাতিক (হেটারোজেনাস) বাহিনী কমান্ডের কোনো পূর্বঅভিজ্ঞতা তার নেই। এমেসায় ছোট্ট একটা মুসলমান বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধের কথা বলে এদের বেশিরভাগকে আনা হয়েছিল। এমেসায় যুদ্ধ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে জিততে পারলে, সেই মনোবল (মোরাল) কে পুঁজি করে পরের ক্যাম্পেইনে নিয়ে যেতে তেমন সমস্যা হতো না। জয়ের জন্য যেমন মনোবল অপরিহার্য, তেমনি জয়ের চেয়ে বড় মনোবল আর কিছুই হয় না। কিন্তু ধূর্ত খালিদের ঐতিহাসিক ট্যাক্টিক্যাল রিডেপ্লয়মেন্টের সিদ্ধান্তের কারণে ইয়ারমুক পর্যন্ত আসতে আসতে বাইজান্টাইন সেনারা ইতিমধ্যেই বেশ ক্লান্ত; অনেকেই বাড়ি ফেরার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে। তা ছাড়া বহুজাতিক বাহিনীতে তুচ্ছ সব কারণে নিজেদের ভেতর নানান ফ্যাসাদ লেগেই থাকে। তার ওপর ইউরোপীয় আর আর্মেনীয় বাইজান্টাইন সেনাদের এই বৈরী আরব্য টেরেইন আর আবহাওয়ায় মানিয়ে নেওয়াটাও খুব জরুরি।

একই ফ্যাসাদ বাইজান্টাইন কমান্ডারদের ভেতরও। হেরাক্লিয়াস তার কোষাধ্যক্ষ ট্রিথুরিয়াসকে পাঠিয়েছিলেন বাইজান্টাইন সেনাবাহিনীর স্ট্র্যাটেজিক কমান্ডার হিসেবে, যেন বেতন-ভাতা নিয়ে সৈন্যদের মনে অযথা সংশয় না দেখা দেয়। কিন্তু সেই ট্রিথুরিয়াসই এখন ভাহানের ওপর খবরদারির চেষ্টা করছে। খ্রিষ্টান আরব রাজকুমার জাবালাহর চেয়ে ভালো করে আর কোনো বাইজান্টাইন কমান্ডার এই আরব্য টেরেইন বোঝার কথা না, অথচ জাবালাহর কোনো কথাই ইউরোপিয়ান কমান্ডাররা পাত্তা দিচ্ছে না। কমান্ডারদের এই ভুল-বোঝাবুঝি সৈন্যদের মধ্যে অবিশ্বাস আর গুজবের নতুন নতুন ডালপালা গজিয়ে চলেছে। সামনে মুসলমান ক্যাম্প প্রতিদিনই দলে দলে লোক যোগ দিচ্ছে। পেছনে দামেস্ক পাঁচটা বিশাল বাইজান্টাইন সেনাবাহিনীর রশদ জোগাতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে। গ্রীষ্ম প্রায় শেষ, শিগ্গিরই খাদ্যশস্য আর

ঘোড়ার খাদ্যে টান পড়বে। দামেস্কের গভর্নর মনসুর ইতিমধ্যে ভাহানকে একাধিকবার তাগাদা দিয়েছেন যা করার তাড়াতাড়ি করতে।

ফ্রন্টে মুসলমান সেনাবাহিনী সাকুল্যে তিন-চার ফাইলের বেশি পদাতিক সৈন্য দাঁড় করাতে পারবে না, অথচ এর বিপরীতে বাইজান্টাইনদের ন্যূনতম ১০ ফাইল সৈন্য দাঁড়াবে। তাই বাইজান্টাইন ওয়েট অফ অ্যাটাক^৭ নিয়ে ভাহানের মনে কোনো সংশয় নেই, মুসলমান ফ্রন্ট আক্রান্ত হওয়ার পর দুমড়ে যাওয়াটা শ্রেফ সময়ের ব্যাপার মাত্র। কিন্তু সবচেয়ে দুর্ভাবনা খালিদকে নিয়ে, আর খালিদের মোবাইল গার্ড নিয়েই যত বিপত্তি। ভাহান যদিও ইনফেন্ট্রি ট্যাকটিকসেই^৮ বেশি স্বচ্ছন্দ, অবশ্য ক্যাভালরি নিয়ে ফ্ল্যাঙ্কিং ম্যানুভারে রোমানরাও কারো চেয়ে কম যায় না। কিন্তু খালিদ আবার এই ক্যাভালরি ট্যাকটিকস^৯ ব্যাপারটায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। যুদ্ধক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত সময়ে অপ্রত্যাশিত দিক থেকে এসে হাজির হয়ে বাজিমাৎ করার একাধিক রেকর্ড তার আছে।

তা ছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রে তার নিজের অবস্থানটাও ভাহানের ঠিক মনঃপূত হচ্ছে না। সারা ইয়ারমুক প্রান্তরে একটাই উঁচু টিলা, সেটা আবার মুসলমান সেনাবাহিনীর ভাগে পড়েছে। ভাহানের জন্য মোটামুটি উঁচু একটা স্থানে একটা উঁচু মাচা করা হয়েছে অবশ্য, কিন্তু সেটা তার এয়ারে অফ ফোর্সের^{১০} ঠিক স্কয়ার না হয়ে কিঞ্চিৎ ডানে পড়ে গেছে। ফলে যুদ্ধের সময় বাইজান্টাইন বাম ফ্ল্যাঙ্কের যুদ্ধের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা দুর্বল হয়ে পড়বে বলেই মনে হচ্ছে। একরাশ উদ্বেগ আর অস্বস্তি নিয়ে ভাহান ঘুম না আসা পর্যন্ত তাই তাঁবুয় অস্থির পায়চারি করতেই থাকলেন।

সেই তুলনায় খালিদ বেশ ফুরফুরে মেজাজেই আছেন। গত এক মাসে প্রায় ছয় হাজার সৈন্যের ফ্রেশ রিইনফোর্সমেন্ট এসেছে। এর বেশিরভাগই ইয়েমেনি তিরন্দাজ। সৈন্যসংখ্যা বেশি তাই গুর^{১১} থেকেই ভাহান আক্রমণাত্মক (অফেন্সিভ) লড়বেন, অতএব গুর^{১২}তে প্রতিরোধমূলক (ডিফেন্সিভ) লড়াই ছাড়া খালিদের গত্যন্তর নেই; অন্তত প্রথম দুই-তিন দিন তো নয়ই। এমন ডিফেন্সিভ ব্যাটেলে প্রতিপক্ষে হতাহতের সংখ্যা বাড়তে আর

৭. আক্রমণের প্রচণ্ডতা।

৮. পদাতিক রণকৌশল।

৯. সাজোয়া রণকৌশল।

১০. বাহিনীগুলোর বিন্যাস।

শত্রুকে ধীরে ধীরে কাহিল করতে তীরন্দাজদের গুরুত্ব অপরিসীম। তার ওপর প্রায় এক হাজারের মতো সাহাবি পাঠিয়েছেন খলিফা উমর, যাদের ভেতর প্রায় ১০০ জন বদরের যুদ্ধের ভেটেরান (অভিজ্ঞ)। আর আছেন মহানবী (সা.)-এর আত্মীয় আবু সুফিয়ান এবং তার স্ত্রী হিন্দ। ইয়ারমুক প্রান্তরে এদের উপস্থিতির কারণে মুসলমান সেনাবাহিনীর মোরাল আর মোটিভেশন^{১১} এখন তুঙ্গে।

মুসলমান সেনাবাহিনীর স্ট্র্যাটেজিক কমান্ডার আবু উবাইদা অস্মিলারি ফোর্স^{১২} হিসেবে হিন্দ-এর নেতৃত্বে প্রত্যেক মুসলমান গৃহীতিকে ক্যাম্পে প্রস্তুত রেখেছেন, যেন যুদ্ধে আহত ব্যক্তিদের দ্রুত গুরুত্ব নিশ্চিত করা যায়, আর মুসলমান যোদ্ধারা যেন পিছু হটার কথা ভাবতেও না পারেন। অবশ্য বাইজান্টাইন ওয়েট অফ অ্যাটাক নিয়ে খালিদও দুশ্চিন্তায় আছেন। বিশেষত গ্রেকারির ইউরোপিয়ান সেনাবাহিনী টেস্টুডো ফর্মেশনে লড়বে। এরা সামনে আর চারপাশে ম্যান টু ম্যান শেকল বেঁধে এগোয়, ফলে কিছুটা ধীর গতিতে এগোলেও এদের থামানো কঠিন। তা ছাড়া শেকলের কারণে ক্যাভালরি চার্জ করেও খুব একটা সুবিধা করা কঠিন, কারণ শেকলে বেঁধে গুরুত্বই ঘোড়া হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়।

খালিদও ভালো করেই জানেন বাইজান্টাইন অ্যাটাকের মুখে মুসলমান ফ্রন্ট কোথাও-না-কোথাও ভাঙবেই। তাই রাত জেগে তিনি কখন কোথায় ভাঙন ধরলে কীভাবে কোন পথে কী করবেন, সেই কন্টিজেন্সির হিসেব-নিকাশ করতে থাকলেন।

১৫ আগস্ট, ৬৩৬। এক মাইলের কিছু কম ব্যবধানে ইয়ারমুক প্রান্তরের কেন্দ্রে বাইজান্টাইন আর মুসলমান সেনাবাহিনী মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল। বাইজান্টাইন রোমান লিজিয়ন তাদের সুশোভিত বর্ম-শিরস্ত্রাণ, রংবেরঙের রেজিমেন্টাল পতাকা আর উঁচু উঁচু ক্রুশ দেখিয়ে মুসলমান সৈন্যদের চোখ ধাঁধিয়ে দিল প্রায়। কিন্তু বাইজান্টাইন সৈন্যদের চোখে মুসলমান সৈন্যদের প্রতি সমীহও চোখ এড়াল না কারো, সিরিয়ান আর পার্সিয়ান ক্যাম্পেইনে অবিশ্বাস্য মুসলমান সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতেই যে এই সমীহ তা আর নতুন করে বলে দিতে হয় না।

১১. মোরাল মানে যুদ্ধ জয়ের বাসনা আর মোটিভেশন মানে প্রেরণ।

১২. সহায়তাকারী শক্তি।

প্রায় ঘণ্টাখানেক কোনো পক্ষই কোনো ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া দেখাল না। তারপর হঠাৎ বাইজান্টাইন সেন্টার থেকে একজন অফিসার দুলকি চালে তার ঘোড়া ছুটিয়ে মুসলমান সেন্টারের দিকে এগিয়ে এলেন। সেই সময়ে যুদ্ধ গুরুত্বপূর্ণরূপে আগে দুই পক্ষের চ্যাম্পিয়ন যোদ্ধারা এভাবেই দুই প্রতিপক্ষের মাঝের নোম্যানস ল্যান্ডে এসে প্রতিপক্ষের চ্যাম্পিয়ন যোদ্ধাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানাত। মুসলমান চ্যাম্পিয়নদের বলা হতো মুবারিজুন। বাইজান্টাইন এই অফিসারের নাম জর্জ। মুসলমান সেন্টারের কাছাকাছি এসে জর্জ তার ঘোড়া থামিয়ে উঁচু গলায় খালিদ বিন ওয়ালিদকে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান।

কিছুক্ষণের ভেতরই মুসলমান ফ্রন্টের একটা অংশে সৈন্যরা দুপাশে চেপে গিয়ে পথ করে দিল, আর সে-পথে খালিদ তার ঘোড়ার পিঠে চড়ে দৃষ্ট পদক্ষেপে বেরিয়ে এলেন।

অধ্যায় সাত
প্রথম দিনের যুদ্ধ : মুবারিজুনের দিন

খালিদ তার ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে গিয়ে জর্জের ঘোড়াটার ঠিক সামনে গিয়ে থামলেন। অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে তারা একে অন্যকে নীরবে মাপতে লাগলেন। আসন্ন দ্বন্দ্বযুদ্ধে কে হারবে আর কে জিতবে, সে-কথা ভেবে বাইজান্টাইন আর মুসলমান, দুই ফ্রন্টজুড়েই নেমে এলো পিনপতন নিস্তব্ধতা। কিন্তু হঠাৎই উন্মুক্ত দর্শকদের সব জল্পনা-কল্পনায় জল ঢেলে দিয়ে তারা দুজন বরং আলাপচারিতায় মেতে উঠলেন।

জর্জ জানতে চাইলেন, “শুনেছি তোমার ঈশ্বর নাকি স্বর্গ থেকে তোমাদের নবীর জন্য একটা তরবারি পাঠিয়েছিল, আর তোমাদের নবীজি নাকি সেটা তোমাকে দিয়ে দিয়েছিলেন?”

জর্জের চোখ থেকে চোখ না সরিয়ে খালিদ সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন, “না তো।”

“তা হলে লোকে কেন তোমাকে ‘সাইফুল-াহ’ ডাকে?” জর্জ কথা চালিয়ে গেলেন।

খালিদ বললেন, “আমার নেতৃত্বে মৃত্যুর যুদ্ধে জয়ের সংবাদ শুনে আমাদের মহানবী (সা.) নাকি বলেছিলেন যে অবশেষে একজন ‘সাইফুল-াহ’ যুদ্ধের হাল ধরেছে। সেই থেকেই লোকে আমাকে ‘সাইফুল-াহ’ ডাকতে শুরু করেছে।”

“আমার জন্য তোমার পরামর্শ কী?” দ্বিধাস্থিত জর্জ জানতে চাইলেন।

“কালেমা পড়ো, আর মুসলমান হয়ে যাও।”

“যদি তা না হতে চাই?”

“তা হলে জিজিয়া কর দিতে রাজি হও, আমরা তোমাকে নিরাপত্তা দেব।”

“তাতেও যদি রাজি না হই?”

“সে ক্ষেত্রে তরবারি ওঠাও, এসো লড়াই শুরু হোক।”

জর্জ খালিদের প্রস্তাব নিয়ে কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, “আজকের দিনে যে তোমার ধর্মে বিশ্বাস আনবে, তার জন্য কী ব্যবস্থা?”

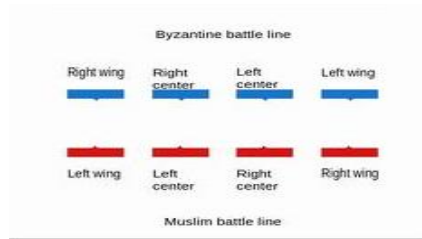
খালিদ সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিলেন, “ইসলামে সবাই সমান। তোমার জন্য আলাদা কোনো ব্যবস্থা নেই। তুমি ইসলাম কবুল করলে আজ আমাদের পাশে সাধারণ একজন মুসলমান যোদ্ধা হিসেবেই লড়তে হবে।”

জর্জ বললেন, “তোমাকে বিশ্বাস করছি আর তোমার ধর্মও গ্রহণ করলাম।” এরপর দুই বাহিনীকেই হতবাক করে দিয়ে খালিদ মুসলমান ফ্রন্টের দিকে ঘোড়া ঘুরিয়ে ফিরে আসতে লাগলেন, জর্জ তাকে অনুসরণ করলেন।

জর্জ অবশ্য ইয়ারমুক যুদ্ধের প্রথম দিনের যুদ্ধেই শহিদ হয়েছিলেন। পাশ্চাত্যের খ্রিষ্টান ইতিহাসবিদেরা অবশ্য এ ঘটনাকে কাল্পনিক বলে উড়িয়ে দেন। অবশ্য তারা পারতপক্ষে ইয়ারমুক নিয়ে খুব একটা মুখ খুলতে চান না। ইনিয়েবিনিয়ে তারা বাইজান্টাইন সৈন্যসংখ্যা যতটা পারা যায় কমিয়ে বলতে ভালোবাসেন। এত দিন বলা হতো ইয়ারমুক যুদ্ধে ২৪ থেকে ৪০ হাজার মুসলমান সেনার বিরুদ্ধে লড়েছিল ১ থেকে ৪ লাখ বাইজান্টাইন সেনা। ইদানীং উইকিপিডিয়ার দাবি মুসলমান ২৫ থেকে ৪০ হাজার আর বাইজান্টাইন ৮০ হাজার থেকে দেড় লাখ। যাহোক অন্তত একটা সত্য তারা মেনে নিয়েছে যে বাইজান্টাইনরা সংখ্যা মুসলমানদের থেকে অনেক বেশিই ছিল।

আর জর্জের আগেও ইহুদি আর খ্রিষ্টানদের অনেকেই অনেক কারণে স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে শুরু করেছিল। যেমন ‘জোনাহ দ্য লাবার’-এর কাহিনি। মুসলমান সেনাবাহিনী যখন টানা ছয় মাস ধরে দামেস্ক অবরোধ করে রেখেছিল, তখন জনৈক গ্রিক ধনকুবের মার্কাসের পুত্র জোনাহর বিয়ে গেল আটকে। কারণ এই অবরোধের ভেতর তার হবু শ্বশুর বিয়ের কথা মাথায়ই আনছিলেন না। অগত্যা রাগে-দুঃখে জোনাহ দেয়াল উপকূলে খালিদের কাছে গিয়ে ইসলাম কবুল করে বলে দিলেন যে ১৮ সেপ্টেম্বর রাতে এক ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে শহরের প্রতিরক্ষা প্রাচীরের পাহারায় প্রহরীদের সংখ্যা অনেক কম থাকবে। সুযোগটা লুফে নিয়ে খালিদ সে-রাতেই একটা কমান্ডো স্টাইলে হামলা চালালেন। একই সময়ে আবু উবাইদাও শহরের পশ্চিম প্রান্তে বাইজান্টাইনদের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। আলোচনার মাঝখানে যখন খবর এল যে পূর্ব প্রান্ত দিয়ে মুসলমান সৈন্যরা শহরে ঢুকে গেছে, তখন আবু উবাইদার শর্ত মেনে নিতে বাইজান্টাইনরা আর দ্বিমত করেনি। অবশ্য জোনাহ তার বাগদত্তাকে আর বিয়ে করতে পারেননি এবং তিনিও ইয়ারমুক যুদ্ধে বাইজান্টাইনদের সঙ্গে লড়ে শহিদ হয়েছিলেন।

যাহোক, খালিদ আর জর্জ ফিরে আসার পরপরই মুসলমান চ্যাম্পিয়ন ‘মুবারিজুন’রা একে একে নো ম্যানস ল্যান্ডে গিয়ে দাঁড়াতে লাগল আর বাইজান্টাইন অফিসারদের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে লাগল। এই গা গরম করার মল-যুদ্ধ বা ‘ওয়ার্ম আপ ডুয়েল’গুলোর ফলাফল জানার আগে সময় হয়েছে দুই বাহিনীর মোতায়েন সম্পর্কে জানার। কেননা যুদ্ধক্ষেত্রে দুই বাহিনীর মোতায়েন সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা ছাড়া যুদ্ধের অগ্রগতি আর ‘ট্যাকটিক্যাল মেনুভার’গুলো পড়ার মজাটাই নষ্ট হয়ে যাবে।

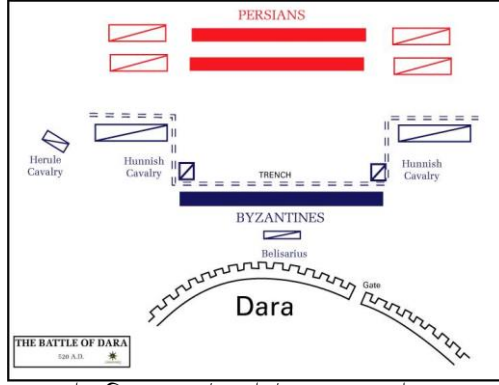


১২ অবস্থান অনুযায়ী ফোর্স চেনার পদ্ধতি

ভাহান মুসলমান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে পূর্ব দিকে মুখ করে তার বাহিনী দাঁড় করালেন। ফ্রন্টের দৈর্ঘ্য দাঁড়াল প্রায় ১২ মাইল। তিনি যে কোনো কারণেই হোক ‘ট্র্যাডিশনাল বাইজান্টাইন ডেপ্লয়মেন্ট প্যাটার্ন’ ফলো না করে সামনে চারটা সেনাবাহিনী রেখে ফ্রন্ট সাজালেন এবং চারটাই পদাতিক প্রধান সেনাবাহিনী। সাধারণত বাইজান্টাইন জেনারেলরা যুদ্ধের মাঝখানে পদাতিক বাহিনী রেখে দুই পাশে ক্যাভালরি অশ্বরোহীদের রাখতেন। এতে অপেক্ষাকৃত বেশি মবিলিটি^১ আর ফ্ল্যাকিং মেনুভারের^২ সুবিধা পাওয়া যেত। কিন্তু ভাহান তার ক্যাভালরিকে সমান চার ভাগে ভাগ করে চার পদাতিক সেনাবাহিনীর পেছনে রিজার্ভ হিসেবে রাখলেন।

১. বাহিনীগুলোর চলাচলের গতি।

২. শত্রুকে সামনে থেকে আটকে রেখে ডান বা বাঁ পাশ দিয়ে আক্রমণ করা।

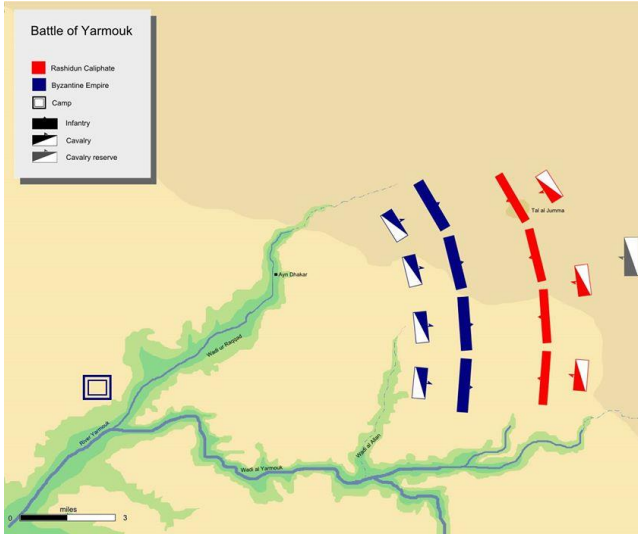


১৩ ট্র্যাডিশনাল বাইজান্টাইন ডেপ্লয়মেন্ট

চারটি সেনাবাহিনী নিয়ে যখন ফ্রন্ট গঠন করা হয়, তখন ডান আর বামের সেনাবাহিনীকে বলে রাইট আর লেফট উইং, এবং মাঝের দুই সেনাবাহিনীকে বলে সেন্টার। আবার সেন্টারের ডানের সেনাবাহিনীকে বলে রাইট সেন্টার আর বামেরটা লেফট সেন্টার। বাইজান্টাইন লেফট উইংয়ের দায়িত্বে ছিলেন জেনারেল কানাতির আর রাইট উইংয়ে জেনারেল গ্রোগরি, লেফট সেন্টারে জেনারেল দাইরজান আর রাইট সেন্টারে ভাহান নিজে। অবশ্য ভাহান যেহেতু সার্বিক নেতৃত্বে ছিলেন, তাই গোটা বাইজান্টাইন সেন্টার দাইরজান একাই সামলাচ্ছিলেন। প্রিন্স জাবালাহ তার ঘোড়া আর উটের বাহিনী নিয়েছিলেন চার বাহিনীর সামনে স্ক্রিন^৩ আর স্কার্মিশার^৪ হিসেবে।

৩. নিজ মূল সেনাদলের কাছ থেকে শত্রুর পর্যবেক্ষণদলগুলো দূরে রাখতে এবং শত্রুর অতর্কিত আক্রমণ কিছু সময়ের জন্য ঠেকিয়ে দিয়ে নিজ মূল সেনাদলকে প্রস্তুত হওয়ার সময় দিতে মূল বাহিনীর সামনে চৌকস সৈন্যদের সমন্বয়ে স্ক্রিন সেনাদল মোতায়েন থাকে।

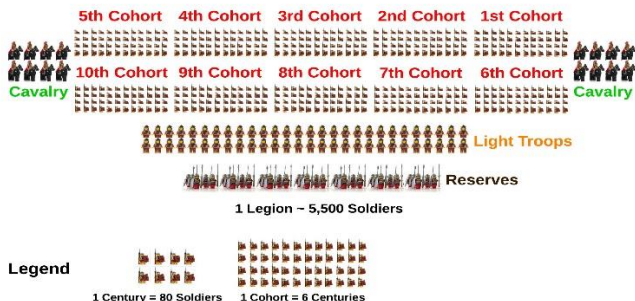
৪. স্ক্রিনের মতোই সেনাদল, তবে এরা আক্রমণাত্মক সেনাদল, সুযোগ পেলে শত্রুর পর্যবেক্ষণকারী সেনাদলকে ধাওয়া করে থাকে।



১৪ইয়ারমুখে দুই বাহিনীর ডেপ্লয়মেন্ট

বাইজান্টাইন ক্যাভালারি কমান্ডারদের নাম জানা যায়নি। তবে তাদের ভারী আর হালকা দুই ধরনের ক্যাভালারিই ছিল। ভারী ক্যাভালারিতে যোদ্ধা আর ঘোড়া দুটোই বর্ম দিয়ে এমনভাবে মোড়ানো থাকত যে ঘায়েল করা দুষ্কর। অবশ্য বর্মের ওজনের কারণে এদের গতিও অপেক্ষাকৃত কম ছিল, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে এদের উপস্থিতির প্রভাব ছিল দুর্দান্ত। সেই তুলনায় হালকা ক্যাভালারি ছিল অনেক বেগবান আর তারা ঘোড়ার পিঠে থেকেই তির চালাতে দক্ষ ছিল।

The Roman Legion



১৫বাইজান্টাইন ম্যানুয়েল অনুযায়ী ইউনিট কম্পোজিশন

ফ্রন্টের পদাতিক ইউনিটগুলোর (বাহিনী) প্রথম তিন-চার সারি পদাতিক সৈন্যরা দাঁড়াত, তার পেছনে তিন-চার সারি তীরন্দাজরা, তার পেছনে আরও তিন সারি ভারী পদাতিক সৈন্য। বাইজান্টাইন এই পদাতিক ইউনিটগুলো অবস্থাভেদে চমৎকার সব ফর্মেশনে লড়তে পারত। নির্দিষ্ট সংকেতে ড্রিল অনুযায়ী দ্রুত দুই পাশে সরে গিয়ে পেছন থেকে ক্যাভালরিকে সামনে আসার রাস্তা করে দিতে পারত, ক্লোজ ফর্মেশনে^৫ তির ঠেকাতে পারত, আবার শত্রুর ক্যাভালরি আক্রমণও ঠেকিয়ে দিতে পারত।

তীরন্দাজরা একসঙ্গে দুই অ্যাঙ্গেলে তির ছুড়ত। একদল ‘লো অ্যাঙ্গেলে’ শত্রুর হাঁটু-বরাবর আর তাদের পেছনে আরেক দল একই সময়ে ‘হাই অ্যাঙ্গেলে’ মাথা-বরাবর।^৬ উন্নত প্রশিক্ষিত না হলে এমন একযোগে আসা তিরের বিরুদ্ধে একটা মাত্র শিল্ড বা ঢাল দিয়ে দুই অ্যাঙ্গেলের তির ঠেকানো যে কোনো শত্রুবাহিনীর জন্যই বেশ কঠিন হতো।

৫. গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ঢালগুলো সব ছাতার মতো ধরে।

৬. ৪৫ ডিগ্রির কম অ্যাঙ্গেলকে বলে লো অ্যাঙ্গেল আর বেশি হলে হাই অ্যাঙ্গেল। লো অ্যাঙ্গেলে সামনের সারির সৈন্যদের আর হাই অ্যাঙ্গেলে মধ্যের আর পেছনের সারির সৈন্যদের আক্রমণ করা হতো।



১৬বাইজান্টাইন ডিফেন্সিভ ফর্মেশন

বাইজান্টাইন এই মোতায়েনের বিপরীতে খালিদ তার সেনাবাহিনীকে চারটা বাহিনীতে ভাগ করে প্রতিটি বাইজান্টাইন সেনাবাহিনীর মুখোমুখি একটা করে বাহিনী দাঁড় করালেন। মুসলমান সেনাবাহিনীর লেফট উইংয়ে জেনারেল গ্রেগরির বিপরীতে থাকলেন জেনারেল ইয়াজিদ, লেফট সেন্টারে আবু উবায়দা, রাইট সেন্টারে সুরাবিল, আর সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ রাইট উইংয়ে জেনারেল কানাতিরের বিরুদ্ধে থাকলেন জেনারেল আমর বিন আস।

খালিদ তার গোটা ক্যাভালরি ফোর্সকে চার ভাগে ভাগ করলেন। তারপর দুই উইংয়ে দুটো ইউনিট আর গোটা সেন্টারের জন্য একটা ইউনিট কমান্ডার কায়েস, মায়সারা আর আমিরের হাতে তুলে দিলেন। অবশিষ্ট একটা ইউনিট রাখলেন রিজার্ভ হিসেবে নিজের অধীনে, জাররার থাকলেন এই মোবাইল গার্ডের উপ-অধিনায়ক হিসেবে।

মুসলমানেরা তখন পর্যন্ত মূলত ‘তাবিয়া’ ফর্মেশনে ডিফেন্সিভ বা প্রতিরক্ষা যুদ্ধ লড়ত, আর ‘ক্বার ওয়া ফার’ ট্যাকটিকসে আক্রমণ করত। তাবিয়া ফর্মেশনে সৈন্যরা রোমান ‘টেক্সটুডো’ ফর্মেশনের মতোই ঘন হয়ে দাঁড়াত, যেন ফ্রন্টে আক্রমণকারী শত্রু সহজেই ভাঙন ধরতে না পারে। ইয়ারমুক যুদ্ধের প্রথম চার দিন এই ফর্মেশনেই মুসলমানেরা একের পর এক বাইজান্টাইন

আক্রমণ রুখে দিয়েছিল। আর ‘ক্বার ওয়া ফার’ মানে ‘হিট অ্যান্ড রান’ কৌশল। এই পদ্ধতিতে মুসলমানেরা ছোট ছোট দলে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে শত্রুর ওপর হামলে পড়ত। এরপর শত্রু সামলে ওঠার আগেই আবার দ্রুত দূরে সরে আসত। এভাবে একের পর এক আক্রমণ করে, শত্রুকে দুর্বল করে নিয়ে সবশেষে ক্যাভালারি চার্জ করে শত্রুকে ধ্বংস করা হতো।



১৭দুপক্ষই সারা ফ্রন্টেজে মুখোমুখি দাঁড়াল

দুপক্ষই সারা ফ্রন্টেজে মুখোমুখি দাঁড়াল। অবশ্য মুসলমানেরা বাইজান্টাইনদের ১৫ থেকে ৩০ ফাইল গভীর ফ্রন্টের সমান ফ্রন্ট অটুট রাখতে গিয়ে সাকল্যে তিন সারি পর্যন্ত সৈন্য দাঁড় করাতে পারল। মুসলমানদের পেছনে আজরা পাহাড়ের সারি একটা বিশাল ‘মরাল ফ্যাক্টর’^৭ হিসেবে থাকল, কারণ কোনো কারণে পিছু হটতে হলে এই পাহাড়ের সারিতে ঢুকে যাওয়া যাবে। কিন্তু বাইজান্টাইনদের পেছনে গভীর ওয়াডি উর রাক্বাদ থাকায় তাদের পিছু হটার পথ বন্ধ। অবশ্য বাইজান্টাইনরা পিছু হটার কথা ভাবছেও না, কিন্তু ওয়াডি উর রাক্বাদকে ‘এনভিল’ ধরে একটা ‘হ্যামার অ্যান্ড এনভিল’^৮ মুভ খালিদের মাথায় ঝর^৯ থেকেই ঘুরপাক খাচ্ছে।

যাহোক, মুসলমান মুবারিজুনদের ডাকে সাড়া দিয়ে একের পর এক বাইজান্টাইন অফিসার আর চ্যাম্পিয়নরা ‘নোম্যানস ল্যান্ডে’ এগিয়ে এলো আর মুবারিজুনদের হাতে মারা পড়তে লাগল। দুপুর পর্যন্ত চলা এসব ডুয়েলে

৭. অনুপ্রেরণার উৎস।

৮. একটা নির্দিষ্ট ফ্রন্টে শত্রুকে আটকে ফেলে অন্য একটা বাহিনী দিয়ে আটকে পড়া শত্রুকে আক্রমণ করা।

আব্দুর রহমান বিন আবি বকর একাই পাঁচজন বাইজান্টাইন অফিসার কতল করে দিনের শ্রেষ্ঠ মুবারিজুন হয়ে গেলেন।

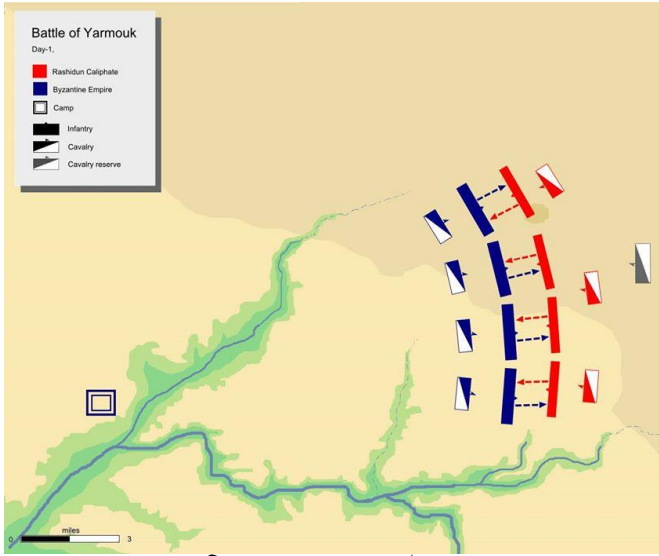
এভাবে চলতে থাকলে যুদ্ধ গুরুত্বপূর্ণরূপে আগেই প্রচুর অফিসার মারা পড়বে আর সৈন্যদের মনোবলের ওপরও দারুণ নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বুঝে ভাহান হঠাৎই আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু প্রথম দিনেই তিনি ডিসাইসিভ^৯ কোনো আক্রমণে যেতে চাইলেন না; বরং তার উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান ফ্রন্টের শক্তি যাচাই করা আর নিজের সৈন্যদের ব্যাটেল ফুটিংয়ে^{১০} আনা।

বাইজান্টাইন চার সেনাবাহিনীরই তাদের ৩০ ফাইলের প্রথম ১০ ফাইল করে আক্রমণে পাঠালেন। তারা মুসলমান তিরন্দাজদের রেঞ্জে^{১১} আসতেই মুসলমান তিরন্দাজরা তির নিক্ষেপ শুরু করল। কিন্তু তাতে বাইজান্টাইনরা দমল না। এরপর শুরু হলো দুপক্ষের পদাতিক সৈন্যদের ভেতর সম্মুখযুদ্ধ। সন্ধ্যা অবধি যুদ্ধ চলল, ভাহান তার পদাতিকদের রিইনফোর্স করলেন না। অতএব দিনশেষে মুসলমানেরা তাদের ফ্রন্ট অটুট রাখতে সমর্থ হলো, আর বাইজান্টাইনরা হতাহতদের নিয়ে নিজেদের আগের অবস্থানে ফিরে গেল।

৯. নির্দিষ্ট ফলাফলের উদ্দেশ্যে।

১০. যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।

১১. রেঞ্জে আসা মানে নির্দিষ্ট অস্ত্রের আঘাতের আওতায় আসা।



১৮-প্রথম দিনের যুদ্ধ (১৫ আগস্ট, ৬৩৬)

রাত্রে ভাহান তার ওয়ার কাউন্সিলরদের নিয়ে পরদিনের যুদ্ধ-পরিকল্পনায় বসলেন। ভাহান চাইলেন পরদিন ভোরের আলো ফোটার আগেই, মুসলমানেরা যখন ফজরের নামাজে ব্যস্ত থাকবে, ঠিক তখনই একটা ‘ডন অ্যাটাক’^{১২} করতে। মূল পরিকল্পনা হলো জেনারেল দাইরজান তার সেন্টার ফোর্স দিয়ে আবু উবায়দা আর সুরাবিলের বাহিনীকে সেন্টারেই এনগেজড রাখবেন। জেনারেল গ্রেগরি আর কানাতির তাদের দুই উইং দিয়ে একই সময়ে মূল আক্রমণ করবেন; মেইন এফোর্ট^{১৩} হবে মুসলমান রাইট উইংয়ের আমর বিন আসের বাহিনীকে হটিয়ে দেওয়া অথবা সুরাবিলের রাইট সেন্টারের দিকে পুশ করে ক্যাভালারি চার্জ করে যুদ্ধ শেষ করার।

পরদিন ইয়ারমুক যুদ্ধের দ্বিতীয় দিন সকালেই ফজরের নামাজ পড়ার সময়ই মুসলমানেরা দামামার শব্দ শুনতে পেল। মুসলিম স্ক্রিনের সৈন্যরা দ্রুত

১২. রাতের আঁধারে চুপিসারে প্রস্তুতি নিয়ে, দিনের আলো ফুটেই বাঁপিয়ে পড়ে আক্রমণ।

১৩. একই সময় একাধিক স্থান দিয়ে আক্রমণকালে যে স্থান দিয়ে শত্রুকে হারিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা থাকে। শত্রুর সৈন্য সমাবেশের ঘনত্ব দেখে মেইন এফোর্ট আঁচ করা যায়।

ঘোড়া ছুটিয়ে এসে জানাল যে বাইজান্টাইনরা ফ্রন্টজুড়ে একযোগে ‘ফ্রন্টাল অ্যাটাক’^{১৪} করতে এগিয়ে আসছে।

১৪. সরাসরি সামনে থেকে আক্রমণ।

অধ্যায় আট

দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধ : প্রতিরোধ যুদ্ধে অদ্বিতীয় সেনাপতি খালিদ

৭৩ বছর বয়সি আবু সুফিয়ান তার দীর্ঘ জীবনে অসংখ্যবার যুদ্ধের জন্য অস্ত্র ধারণ করেছেন, সম্মুখযুদ্ধের অভিজ্ঞতা তাই তার জন্য নতুন কিছু না। কিন্তু জেনারেল গ্রেগরির মতো রোমান ধাঁচে লড়াই করা প্রতিপক্ষ তিনি এই প্রথম মোকাবিলা করছেন। ভারী আর লম্বা শিল্ডে সজ্জিত বাইজান্টাইন এই সৈন্যরা পাশাপাশি একজনের সঙ্গে আরেকজনের শিল্ড জোড়া লাগিয়ে এতটাই ক্লোজড ফর্মেশনে^১ এগোচ্ছে যে দেখলে মনে হয় একটা নির্রেট দেয়াল এগিয়ে আসছে। সেই দেয়ালের ফাঁকে ফাঁকে তাদের বর্ষার লম্বা ফলা বের হয়ে সকালের রোদে ঝকঝক করছে।

মুসলমান তীরন্দাজদের ফ্ল্যা ট্র্যাজেক্টরিতে^২ ছোড়া তির কোনো কাজেই আসছে না। আর হাই অ্যাপ্গেলে^৩ তির ছোড়া মাত্র শত্রুর প্রথম সারির পেছনের সবাই যার যার ঢাল মাথার ওপর তুলে দিয়ে কচ্ছপের খোলের মতো নিজেদের ঢেকে ফেলছে। গ্রেগরির বাইজান্টাইন সৈন্যরা খুব ধীরগতিতে কিন্তু বিরতিহীনভাবে এগিয়ে আসছে।

ইয়াজিদের ক্লার ওয়া ফার কাউন্টার অ্যাটাকও^৪ কোনো কাজে আসছে না। কারণ কাউন্টার অ্যাটাকে যেতে শুরু করা মাত্র গ্রেগরির সামনের সারির সৈন্যরা হাঁটু গেড়ে বসে তাদের শিল্ডের দেয়াল ঢালু করে পেছনের তীরন্দাজদের সামনে দেখার সুযোগ করে দিতেই তিরন্দাজরা বৃষ্টির মতো তির ছুড়ছে দুই অ্যাপ্গেলেই। তার পরও যদি তেড়েফুঁড়ে ওদের সামনে পৌঁছানো যায় তখন ওদের শিল্ডের দেয়ালে আঁকা পড়তে হয়। মুসলমান যোদ্ধাদের কেউ মাটিতে পড়ে যাওয়া মাত্র ওরা শিল্ড একটু ওপরে তুলে তাকে ভেতরে টেনে নিয়ে ফের শিল্ড নামিয়ে দেয়। আর ক্যাভালরি চার্জ করে ঘোড়া নিয়ে বাইজান্টাইনদের এই শিল্ডের দেয়াল ভেদ করা গেলেও ওদের ওদের সামনের সারির সৈন্যদের একজনের সাথে অন্যজনের কোমরে বাঁধা শিকলে হোঁচট খেয়ে ঘোড়া উল্টে সৈন্য হারাতে হচ্ছে।

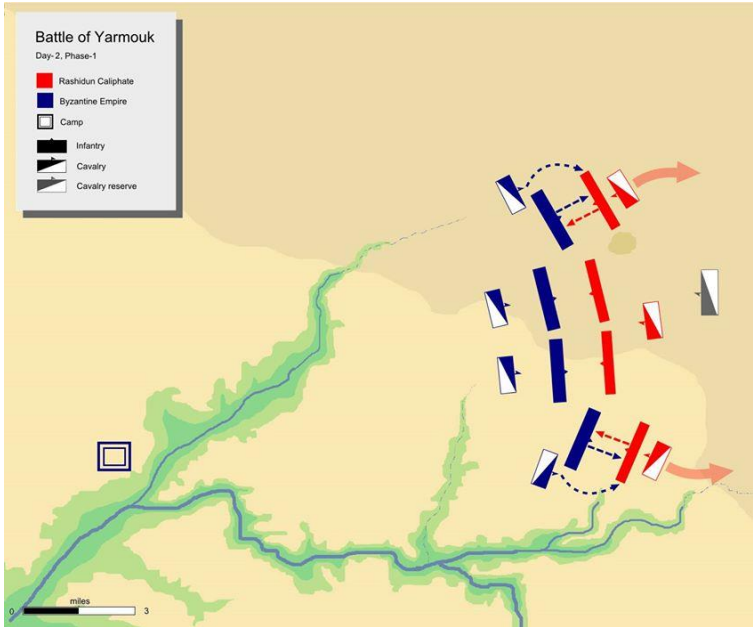
১. ঘন হয়ে, একে অন্যের কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে এগোনো।

২. ৪৫ ডিগ্রির নিচে।

৩. ৪৫ ডিগ্রির ওপরে।

৪. আক্রান্ত হয়ে প্রতি-আক্রমণ করা।

একমাত্র সুবিধা করা যাচ্ছে ওরা যখন এগিয়ে এসে আক্রমণ করছে তখন। কারণ একমাত্র তখনই শিল্ডের দেয়াল আলগা হলে ওদের ফাইলের ভেতর ঢুকে হাতাহাতি তরবারি চালানো যাচ্ছে। কিন্তু আক্রমণে আসার আগে বাইজান্টাইনরা যে পরিমাণ তির ছুড়তে ছুড়তে আসে তাতে তাবিয়া ফর্মেশনে মুসলিম ফ্রন্ট অটুট রাখাই দুষ্কর। তাই দুপুর গড়ানোর আগেই মুসলমান লেফট উইং পিছু হটতে বাধ্য হলো।



১৯ইয়ারমুখের যুদ্ধ : দ্বিতীয় দিন : বাইজান্টাইন আক্রমণ পর্ব

ওদিকে মুসলমান রাইট উইংয়ে জেনারেল আমর বিন আসের বাহিনীর অবস্থা আরও শোচনীয়। ফজরের ওয়াক্কে বাইজান্টাইনরা এগিয়ে আসতে শুরু করতেই তড়িঘড়ি করে সবাই যার যার অবস্থানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভাগ্যিস বাইজান্টাইনরা এমন করতে পারে ভেবে রাতেই খালিদ নোম্যানস ল্যান্ড বরাবর আউট পোস্টের^৫ শক্তি বাড়িয়েছিলেন। এরাই সকালে

৫. প্রহরা চৌকি।

বাইজান্টাইন অগ্রাভিযানটা অনেকখানি শ্লথ করে দিয়ে মুসলমান মূল বাহিনীকে প্রস্তুত হওয়ার জন্য কিছুটা বেশি সময় এনে দিয়েছিল। ফলে মুসলমান সেনাবাহিনীকে অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রমণের বাইজান্টাইন পরিকল্পনাটা ভেঙে গেল।

ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া আর হাতাহাতির মাধ্যমে বাইজান্টাইন সেন্টার মুসলমান সেন্টারকে ব্যস্ত রাখল ভোর থেকেই। কিন্তু মুসলমান দুই উইং বরাবর তারা প্রচণ্ড আক্রমণ করতে লাগল। দুপুরের আগেই জেনারেল কানাতির পরপর তিনবার জেনারেল আমরের বাহিনীকে আক্রমণ করে ফেলল। প্রথম দুটো আক্রমণ প্রতিহত করার পর তৃতীয়বার আমরের কাছে ফ্রন্ট লাইন সামলানোর কিংবা কাউন্টার অ্যাটাক করার মতো কোনো বাড়তি লোকবল অবশিষ্ট থাকল না। অগত্যা তার ফর্মেশনে ভাঙন ধরল আর মুসলমান রাইট উইং পিছু হটে গুরুত্বপূর্ণ করল। এমন সময় কানাতির ফের আক্রমণ করে এগিয়ে আসতেই মুসলমান রাইট উইং হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। এমন সময় আমার তার ক্যাভালরি রিজার্ভ^৬ নিয়োগ করে একটা কাউন্টার অ্যাটাক করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সেই অ্যাটাক বাইজান্টাইনরা সহজেই প্রতিহত করে দিল।

মুসলমান ক্যাভালরির কাউন্টার অ্যাটাক বিফলে গেল দেখে মুসলমান পদাতিক সৈন্যরাও সব উর্ধ্বশ্বাসে তাদের ক্যাম্পের দিকে পালাতে গুরুত্বপূর্ণ করল। সবার আগে ক্যাম্পে পৌঁছাল ঘোড়সওয়াররা এবং এই অবস্থায় ক্যাম্পে থাকা মুসলমান নারীরা তাঁবুর ডান্ডা আর পাথর নিয়ে তাদের ওপর চড়াও হলেন। স্ত্রীদের সামলানোর চেয়ে বাইজান্টাইনদের মোকাবিলা করা নিঃসন্দেহে সহজতর। তা ছাড়া তাদের স্ত্রী-সন্তানেরা কিছুক্ষণের ভেতরই বাইজান্টাইনদের দ্বারা নিগৃহীত হতে যাচ্ছে দেখে আমাদের সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে গেল।

প্রায় একই সময়ে মুসলিম লেফট উইংয়ে জেনারেল ইয়াজিদের ক্যাভালরি কাউন্টার অ্যাটাকও ব্যর্থ হলো আর তার সৈন্যরাও পালাতে গুরুত্বপূর্ণ করল। এই পলায়নে সবার সামনে ছিলেন বৃদ্ধ আবু সুফিয়ান এবং তিনি ক্যাম্পের কাছে পৌঁছাতেই মুসলমান নারীদের দেখা পেলেন। তাদের নেতৃত্বে ছিলেন তারই স্ত্রী হিন্দ বিনতে উতবা। হিন্দ তার স্বামী আবু সুফিয়ানকে দেখা মাত্র পাথর ছুড়তে ছুড়তে উহুদের যুদ্ধে গাওয়া গানটা আবার গেয়ে উঠলেন।

৬. সংরক্ষিত অশ্বারোহী দল।

We are the daughters of the night ;
We move among the cushions
With a gentle feline grace
And our bracelets on our elbows.
If you advance we shall embrace you;
And if you retreat we shall forsake you
With a loveless separation.

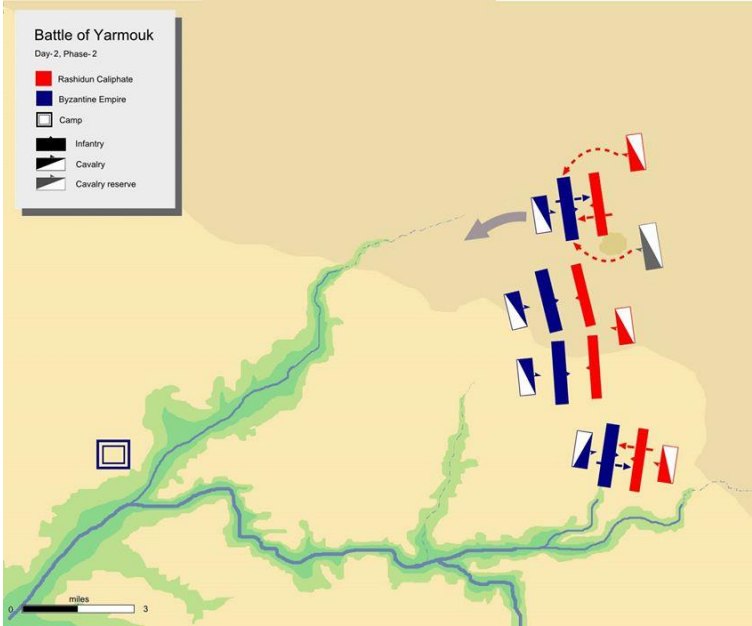
অগত্যা আবু সুফিয়ান সময় নষ্ট না করে ফ্রন্টের দিকে ঘোড়ার মুখ ঘোরালেন। এবার তাদের সঙ্গে মুসলমান কিছু নারীও চললেন ফ্রন্টের পথে। নারী যোদ্ধাদেরসহ আবু সুফিয়ানকে ফিরতে দেখে ইয়াজিদের লেফট উইং ফের জেগে উঠল।

মুসলমান সৈন্যরা ফ্রন্টে ফিরতেই খালিদ আমার আর ইয়াজিদকে যার যার অবস্থানে থেকেই নিজ নিজ ফ্রন্ট ধরে রাখার নির্দেশ দিলেন। ইয়াজিদ আর আমার সর্বশক্তি দিয়ে বাইজান্টাইনদের অগ্রাভিযান রুখে দিয়ে খালিদের পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় থাকলেন।

বাইজান্টাইনরা মুসলমান সেনাবাহিনীর এই নতুন প্রতিরোধের মুখে থমকে গেল। অবশেষে তারাও নতুন করে আরেকটা আক্রমণ শুরু করার প্রস্তুতি নিতে লাগল। একটা আক্রমণশেষে পেছন থেকে তাজা সৈন্য এনে নতুন আরেকটা আক্রমণ শুরু করতে বেশ খানিকটা সময়ের প্রয়োজন হয়। আর খালিদ সেই সুযোগটাই নিতে চাইলেন।

প্রথমেই তিনি রাইট উইং ক্যাভালরি কমান্ডার কায়েসকে তার ক্যাভালরি রেজিমেন্ট নিয়ে আমার বাহিনীর পেছন দিক দিয়ে ঘুরে কানাতিরের বাহিনীর বাম ফ্ল্যাঙ্কে পাঠিয়ে দিলেন। এরপর নিজে মোবাইল গার্ড নিয়ে কানাতিরের বাহিনীর ডান ফ্ল্যাঙ্কে অবস্থান নিলেন এবং একযোগে দুই দিক থেকে ক্যাভালরি চার্জ করলেন। সুযোগ বুঝে আমারও সামনে থেকে হামলা করলেন। মুহূর্তের ভেতর ত্রিমুখী আক্রমণে কানাতিরের ফ্রন্ট আর উইং দুমড়ে গেল আর হতবিস্ত্রল কানাতির তার সেনাবাহিনীকে পিছু হটার নির্দেশ দিতে বাধ্য হলেন। আমার বাহিনী বাইজান্টাইনদের পিছু ধাওয়া করে গেলেন এবং সকালে যে লাইনে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন, সেখান অবধি গিয়ে থেমে গেলেন।

বাইজান্টাইনরাও তাদের লাইনে ফিরে গিয়ে নিজেদের গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল।



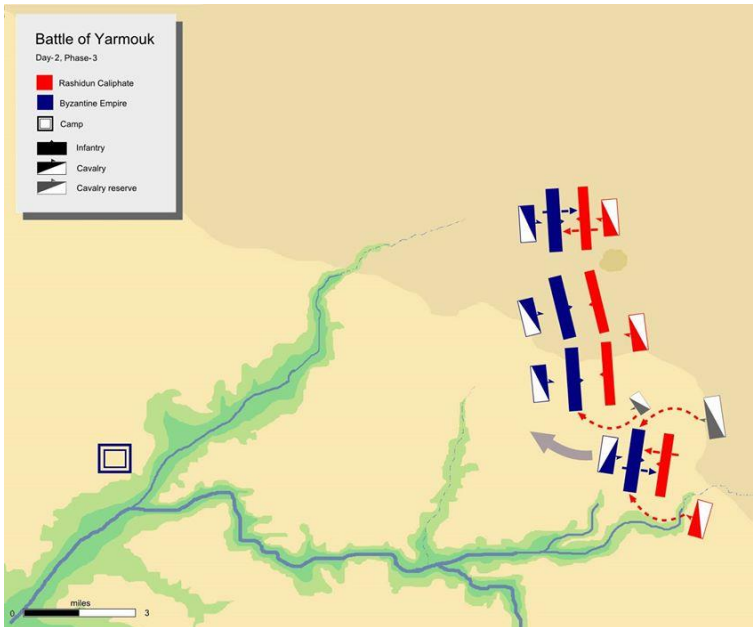
২০ইয়ারমুখের যুদ্ধ : ১৬ আগস্ট, ৬৩৬ : দ্বিতীয় দিন : আমরের বাহিনীকে উদ্ধার

মুসলমান রাইট উইং সামলে নিয়ে খালিদ এবার তার মোবাইল গার্ড নিয়ে মুসলমান লেফট উইংয়ে ইয়াজিদের বাহিনীর দিকে ছুটলেন। ইতিমধ্যে ইয়াজিদ তার ক্যাভালারি রিজার্ভ কমান্ডার আমির বিন তুফায়িলকে গ্রেগরির বাহিনীর বামে পাঠিয়ে দিলেন, যেন খালিদের মোবাইল গার্ড গ্রেগরির বাহিনীর ডান ফ্ল্যাঙ্কে আক্রমণের সুযোগ পায়।

খালিদ আন্দাজ করে নিয়েছিলেন যে কানাতিরের বাহিনীকে দুই উইং থেকে ক্যাভালারি নিয়ে আক্রমণের খবরটা ইতিমধ্যে ভাহানের কাছে পৌঁছে গেছে এবং গ্রেগরির স্কেট্রোও যেন খালিদ সেই সুযোগ না পান ভাহান তাই নিশ্চিত করার চেষ্টা করবেন। তাই আমরের উইং থেকে ইয়াজিদের উইং এ আসার পথেই তিনি ভাহানকে ধোঁকা দিতে তার মোবাইল গার্ডের উপ-অধিনায়ক জাররারকে এক রেজিমেন্ট ঘোড়সওয়ার নিয়ে আবু উবায়দা আর

ইয়াজিদের বাহিনীর মাঝখান দিয়ে ঢুকে পড়ে বাইজান্টাইন রাইট সেন্টারের একপাশে আক্রমণ করার নির্দেশ দিলেন।

মুসলমান আর বাইজান্টাইন সেন্টার সেই সকাল থেকেই নোম্যানস ল্যান্ড বরাবর লড়ছে। কিন্তু গ্রেগরি ইতিমধ্যে ইয়াজিদের বাহিনীকে অনেকটাই পিছিয়ে এনেছেন। ফলে সেন্টার আর উইং এর মধ্যে সাময়িকভাবে তৈরী হওয়া এই ফাঁকা জায়গা দিয়ে ফের খালিদ আক্রমণ করতে পারেন, এমনকি গ্রেগরির বাহিনীকে বাইজান্টাইন মূল বাহিনী থেকে আলাদাও করে দিতে পারেন। এমন আশঙ্কায় বাইজান্টাইন সেন্টারের দায়িত্বে থাকা জেনারেল দাইরজান গ্রেগরির বাহিনীর উইং রক্ষা করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ঠিক এমন সময় জাররার তার ক্যাভালরি নিয়ে বাইজান্টাইন রাইট সেন্টারে চার্জ করে বসলেন। তার আক্রমণের ধাক্কা এতটাই প্রবল ছিল যে বাইজান্টাইনরা গুছিয়ে ওঠার আগেই তিনি দাইরজানের কাছে পৌঁছে গেলেন এবং দাইরজানকে প্রথম সুযোগেই হত্যা করলেন।



২১ইয়ারমুখের যুদ্ধ : দ্বিতীয় দিন : ইয়াজিদের বাহিনীকে উদ্ধার

উইং থেকে হঠাৎ যুদ্ধ কীভাবে সেন্টারে ছড়িয়ে পড়ল তা বুঝে উঠতে বাইজান্টাইনরা কিছুটা সময় নিয়ে ফেলল। কিন্তু যখন তারা গুছিয়ে উঠল, তখন জাররারের ছোট্ট রেজিমেন্টের পক্ষে এককভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠল। তার ওপর নির্দেশ ছিল ডাইভার্সন তৈরি করার, আর ডাইভার্সন যুদ্ধের উদ্দেশ্যই হলো মূল আক্রমণ থেকে শত্রুর দৃষ্টি কিছুক্ষণের জন্য অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া। অতএব সেন্টারে বাইজান্টাইনরা যখন জাররারের বাহিনীটাকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করল, তখন তিনি দ্রুত বাইজান্টাইন বৃত্ত ভেঙে বেরিয়ে মুসলিম ফ্রন্টে ফিরে এলেন।

জাররার যখন বাইজান্টাইন সেন্টারে আক্রমণ করেছিলেন, প্রায় একই সময়ে খালিদও তার মোবাইল গার্ড নিয়ে গ্রোগরির বাম ফ্ল্যাঙ্কে আছড়ে পড়লেন। রিইনফোর্সমেন্টের কোনো আশা নেই বুঝে অগত্যা গ্রোগরি পিছু হটলেন। দিন শেষে তারা তাদের লাইনে ফিরে গেলেন আর ইয়াজিদও তার সকালের লাইন ফিরে পেলেন।

দিনশেষে উভয় বাহিনী তাদের নিজ ক্যাম্পে ফিরে গেল। আমরের বাহিনীর অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয়। তার পরও তারা শোকর-গুজার করলেন। কারণ খালিদের কারণে দিনশেষে তারা তাদের হারানো এলাকা আবার ফিরে পেয়েছেন। ডিফেন্ডিভ ব্যাটেলের দৃষ্টিকোণ থেকে এই দিনে বিজয় আসলে মুসলমানদেরই হয়েছে, কেননা তারা বাইজান্টাইন সব আক্রমণ ফিরিয়ে দিয়ে তাদের ক্যাম্পে ফেরত পাঠাতে পেরেছে।

ওদিকে বাইজান্টাইন শিবিরে হতাশার মেঘ ছায়া ফেলেছে। দিনশেষে প্রচুর হতাহত নিয়ে সব কয়টা আক্রমণ ব্যর্থ হওয়ার পাশাপাশি দাইরজানের মতো একজন অভিজ্ঞ আর নির্ভরশীল কমান্ডার হারানো অনেক বড় ক্ষতি। তাই ভাহান এবার তার প্রত্যাশার পরিমাণ কমিয়ে আনতে বাধ্য হলেন। তৃতীয় দিনের যুদ্ধে তিনি ইতিমধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত মুসলমান রাইট উইংকেই টার্গেট করবেন বলে মনস্থ করলেন।

দাইরজানের পরিবর্তে তিনি জেনারেল কুরিনকে দায়িত্ব দিলেন বাইজান্টাইন রাইট সেন্টার সামলানোর আর আবু উবায়দাকে আটকে রাখার। গ্রোগরি আটকে রাখবেন ইয়াজিদকে। জেনারেল কানাতির গোটা বাইজান্টাইন লেফট উইং আর লেফট সেন্টার নিয়ে কাল আমর আর সুরাবিলের বাহিনীর মাঝখান দিয়ে ঢুকে মুসলমান বাহিনীর পেছনে গিয়ে খালিদের মোবাইল গার্ডকে আটকাবার করার চেষ্টা করবে। এরপর মূল মুসলমান বাহিনী থেকে

আলাদা হয়ে যাওয়া আমরের বাহিনীকে প্রথমে ধ্বংস করে পরে সুরাবিলের ওপর একযোগে আক্রমণ করা হবে। মুসলমান রাইট সেন্টার আর রাইট উইং হারানোর পরও যদি মুসলমানদের লড়াই করার খায়েশ থাকে, তখন কানাতির আবু উবাইদার বাহিনীকে তার ডান আর পেছন থেকে ধরে রাখবে এবং জেনারেল কুরিন আর গ্রেগরি বাকি কাজ সেরে ফেলবেন।

কিন্তু বাইজান্টাইনরা তখনও আঁচ করতে পারেনি খালিদ বিন ওয়ালিদ কোন ধাতে গড়া জেনারেল!

অধ্যায় নয়

তৃতীয় দিনের যুদ্ধ : ক্যাভালরি জেনারেল খালিদের রণনৈপুণ্য

ইয়ারমুক যুদ্ধের তৃতীয় দিন আবারও খালিদের বিদ্যুৎগতি ত্রিমুখী আক্রমণের মুখে বাইজান্টাইন জেনারেল কানাতির হতবিস্ত্রল বোধ করলেন। গতকালের যুদ্ধেও তার বাইজান্টাইন বাহিনী সকাল সকাল প্রাথমিক সাফল্য পেয়েছিল। কিন্তু দুপুরের পরপর খালিদের ত্রিমুখী কাউন্টার অ্যাটাকের কারণে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি মেনে নিয়ে তাদের পিছু হটে ফের বাইজান্টাইন লাইনে ফিরে আসতে হয়েছিল। ‘পিনসার’ অথবা ‘ডাবল এনভেলপমেন্ট’ নামের এই আক্রমণ-কৌশলে শত্রুর দুই পাশ থেকে একযোগে আক্রমণ শানানো হয়ে থাকে। কৌশলটা কানাতিরের কাছে একেবারে অজানা কিছু না। কিন্তু যুদ্ধের আগে তিনি সম্ভবত খালিদ বিন ওয়ালিদের সম্পর্কে খুব ভালো করে জানার চেষ্টা করেননি; করলে জানতেন যে ঠিক গত বছরই ইরাক ফ্রন্টে ওয়ালাজার যুদ্ধে খালিদ প্রায় একই কৌশল প্রয়োগ করে তিন গুণ বড় সসনিয়ান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সহজ জয় হাসিল করে নিয়েছিলেন।

কিন্তু আজ অবস্থা আরও শোচনীয় লাগছে। কারণ খালিদ তার ‘পিনসার’ মুভে আরও বৈচিত্র্য এনে যুদ্ধক্ষেত্রটাকে আরও জটিল করে তুলেছেন। জেনারেল সুরাবিল আর আমরের মুসলমান পদাতিক বাহিনী এই মুহূর্তে তাদের সেকেন্ড লাইন অফ ডিফেন্স^১ বরাবর বাইজান্টাইন বাহিনীর লেফট উইং আর লেফট সেন্টারকে পিনড ডাউন^২ করে রেখেছে। আর এই সুযোগে খালিদ একযোগে বাইজান্টাইনদের ডান আর বাম থেকে একযোগে ক্যাভালরি চার্জ করেছেন। একই সময়ে সুরাবিল আর আমরের বাহিনীর মাঝখানের গ্যাপ দিয়েও আরেকটা মুসলমান ক্যাভালরি রেজিমেন্ট এগিয়ে এসে বাইজান্টাইন রাইট উইং আর লেফট সেন্টারের সংযোগস্থল বরাবর আক্রমণ করেছে; সর্বোপরি সুরাবিল আর আমরের মুসলমান পদাতিক বাহিনী মুসলমান ক্যাভালরি ইউনিটগুলোর পেছন পেছন নাস্তা তরবারি হাতে ধেয়ে এলো। তিন দিক থেকে আক্রান্ত বাইজান্টাইনরা নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বাধ্য হলো। জেনারেল কানাতির যুদ্ধক্ষেত্রে ক্যাভালরি ভারসাম্য

১. সাধারণত একাধিক অক্ষ বরাবর প্রতিরক্ষা ব্যুহ গড়ে তোলা হয় যেন, প্রথম অক্ষ বা লাইনে টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠলে দ্বিতীয় লাইন বরাবর অবস্থান নিয়ে ফের যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া যায়।

২. আটকে রেখে এগোতে না দেওয়া।

ফিরিয়ে আনতে দ্রুত তার রিজার্ভ লাইট ক্যাভালারিকে সামনে ডেকে পাঠালেন খালিদের মোবাইল গার্ডকে ঠেকাতে। কিন্তু বাইজান্টাইন ক্যাভালারি রিজার্ভ পশ্চিমধ্যে মুসলিম ক্যাভালারির ধাওয়া খেয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলো। ফলে গুরু হলো অভাবনীয় রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধ। ভাহান সম্ভবত ইতিমধ্যে কানাতিরের ফ্রন্ট রিইনফোর্স করতে তার বাইজান্টাইন রিজার্ভ ক্যাটাফ্র্যাক্ট (বাইজান্টাইন ভারী ক্যভুলারি) রওনা করিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু খালিদের এই ‘থ্রি প্রঞ্জড ফ্ল্যাঙ্কিং মেনুভারে’র সামনে বাইজান্টাইন ক্যাটাফ্র্যাক্ট এসে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত বাইজান্টাইন যোদ্ধারা আদৌ টিকে থাকতে পারবে কি না, সে-ব্যাপারে কানাতির যথেষ্ট সন্দেহান। অগত্যা অযথা সৈন্যক্ষয় এড়িয়ে নিজের সৈন্য বাঁচাতে তিনি মুসলমান সৈন্যদের কাছ থেকে রণেভংগ দিয়ে বাইজান্টাইনদের দ্রুত পিছু হটার নির্দেশ দিলেন।



২২ বাইজান্টাইন ক্যাটাফ্র্যাক্ট

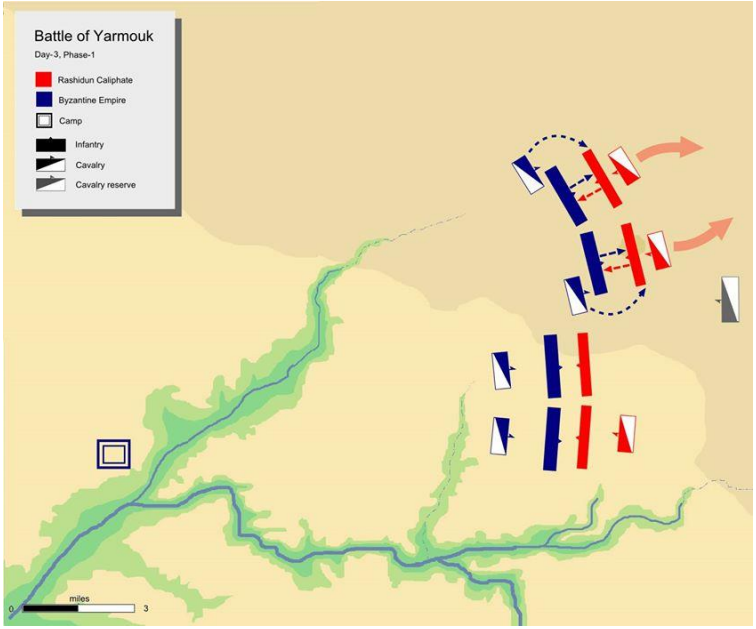
অথচ ইয়ারমুক যুদ্ধের তৃতীয় দিন সকালটা কিন্তু গুরু হয়েছিল বাইজান্টাইনদের অনুকূলেই। সবকিছুই যেন ভাহানের পরিকল্পনামতোই এগোচ্ছিল। ভোরের আলো ফুটেই বাইজান্টাইনরা একযোগে মুসলমান ফ্রন্টজুড়ে আক্রমণ করল। জেনারেল গ্রেগরি আর কুরিন বাইজান্টাইন রাইট উইং আর রাইট সেন্টার নিয়ে ইয়াজিদ আর আবু উবায়দার মুসলমান লেফট উইং আর লেফট সেন্টারকে ব্যস্ত রাখল যেন গুরুতেই খালিদ তার মোবাইল

রিজার্ভ যুদ্ধক্ষেত্রের কোনো-একটা নির্দিষ্ট এলাকায় ব্যবহার করার সুযোগ না পান।

এরপর পরিকল্পনা অনুযায়ী জেনারেল কানাতির বাইজান্টাইন লেফট উইং আর লেফট সেন্টার নিয়ে সর্বশক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল মুসলমান রাইট উইং আর রাইট সেন্টারের ওপর। গতকালের যুদ্ধে আমরের বাহিনী ইতিমধ্যে যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাই গুরুত্ব থেকেই কানাতির আমরের রাইট উইংয়ের ওপর চড়াও হলো। আমর সর্বশক্তিতে তার ফাস্ট লাইন অফ ডিফেন্স ধরে রাখার চেষ্টা করলেন। দিনের গুরুত্বতেই পিছু হটা ঠেকাতে আমর তার অধীন কাভুলরি রিজার্ভও লঞ্চ করলেন। কিন্তু বাইজান্টাইনরা সম্ভবত আমরের এই চালের জন্য প্রস্তুতই ছিল। তাই তাদের কঠিন প্রতিরোধের মুখে আমরের ক্যাভালরি রিজার্ভ কমান্ডার কয়েস ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হলেন।

কয়েসের ক্যাভালরি চার্জ ব্যর্থ করে দেওয়ার পরপরই কানাতির আক্রমণের ধার বজায় রাখতে পেছন থেকে নতুন সৈন্য এনে পূর্ণোদ্যমে আক্রমণ চালালেন। এবার তার মূল লক্ষ্য আমর আর সুরাবিলের বাহিনীর সংযোগস্থল গুঁড়িয়ে দিয়ে মুসলমান বাহিনীর পেছনে পৌঁছানো। সুরাবিল আর আমর প্রাণপণ চেষ্টা করলেন ফ্রন্ট অটুট রাখতে, কিন্তু দুপুরের আগেই বাইজান্টাইন আক্রমণের চাপ এতটাই তীব্র হয়ে উঠল যে একই সঙ্গে মুসলমান ফ্রন্টের বেশ কয়েক স্থানে ভাঙন ধরল। অযথা সৈন্যক্ষয় কমাতে আমর নিজের বাহিনী নিয়ে সেকেন্ড লাইন অফ ডিফেন্সে পিছু হটলেন। আমরের বাহিনী পিছু হটতেই কানাতির তার বাহিনী নিয়ে আমর আর সুরাবিলের বাহিনীর মাঝখানে সৃষ্ট গ্যাপ দিয়ে মুসলমান ফ্রন্টের পেছনে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করলেন। অতএব বাইজান্টাইন এই ভয়ংকর পরিকল্পনা ঠেকাতে আমরের বাহিনীর সঙ্গে সমতা রেখে সুরাবিলের বাহিনীও সেকেন্ড লাইন অফ ডিফেন্সে দ্রুত পিছু হটল।

দুপুর নাগাদ দুটো আলাদা ফ্রন্টে যুদ্ধ চলতে লাগল। ফাস্ট লাইন অফ ডিফেন্সে ইয়াজিদ আর আবু উবায়দা বনাম গ্রেগরি আর কুরিনের বাহিনী এবং সেকেন্ড লাইন অফ ডিফেন্সে সুরাবিল আর আমরের বিরুদ্ধে কানাতিরের সম্মিলিত বাহিনী। অনেক ইতিহাসবিদই মনে করেন আমরের সঙ্গে সুরাবিলের পিছিয়ে আসাটা খালিদের পূর্বপরিকল্পনারই অংশ ছিল।



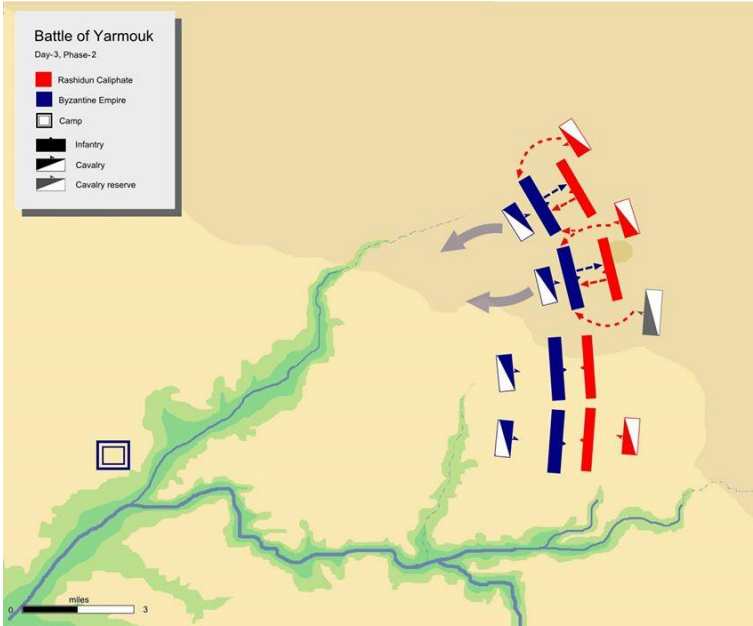
২৩প্রথম পর্যায় তৃতীয় দিন

সেকেন্ড লাইন অফ ডিফেন্সে এসে আমরা আর সুরাবিল দ্রুত তাদের সৈন্যদের গুচ্ছিয়ে নিয়ে খালিদের নির্দেশের অপেক্ষায় থাকলেন। মুসলমান সৈন্যদের সেকেন্ড লাইন বরাবর ফের রণোপম নিতে দেখে কানাতির নতুন করে আক্রমণের প্রস্তুতি নিল। ঠিক এমন সময় খালিদের পরিকল্পনা অনুযায়ী কানাতির বাহিনীর ডান আর বাম দিক থেকে একযোগে চার্জ করল মুসলমান ক্যাম্পারি। আর তা দেখে আমরা আর সুরাবিলও তাদের পদাতিক বাহিনী নিয়ে সামনে থেকে আক্রমণ করলেন। সুরাবিল আর আমাদের বাহিনীর গ্যাপ দিয়ে খালিদের ‘মাস্টার স্ট্রোক’ হিসেবে যখন আরও একটা মুসলমান ক্যাম্পারি ইউনিট কানাতির বাহিনীর মাঝ-বরাবর চার্জ করে বসল, তখন গুরু হলো চরম রক্তক্ষয়ী এক সংঘর্ষ।

জয়ের দ্বারপ্রান্তে এসে এভাবে পরাজয় বাইজান্টাইনরা সহজে মেনে নিতে চাইল না। আর মুসলমান বাহিনীও জানত পিছু হটার আর কোনো উপায় নেই। ফলে ইয়ারমুকের প্রান্তর বাইজান্টাইন আর মুসলমান সৈন্যদের রক্তে লাল হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু ত্রিমুখী আক্রমণের তোড়ে একসময়

বাইজান্টাইন ফ্রন্ট আর উইং ক্রমশ ফর্মেশন হারাতে শুরু করল। ওদিকে ভাহানের পক্ষ থেকে কোনো রিজার্ভ তখনও এসে পৌঁছায়নি। অতএব মর্যাদাসিক সৈন্যক্ষয় আর নিশ্চিত পরাজয় এড়াতে বাধ্য হয়ে কানাতির তার বাহিনীকে দ্রুত পিছু হটার আদেশ দিলেন।

নির্দেশ পেয়ে মুহূর্তেই বাইজান্টাইনরা মুসলমান সেনাবাহিনীর কাছ থেকে সরে গিয়ে ফর্মেশন বদলে রিয়ার গার্ড অ্যাকশনের মাধ্যমে পিছু হটা শুরু করল। খালিদ সংগত কারণেই বাইজান্টাইনদের পিছু ধাওয়া করার লোভ সংবরণ করলেন। কারণ ইতিমধ্যে সুরাবিল আর আমরের বাহিনী এতটাই ক্ষতিগ্রস্ত যে তাদের পক্ষে আর বাইজান্টাইনদের পিছু ধাওয়া করে হারিয়ে দেওয়ার মতো শক্তি অবশিষ্ট নেই।



২৪দ্বিতীয় পর্যায় তৃতীয় দিন

যাহোক, সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় দিনের যুদ্ধ শেষ হলো। উভয় পক্ষেই হতাহতের সংখ্যা চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে চলেছে। তুলনামূলকভাবে অবশ্য বাইজান্টাইনদের হতাহতের সংখ্যা অনেক বেশি। তার ওপর তৃতীয়

দিনশেষেও তারা যে লাইন থেকে যুদ্ধ শুরু করেছিল, সেই লাইনেই ফিরে গেছে। তাই মানসিকভাবেও তারা ভীষণভাবে দমে গেছে।

পক্ষান্তরে মুসলমান ক্যাম্পে সৈন্যদের মনোবল এখন তুঙ্গে। হতাহত অনেক হলেও তিন দিনের যুদ্ধশেষে প্রতিরোধ যুদ্ধের মাধ্যমে বাইজান্টাইনদের ঠেকিয়ে রেখে দুর্বল করার উদ্দেশ্যটা বেশ ভালোভাবেই সফল হয়েছে। কিন্তু তিন দিনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মুসলমান তিরন্দাজরা। তাদের সংখ্যা সাকল্যে দুই হাজার জনে এসে ঠেকেছে। অগত্যা খালিদ তার চার সেনাবাহিনীর জন্য মাত্র ৫০০ জন করে তিরন্দাজ ভাগ করে দিলেন।

রাতে ভাহান আর খালিদ দুজনই জানতেন যে যুদ্ধটা এই মুহূর্তে সবচেয়ে জটিল পর্যায়ে এসে পৌঁছে গেছে। পরের দিনই বাইজান্টাইনরা শেষ চেষ্টা চালাবে। হয় তারা সফল হবে অথবা আক্রমণের সামর্থ্য হারিয়ে যুদ্ধের ফলাফলের ভার খালিদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হবে। পরদিনের যুদ্ধে যেন সবাই সামর্থ্যের শেষ বিন্দু দিয়ে লড়ে তা নিশ্চিত করতে ভাহান তার জেনারেল, অফিসার আর সৈন্যদের জন্য বিশাল সব পুরস্কার ঘোষণা করলেন।

ওদিকে খালিদ আর আবু উবায়দা গভীর রাত অবধি তাঁবুতে তাঁবুতে গিয়ে সবার খোঁজখবর নিলেন। তারপর খালিদ পরদিনের যুদ্ধের পরিকল্পনা আর কন্টিজেন্সি নিয়ে ভাবতে বসলেন। তিনি বাতাসে রক্তের গন্ধ পাচ্ছেন। কারণ তিনি স্পষ্ট আঁচ করতে পারছেন যে পরের দিন ইয়ারমুক যুদ্ধের চতুর্থ দিন ইয়ারমুক প্রান্তরে রক্তগঙ্গা বইতে চলেছে।

ইয়ারমুক যুদ্ধের চতুর্থ দিনের যুদ্ধকে ইতিহাস চেনে ‘ব্যাটেল অব লস্ট আইজ’ নামে।



অধ্যায় দশ

চতুর্থ দিনের যুদ্ধ : দ্য ব্যাটেল অব লস্ট আইজ

ইয়ারমুক যুদ্ধের চতুর্থ দিন, ১৮ আগস্ট, ৬৩৬, দুপুর নাগাদ খালিদকে তার মুসলমান বাহিনীর রাইট উইং নিয়ে বেশ চিত্তিত দেখাল। বাইজান্টাইন জেনারেল জাবালাহর নেতৃত্বে খ্রিষ্টান আরব আর আর্মেনিয়ান সৈন্যরা ইতিমধ্যে সুরাবিলের বাহিনীর ফ্রন্টে বেশ কয়েক জায়গায় ভাঙন ধরিয়ে ফেলেছে। আরও ডানে আমরের বাহিনী জেনারেল কানাতিরের বাহিনীর বিরুদ্ধে মাটি কামড়ে যুঝছে। কিন্তু সুরাবিল মনে হয় না আর খুব বেশিক্ষণ তার ফ্রন্ট ধরে রাখতে পারবেন। আর সুরাবিল একবার পিছু হটতে শুরু করলে আমরের পক্ষে এককভাবে তার ফ্রন্ট ধরে রাখাটা অসম্ভব, তাই তিনিও পিছিয়ে আসতে বাধ্য হবেন। তাই তার মোবাইল গার্ড এখনই লঞ্চ করতে না পারলে দেরি হয়ে যাবে, আর পরাজয় ঠেকানোও অসম্ভব হয়ে পড়বে।

খালিদের মোবাইল গার্ড যখন আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখনই হঠাৎ খালিদকে বেশ বিচলিতভাবে কিছু-একটা খুঁজতে দেখা গেল। তার সহযোদ্ধারা যখন জানতে চাইল তিনি কী খুঁজছেন, তখন খালিদ জানালেন যে তিনি তার লাল রঙের টুপিটা খুঁজে পাচ্ছেন না। অবশেষে একজন সহযোদ্ধা তার সেই লাল টুপিটা খুঁজে এনে দিলে খালিদের মুখে প্রশান্তি আর আত্মবিশ্বাস ফিরে এলো।

তখন সহযোদ্ধারা সেই লাল টুপির মাহাত্ম্য জানতে চাইলে খালিদ জানালেন যে একবার হাজার সময় যখন মহানবী (সা.) তার মাথা কামাচ্ছিলেন, তখন তিনি মহানবী (সা.)-র কিছু চুল সংগ্রহ করেছিলেন। ব্যাপারটা দেখতে পেয়ে মহানবী (সা.) খালিদকে তার চুল কুড়ানোর কারণ জানতে চাইলেন। জবাবে খালিদ বলেছিলেন যে তিনি এই চুল স্মৃতি হিসেবে তার সংগ্রহে রাখতে চান। জবাব শুনে মহানবী (সা.) নাকি বলেছিলেন যে এই চুল যত দিন তার সঙ্গে থাকবে আল্লাহর ইচ্ছায় তত দিন খালিদ কোনো যুদ্ধে হারবেন না। এরপর খালিদ তার ওই লাল টুপিতে সেই চুল সেলাই করে গাঁথে নিয়েছিলেন আর ওই টুপি ছাড়া তিনি কখনো কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে পা রাখতেন না।

যাহোক, ইয়ারমুক যুদ্ধের প্রথম দিন থেকেই ভাহান মুসলমান বাহিনীর রাইট উইং দিয়ে বারবার আক্রমণ করে সাফল্য পাওয়ার চেষ্টা করছেন, ফলে

উপর্যুপরি বাইজান্টাইন আক্রমণ সামলাতে সামলাতে ইতিমধ্যে আমরের বাহিনীর অবস্থা বেশ শোচনীয়। সেনাপতি হিসেবে আমরের সুনাম মুসলমান সেনাবাহিনীতে খালিদের পরেই, আর বাইজান্টাইন কোনো সেনাপতিই সেনাপতিত্বে তার ধারেকাছেও নেই। কিন্তু গত তিন দিনের যুদ্ধে তার সৈন্যরা শুধু পরিশ্রান্তই না; বরং সংখ্যায়ও তারা প্রথম দিনের চেয়ে আজ অনেক কমে গেছে।

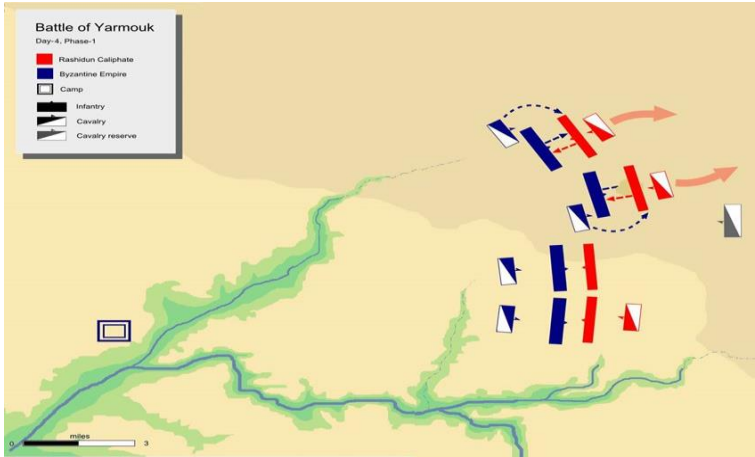
ব্যাপারটা খালিদের মতোই ভাহানও বেশ ভালো করেই জানেন। গত তিন দিনের ব্যর্থতার কারণে ইতিমধ্যে বাইজান্টাইনদের ভেতর হতাশা দানা বাঁধতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে কিছু সৈন্য ক্যাম্প ছেড়ে পালিয়ে গেছে বলেও জানা যাচ্ছে। তাই আজকের যুদ্ধেই মুসলমান সেনাবাহিনীর ওপর চূড়ান্ত আঘাত হেনে জয় নিশ্চিত করে ফেলাটা ভাহানের জন্য খুব জরুরি।

জেনারেল আমর বিন আসের অধীন মুসলমান রাইট উইং গত তিন দিনের যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত, তাই ভাহান আজও চূড়ান্ত হামলাটা মুসলমান রাইট উইং দিয়েই শুরুর পরিকল্পনা করলেন। মুসলমান রাইট উইং আক্রান্ত হলে মুসলমান সৈন্যদের উদ্ধার করতে খালিদ তার ক্যাভালারি রিজার্ভ (মোবাইল গার্ড) ব্যবহার করতে বাধ্য হবেন। আর খালিদ যখনই তার মোবাইল গার্ড নিয়ে মুসলমান রাইট উইং সামলাতে ব্যস্ত থাকবেন, তখন ভাহান তার জেনারেল কুরিন আর থ্রেগরির বাহিনী নিয়ে মুসলমান লেফট সেন্টার আর লেফট উইংয়ে আবু উবায়দা আর ইয়াজিদের বাহিনীকে আক্রমণ করবেন; এবং খালিদ তার রাইট উইং সামলে মুসলমান লেফট উইং উদ্ধারে ফিরে আসার আগেই যুদ্ধ শেষ করে ফেলবেন। এমন একটা ব্রড ফ্রন্ট অ্যাটাক^১ সামলানোর সাধ্য আসলে এই মুহূর্তে মুসলমান বাহিনীর নেই।

দিনের শুরুতেই কানাতির তার স্লাভ সৈন্যবাহিনী নিয়ে আমরের বাহিনীকে আর আর্মেনিয়ান ও খ্রিষ্টান আরবদের নিয়ে প্রিন্স জাবালাহ সুরাবিলের বাহিনীকে আক্রমণ করলেন। গত তিন দিনে আমরের বাহিনী বাইজান্টাইনদের আক্রমণে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। স্লাভদের আক্রমণের তোড়ে আমরের বাহিনী কিছুটা পিছু হটতে বাধ্য হলো ঠিকই, কিন্তু এবার তারা প্রচণ্ড প্রতিরোধ গড়ে তুলে স্লাভদের অগ্রযাত্রা অনেকখানিই ঠেকিয়ে দিল।

১. একাধিক লক্ষ্যবস্তুতে একযোগে আক্রমণ।

কিন্তু সুরাবিলের ফ্রন্টে মুসলমান সৈন্যরা বাইজান্টাইন অগ্রযাত্রার গতি কমাতে সমর্থ হলেও তাদের ঠেকাতে পারছিল না। ফলে আর্মেনিয়ানরা প্রিন্স জাবালাহর খ্রিষ্টান আরবদের-সহযোগে একাধিক পয়েন্টে মুসলমান ফ্রন্ট ভেদ করে ফেলল। সুরাবিলের মুসলমান বাহিনী যে আর খুব বেশিক্ষণ বাইজান্টাইনদের ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না, সে কথা প্রকাশ্য দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠল। তাই মোবাইল গার্ড নিয়ে খালিদের এগিয়ে আসা ছাড়া আর কোনো উপায়ই অবশিষ্ট রইল না। সবকিছুই আজ যেন ভাহানের পরিকল্পনামতোই ঘটতে চলেছে।



২৫চতুর্থ দিন সকাল

মোবাইল গার্ড নিয়ে সুরাবিলের ফ্রন্ট সামলাতে করতে এগিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নেওয়ার সময়ই খালিদের মনে এই আশঙ্কা উঁকি দিল যে বাইজান্টাইনরা এবার মুসলমান লেফটসহ একটা ব্রড ফ্রন্টে অ্যাটাক করে বসতে পারে; এবং খালিদ তার এই ব্যাটেলফিল্ড ইস্টিম্ফটটিকে^২ যথাযথ গুরুত্বসহকারেই আমলে নিলেন। গত তিন দিনের যুদ্ধে সৈন্য হারিয়ে মুসলমান ফ্রন্টের গভীরতা এই মুহূর্তে দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনের তুলনায় অনেক কম। তাই বাইজান্টাইনরা এখন ব্রড ফ্রন্টে অ্যাটাক করে বসলে আজ ঠিক কয় স্থানে

২. যোদ্ধাদের অবচেতন আশঙ্কা।

মুসলমান ফ্রন্ট ধসে পড়বে তা নিশ্চিত বলা মুশকিল। সে-ক্ষেত্রে তার একটা মাত্র ক্যাভালরি রিজার্ভ নিয়ে কোনো ক্রমেই সবকটি বাইজান্টাইন পেনিটেশনের^৩ বিরুদ্ধে লড়ে জেতা সম্ভব না। যুদ্ধের এমন জটিল পর্যায়ে তিনি অত্যন্ত দুঃসাহসী আর বাইজান্টাইনদের জন্য অপ্রত্যাশিত একটি সিদ্ধান্ত নিলেন; তিনি সুরাবিলের বাহিনীকে উদ্ধারের জন্য নিজের মোবাইল গার্ড নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার আগে আবু উবায়দা আর ইয়াজিদকে জেনারেল কুরিন আর গ্রেগরির বাহিনীর ওপর অতর্কিতে হামলা চালানোর নির্দেশ দিলেন।

আবু উবাইদা আর ইয়াজিদও ইতিমধ্যে লক্ষ্য করেছিলেন যে তাদের সামনের বাইজান্টাইনরা সকাল থেকেই আক্রমণের জন্য নিশপিশ করছিল। এবার খালিদের নির্দেশ পেয়েই আবু উবাইদা আর ইয়াজিদ তাদের বাহিনী নিয়ে বাইজান্টাইন রাইট সেন্টার আর রাইট উইংয়ের ওপর আচমকা স্পয়েলিং অ্যাটাক^৪ করলেন। আক্রমণের তীব্রতায় কুরিন আর গ্রেগরির বাহিনী খানিকটা পিছু হটতে বাধ্য হলো। বাইজান্টাইন ব্রড ফ্রন্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা নস্যাৎ করে দিয়ে এবার খালিদ সুরাবিলের বাহিনীকে উদ্ধারের উদ্দেশ্যে ছুটলেন।

খালিদ তার মোবাইল গার্ডকে সমান দুই ভাগ করে নিয়ে সুরাবিলের বাহিনীর দুই পাশ দিয়ে একযোগে এগিয়ে গেলেন। জাবালাহর খ্রিষ্টান আরব আর আর্মেনিয়ানদের দুই ফ্ল্যাঙ্কে মুসলমান ক্যাভালরিকে আক্রমণ করতে দেখে সুরাবিলের পদাতিক মুসলমান বাহিনীও বীরদর্পে সামনে থেকে আক্রমণ চালাল। জবাবে বাইজান্টাইনরা তুমুল প্রতিরোধযুদ্ধ শুরু করল। কিন্তু তিন দিক থেকে খালিদের এই ‘থ্রি প্রঞ্জড ফ্ল্যাঙ্কিং মেনুভার-এর কাছে পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে অবশেষে খ্রিষ্টান আরব আর আর্মেনিয়ানরা দ্রুত পিছু হটল।

একই সময়ে আমরও তার জন্য বরাদ্দ ক্যাভালরি রিজার্ভকে জেনারেল কানাতির বাইজান্টাইন স্লাভ বাহিনীর বামে পাঠিয়ে দিয়ে নিজের পদাতিক মুসলমান বাহিনী নিয়ে সামনে থেকে পূর্ণোদ্যমে আক্রমণ শালালেন। কিন্তু আগের দুই দিনের অভিজ্ঞতায় কানাতির আজ আমরের এই চালের জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। তাই আমরের ক্যাভালরি চার্জ নস্যাৎ করতে তিনি নিজের বাইজান্টাইন ক্যাভালরি রিজার্ভটাকে স্লাভদের বাঁ দিক দিয়ে সামনে পাঠিয়ে আমরের ক্যাভালরি রিজার্ভকে আক্রমণ করার নির্দেশ দিলেন।

৩. প্রতিপক্ষের প্রতিরক্ষা ভেদ করে সদলবলে ঢুকে পড়া।

৪. প্রতিপক্ষের আক্রমণ নস্যাৎ করতে করা আক্রমণ।

রোমান কমপ্লেক্স মিস্ত্রড ফর্মেশনে কানাতিরের এই কাউন্টার অ্যাটাক সাফল্যের মুখ দেখতে পারার আগেই সুরাবিলের বাহিনীর সামনের খ্রিষ্টান আরব আর আর্মেনিয়ানরা খালিদের আক্রমণে পিছু হটতে শুরু করল। ফলে কানাতিরের স্লাভ বাহিনীর ডান উইং সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে পড়ল। তাই তার এই উন্মুক্ত ডান পাশে খালিদ সহজেই তার মোবাইল গার্ড নিয়ে আক্রমণ করে বসতে পারেন বুঝে কানাতির অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার স্লাভ বাহিনীকে দ্রুত পিছু হটার নির্দেশ দিলেন। এরই মধ্যে সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়তে শুরু করেছে। আচমকা কানাতিরের স্লাভ বাহিনী দ্রুত পিছু হটতে শুরু করায় তার পরিকল্পিত রোমান কমপ্লেক্স মিস্ত্রড ফর্মেশন এলোমেলো হয়ে গেল। ফলে তার বাইজান্টাইন ক্যাভালরি রিজার্ভ হঠাৎই স্লাভ পদাতিক বাহিনীর মিউচুয়াল সাপোর্ট^৫ হারিয়ে ফেলল। দ্বিধাস্থিত বাইজান্টাইন ক্যাভালরিকে হাতের কাছে পেয়ে জাররার তার মুসলমান ক্যাভালরি ইউনিট নিয়ে অতর্কিতে তাদের ওপর আক্রমণ করে বসলেন। আক্রান্ত হয়ে বাইজান্টাইন ক্যাভালরি দ্রুত পিছু হটার চেষ্টা করল। কিন্তু নাছোড়বান্দা জাররার তাদের পিছু ধাওয়া করতে লাগলেন।

বাইজান্টাইন ক্যাভালরি পিছু হটার ভান করে শত্রুকে টেনে এনে ফাঁদে ফেলে আক্রমণের রণকৌশল বেশ ভালো করেই রপ্ত করেছিল। কিন্তু কানাতিরের পিছু হটার হঠাৎ সিদ্ধান্ত আর মুসলমান ক্যাভালরিকে ফাঁদে ফেলার কোনো পূর্বপরিকল্পনা না থাকায় বাইজান্টাইন ক্যাভালরি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে না পেরে উর্ধ্বশ্বাসে ওয়াদি উর রাকাদের ব্রিজ বরাবর পালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু জাররার জোঁকের মতো তাদের পিছু লেগে থাকলেন এবং পথেই কানাতিরের এই ক্যাভালরি রিজার্ভকে পরাস্ত করে ফেললেন।

কানাতিরের ক্যাভালরি রিজার্ভকে হারাতে গিয়ে ইতিমধ্যে জাররার তার বাহিনী নিয়ে ওয়াদি উর রাকাদের ব্রিজের বেশ কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন। এবার তিনি সুযোগ বুঝে ব্রিজের পাহারায় থাকা বাইজান্টাইন গার্ডদের আক্রমণ করে বসলেন। বাইজান্টাইন মূল বাহিনী তখন ফ্রন্ট সামলাতে ব্যস্ত, তাই কেউই ব্রিজ পাহারায় থাকা বাইজান্টাইন গার্ডদের সাহায্য করতে এগিয়ে এলো না।

অতএব তেমন কোনো বড় প্রতিরোধ ছাড়াই জাররার বাইজান্টাইনদের পিছু হটার একমাত্র পথ এই ওয়াদি উর রাকাদের ব্রিজটি দখল করে নিলেন।

৫. পদাতিক আর অশ্বরোহীদের সমন্বয়ে রোমান আক্রমণ-কৌশল

৬. যুদ্ধে এক বাহিনী কর্তৃক অন্য বাহিনীকে নিবিড় সহায়তা দেওয়া।

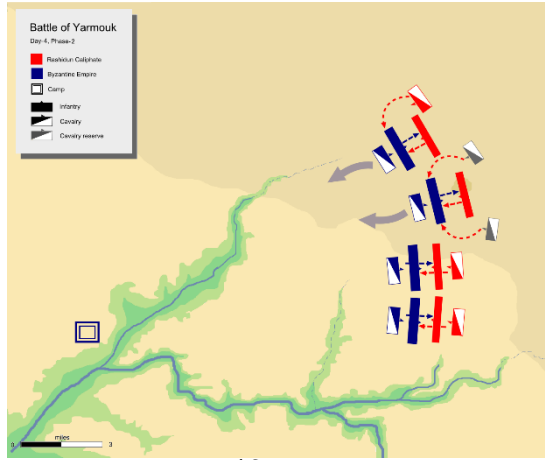
তারপর ব্রিজটি দখলে রাখতে কিছু মুসলমান সৈন্য পাহারায় বসিয়ে তিনি ফের যুদ্ধক্ষেত্রের উদ্দেশে রওনা দিলেন। বাইজান্টাইন মূল বাহিনী তখনও সদ্য বেদখল হয়ে যাওয়া এই ব্রিজের ব্যাপারে কিছুই জানতে পারেনি। অথচ এই ব্রিজটি হারানোর কারণেই শেষ দিনের যুদ্ধে তাদের খুবই চড়া মাসুল গুনতে হয়েছিল। অবশ্য ভাহান তখন মুসলমান লেফট উইং বরাবর পাওয়া মোক্ষম সুযোগকে কাজে লাগিয়ে চূড়ান্ত বিজয় হাসিল করে নিতেই বেশি ব্যস্ত।

যাহোক, খালিদকে মুসলমান রাইট ফ্রন্ট সামলানোর সুযোগ করে দিতে গিয়ে আবু উবায়দা আর ইয়াজিদ তাদের বাহিনী নিয়ে জেনারেল কুরিন আর গ্রেগরির বাহিনীকে আক্রমণ করে শুরুতে বাইজান্টাইনদের কিঞ্চিৎ চমকে দিতে পেরেছিলেন ঠিকই; কিন্তু কিছুক্ষণের ভেতরই কুরিন আর গ্রেগরির বাহিনী নিজেদের সামলে নিল এবং বুঝে ফেলল যে আবু উবায়দা আর ইয়াজিদ আসলে তাদের ফ্রন্ট ভেদ করতে চাইছেন না; বরং শ্রেফ তাদের আটকে রাখতে চাইছেন যেন তারা ব্রড ফ্রন্টে মুসলমানদের আক্রমণ করতে না পারে। তাই ব্রড ফ্রন্টে অ্যাটাকে যাওয়ার আগে বাইজান্টাইনরা তাদের মুসলমান প্রতিপক্ষকে আরও দুর্বল করে নিতে চাইল।

কুরিন আর গ্রেগরির বাহিনী ফ্রন্ট বরাবর ঢালের দেয়াল তুলে দিয়ে এবার তাদের সব ধরনের তিরন্দাজদের কাজে লাগাল। ইয়াজিদ আর আবু উবায়দার ক্যাভালরি রিজার্ভ খালিদের মোবাইল গার্ডকে সাপোর্ট দিতে চলে যাওয়ায় তারা প্রায় কোনো ধরনের ক্যাভালরি সহায়তা ছাড়াই গ্রেগরি আর কুরিনের বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করছিলেন। বাইজান্টাইনরা এই সুযোগে তাদের অশ্বারোহী তিরন্দাজদের মাঠে নামালেন। সামনে থেকে বাইজান্টাইন পদাতিক তিরন্দাজ আর দুপাশ থেকে তাদের অশ্বারোহী তিরন্দাজদের প্রবল তির আক্রমণে ইয়ারমুকের আকাশ যেন তিরে ঢেকে গেল প্রায়। ইতিহাসে তিরন্দাজদের দ্বারা এমন সুপরিকল্পিত অভিযানের দৃষ্টান্ত এবং যুদ্ধে তিরন্দাজদের এমন ভয়াবহ হয়ে ওঠার উদাহরণ সত্যি বিরল।

বাইজান্টাইনদের চেয়ে মুসলমান তিরন্দাজদের তিরের রেঞ্জ যেমন অপেক্ষাকৃত কম ছিল, তেমনি মুসলমান তিরন্দাজদের তিরের রিজার্ভও ধীরে ধীরে কমে আসছিল। তা ছাড়া গত তিন দিনের যুদ্ধে ইতিমধ্যে মুসলমান তিরন্দাজদের সংখ্যাও অনেক কমে গিয়েছিল। তাই এবার বাইজান্টাইন অশ্বারোহী তিরন্দাজরা পরিকল্পিতভাবে মুসলমান তিরন্দাজদের আক্রমণ করতে শুরু করল। বাইজান্টাইন সম্মিলিত তিরন্দাজদের তিরের এই আক্রমণ

এতটাই প্রবল ছিল যে কথিত আছে প্রতি ৭০০ জন মুসলমান যোদ্ধার একজন তিরের আঘাতে এই যুদ্ধে চোখ হারিয়েছেন। আবু সুফিয়ানও এদিন তার একটি চোখ হারান। তাই এদিনের যুদ্ধ ইতিহাসে ‘দ্য ব্যাটেল অব লস্ট আইজ’ নামে পরিচিত।



২৬চতুর্থ দিন সকাল

অগত্যা তিরন্দাজ আর ক্যাভালরি সহায়তা হারিয়ে তীব্র এই তিরের আক্রমণের মুখে ইয়াজিদ আর আবু উবায়দা তাদের মুসলমান পদাতিক বাহিনী নিয়ে পিছু হটার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলেন। মুসলমানদের পিছু হটতে দেখে ভাহান বুঝলেন এই সেই মোক্ষম সময়। খালিদ তখনও মুসলমান রাইট উইং সামলাতে ব্যস্ত। তাই এখন মুসলমান লেফট উইংয়ের ওপর আক্রমণ চালালে এত কম সময়ের ভেতর খালিদের পক্ষে আক্রান্ত রাইট উইং ফেলে রেখে লেফট উইংয়ে চলে আসা কোনোভাবেই সম্ভব না। তাই ভাহান কানাতিরকে প্রাণপণে লড়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে এবার নির্দিধায় থ্রেগরি আর কুরিনকে একটা অলআউট এক্সপ্লয়টেশনে^৭ যেতে নির্দেশ দিলেন।

পিছু হটতে থাকা মুসলমান বাহিনীর পিছু পিছু ক্ষুধার্ত হায়েনার মতো ছুটে এলো বাইজান্টাইন সৈন্যরা। কিন্তু মুসলমান বাহিনীর পিছু হটাকে নিরাপদ

৭. পিছু হটতে থাকা শত্রুকে ধাওয়া করে পরাজিত করা।

করতে ইকিরিমাহ বিন আবু জাহল তার ইউনিট নিয়ে রিয়ারগার্ডের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তাই এবার ইকিরিমাহর রিয়ারগার্ড আশ্রয় লড়তে শুরু করল। ইকিরিমাহ তার বাহিনী নিয়ে শুধু সামনে থেকেই বাইজান্টাইনদের ঠেকালেন না; বরং তাদের রিয়ারগার্ডকে আউটফ্ল্যাঙ্ক বা বাইপাস করে মূল মুসলমান বাহিনীর কাছে পৌঁছার সব বাইজান্টাইন প্রচেষ্টাও নস্যাৎ করে দিতে লাগলেন। অগত্যা বাইজান্টাইনরা সর্বশক্তি দিয়ে ইকিরিমাহর রিয়ারগার্ডকে তিন দিক থেকে আক্রমণ করল। ইকিরিমাহর মুসলমান সেনারা শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে বাইজান্টাইনদের ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করে একে একে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে লাগলেন। অবশেষে বাইজান্টাইনরা যখন ইকিরিমাহর রিয়ারগার্ডকে পরাস্ত করতে সক্ষম হলো, ততক্ষণে ইকিরিমাহ আর তার রিয়ারগার্ডের প্রত্যেক সদস্য হয় শাহাদাত বরণ করেছেন অথবা মৃত্যুপথযাত্রী।

যুদ্ধের এই চরম অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে পেরে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ আর জাররারের বোন খাউলাহসহ অন্য নারী যোদ্ধারা হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে ফ্রন্টের দিকে ধেয়ে এলেন। ইতিমধ্যে পিছু হটতে থাকা মুসলমানেরা যখন তাদের পাশে স্ত্রী-সন্তানদেরও লাঠিসোঁটা হাতে দেখতে পেলেন, মুহূর্তে মুসলমান ফ্রন্টের চেহারা পাল্টে গেল। শুরু হলো এমন রক্তক্ষয়ী এক সংঘর্ষ, যেখানে না আছে কোনো সেনাপতিত্ব আর না আছে কোনো ফর্মেশন অথবা মেনুভারের বালাই। শ্রেফ সৈন্যে সৈন্যে রোমহর্ষক দ্বৈরথ চলতে থাকল।

গ্রেগরির ইউরোপিয়ান আর কুরিনের আর্মেনিয়ান সৈন্যরা দীর্ঘদিন যাবৎ তাদের নিউমেরিক সুপেরিওরিটি^{১০} দিয়ে শত্রুকে চিড়েচ্যাপটা করে যুদ্ধজয়ে অভ্যস্ত। পারতপক্ষে তারা বরাবরই পিচড ব্যাটেল^{১১} এড়িয়ে গেছে। কিন্তু মুসলমান যোদ্ধারা প্রত্যেকে আজ নাক্সা তরবারি হাতে আসুরিক শক্তি নিয়ে উন্মাদের মতো লড়ে চলেছে। কোনো-এক অপার্থিব শক্তিতে বলীয়ান এই যোদ্ধাদের ঠেকানোর কোনো কৌশলই বাইজান্টাইনদের জানা নেই। এমনকি জাররারের বোন খাউলাহ পর্যন্ত এক বাইজান্টাইনকে তরবারি হাতে ধরাশায়ী করে ফেললেন। অবশ্য দ্বন্দ্বযুদ্ধের একপর্যায়ে সেই বাইজান্টাইন যোদ্ধার তরবারির আঘাতে খাউলাহর মাথা থেকে তখন দরদর করে রক্ত পড়ছে।

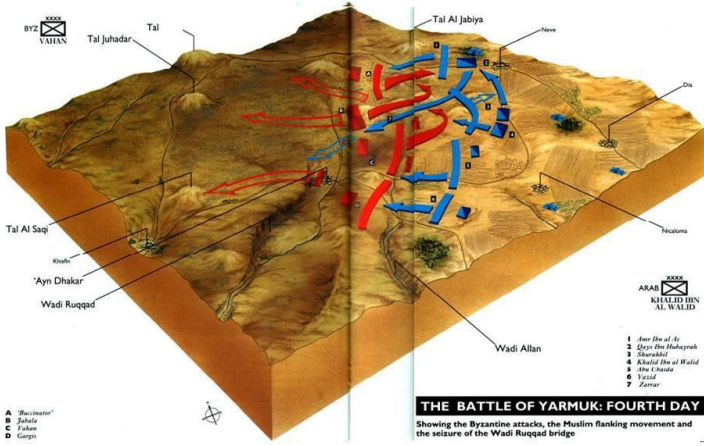
৮. পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া।

৯. একদল পাশ কাটিয়ে সামনে গিয়ে পেছনের আরেকদল দিয়ে আক্রমণ করা।

১০. সংখ্যাগত আধিক্য।

১১. সমানে সমান সম্মুখযুদ্ধ, যেখানে যোদ্ধারা জয়ের জন্য মরণপণ লড়ে।

লড়তে লড়তে খাউলাহ একসময় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন আর অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তিনি জ্ঞান হারান। পরে জাররার মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে খুঁজে পেয়েছিলেন।



মুসলমান বাহিনীর এমন অপার্থিব প্রতিরোধযুদ্ধের মুখে দিনের আলো নিভে এলো আর জয়ের এতটা কাছে এসেও বাইজান্টাইনরা হতোদ্যম হয়ে ধীরে ধীরে পিছু হটতে বাধ্য হলো। বিমর্ষ ভাহান দেখলেন টানা চার দিন যুদ্ধের পরেও তার বিশাল বাহিনী ক্ষুদ্র এই মুসলমান বাহিনীকে তাদের অবস্থান থেকেই হটাতে পারেনি। যুদ্ধশেষে হতাহতের সংখ্যা জেনে তিনি মুষড়ে পড়লেন। কিন্তু সবচেয়ে বড় ধাক্কা খেলেন যখন শুনলেন ওয়াদি উর রাকাদের ব্রিজ এখন মুসলমান বাহিনীর দখলে। পরদিন আরেকবার আক্রমণে যাওয়ার শক্তি ও ইচ্ছে কোনোটাই আর বাইজান্টাইনদের অবশিষ্ট নেই, তার ওপর ব্রিজটাও হাতছাড়া হওয়ায় পিছু হটার পথও এখন বন্ধ। পঞ্চম দিনের পরিণতির কথা ভাবতে গিয়েই ভাহান শিউরে উঠলেন। কারণ পাশার দান পাল্টে গেছে, কাল থেকে যুদ্ধ খালিদ বিন ওয়ালিদের হাতে!

অধ্যায় এগারো

পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিনের যুদ্ধ : যেদিন বাইজান্টাইন সূর্য অস্ফুটমিত হল

১৯ আগস্ট ৬৩৬, ইয়ারমুক যুদ্ধের পঞ্চম দিন সকালে ইয়ারমুক প্রান্তরে বাইজান্টাইন আর মুসলমান সেনাবাহিনী আরও একবার যে যার ফ্রন্ট লাইন বরাবর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল। অবশ্য প্রথম দিনের সেই রক্ত টগবগানো উত্তেজনার অনেকটাই ইতিমধ্যে উবে গেছে। গত চার দিনের রক্তক্ষয়ী দ্বৈরথ পেরিয়ে আজ পর্যন্ত যারা দুই পায়ে ওপর খাড়া আছে, তাদের প্রত্যেকেই কমবেশি আহত আর অবশ্যই ভয়ানক ক্লান্ত।

সূর্য ওঠার পর এক ঘণ্টা পেরিয়ে যাওয়ার পরও আজ বাইজান্টাইন ফ্রন্টে আক্রমণের কোনো প্রস্তুতিই চোখে পড়ল না। হঠাৎ বাইজান্টাইন সেন্টার থেকে সাদা পতাকা উড়িয়ে ছোট্ট একটা অশ্বরোহী দল দুলকি চালে মুসলমান ফ্রন্টের সেন্টারের দিকে এগিয়ে এলো। ছোট্ট এই বাইজান্টাইন প্রতিনিধিদলের প্রধান সরাসরি খালিদের সঙ্গে দেখা করতে চাইল।

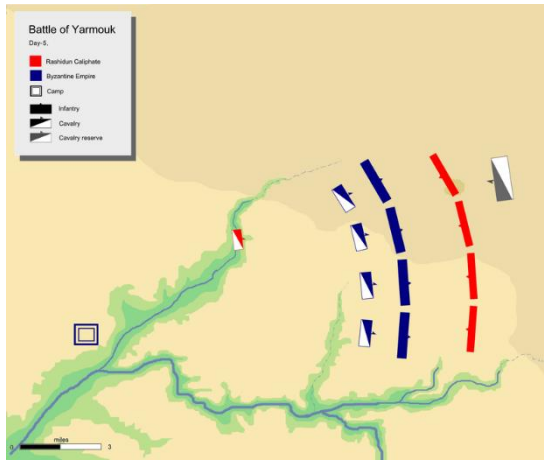
খালিদ এবং আবু উবায়দা দুজনই বাইজান্টাইন প্রতিনিধির মাধ্যমে জানতে পারলেন যে গত চার দিনের যুদ্ধে যেহেতু কোনো পক্ষই জিততে পারেনি, তাই ভাহান আপাতত কিছুদিনের জন্য যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব করছেন। গত চার দিনে মুসলমানদের তুলনায় বাইজান্টাইনদের সৈন্যক্ষয় নিঃসন্দেহে অনেক বেশিই হয়েছে, তাই ভাহান আসলে একটা যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে তার সৈন্যদের ‘রেস্ট আর রিফিট’^১ নিশ্চিত করতে কিছুটা বাড়তি সময় কিনতে চাইছেন। কিন্তু মুসলমানদের অবস্থাও তথৈবচ; বরং বাইজান্টাইনদের চেয়ে মুসলমান সেনাদের বিশ্রামের প্রয়োজন আরও বেশি। তাই মুসলমান সেনাপ্রধান হিসেবে আবু উবায়দা ভাহানের পাঠানো এ সন্ধি প্রস্তাবে অমত করার কোনো কারণ খুঁজে পেলেন না।

কিন্তু বাদ সাধলেন খালিদ। ঠিক গতকাল সন্ধ্যায়ই তার উরুতে মাথা রেখে প্রায় একই সঙ্গে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেছেন তারই বাল্যবন্ধু ইকিরিমাহ আর ইকিরিমাহর ছেলে আমর। আবু সুফিয়ানের মতো জ্যেষ্ঠ যোদ্ধাও একটা চোখ হারিয়েছেন গতকাল বিকেলের ‘লস্ট আইজ’ যুদ্ধে। প্রত্যেক মুসলমান অফিসার আর কমান্ডার এমনভাবে লড়েছেন যে রাতে তাদের বিশ্রাম নিশ্চিত

১. সৈন্যদের বিশ্রাম এবং নতুন সৈন্য এনে ইউনিটগুলোকে পুনর্বিন্যস্ত করা।

করতে সেনাপ্রধান হয়েও আবু উবায়দা স্বয়ং ডিউটি অফিসারের দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিয়ে তাঁবুতে তাঁবুতে খোঁজ নিয়েছেন আর আউটপোস্ট পরিদর্শন করে এসেছেন।

কিন্তু মহান আল্লাহর অশেষ কৃপায় মুসলমান সেনাদের উদ্যম এই মুহূর্তে তুঙ্গে আর বাইজান্টাইনদের উদ্যম এখন তলানিতে এসে ঠেকেছে। গত চার দিনের নিরলস পরিশ্রম আর ত্যাগের বিনিময়ে অবশেষে বাইজান্টাইন সেনাবাহিনী তাদের ‘কাল্লিনেশন’^২-এ পৌঁছেছে আর মুসলমান সেনাবাহিনীর জন্যও ‘ডিফেন্সিভ ফর্মেশন’^৩ ঝেড়ে ফেলে এবার ‘কাউন্টার অফেন্সিভ’^৪-এ যাওয়ার দুর্লভ সুযোগ তৈরি হয়েছে। দুঃসাহসী জাররার গতকালই ওয়াদি উর রাকাদের ওপরের একমাত্র ব্রিজ আইনাল দাকারের ওপারে পাহাড়ের আড়ালে কিছু মুসলমান সেনাকে লুকিয়ে রেখে এসেছেন। চাইলে আজ রাতেই ব্রিজ পুনর্দখল করে নিয়ে বাইজান্টাইনদের একমাত্র পিছু হটার পথ রুদ্ধ করে দেওয়া সম্ভব। অতএব সর্বসম্মতিক্রমে ভাহানের সন্ধিপ্তাব প্রত্যাখ্যান করে বাইজান্টাইন প্রতিনিধিদের সসম্মানে বিদায় করে দেওয়া হলো।



২৭শ্বমে দ্বিতীয় যুদ্ধ

২. কোনো আক্রমণকারী যখন আক্রমণের ক্ষমতা হারিয়ে প্রতিরক্ষা যুদ্ধে বাধ্য হয়।
৩. প্রতিরক্ষা যুদ্ধের জন্য রণবিন্যাস।
৪. প্রতি-আক্রমণের অনুকূল অবস্থা যখন প্রতিপক্ষের হাতে, প্রতি-আক্রমণ ঠেকানোর জন্য কোনো বড় রিজার্ভ হাতে থাকে না।

এরপর সারা দিন কোনো পক্ষই সংঘর্ষ শুরু না করায় ইয়ারমুক যুদ্ধের পঞ্চম দিনটি কেটে গেল বিনা যুদ্ধে। কিন্তু রাতে খালিদ জাররারের নেতৃত্বে ৫০০ ঘোড়সওয়ার পাঠিয়ে দিলেন আইনাল দাকার ব্রিজ কবজা করতে। জাররার যখন তার দল নিয়ে সম্ভরণে ঘুরপথে আইনাল দাকারের পথে রওনা দিলেন, তখন খালিদ তার সেনাবাহিনীর বাকি সব ক্যাভালরি স্কোয়াড্রন একত্র করে তার নিজের ক্যাভালরি রিজার্ভসহ আট হাজার অশ্বের একটা একক মোবাইল গার্ড তৈরি করলেন।

ইয়ারমুক যুদ্ধের ষষ্ঠ ও শেষ দিন, ২০ আগস্ট ৬৩৬, সকালে বাইজান্টাইন আর মুসলমান সেনারা ফের তাদের ফ্রন্ট লাইন বরাবর দাঁড়িয়ে গেল। কারা আগে আক্রমণ সূচনা করবে, সেই দ্বিধায় কেটে গেল ঘণ্টাখানেক। তারপর হঠাৎ বাইজান্টাইন বাহিনীর সেন্টার থেকে বিশালদেহী জেনারেল থ্রেগরি একাই ঘোড়া ছুটিয়ে মুসলমান ফ্রন্টের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তারপর বাজখাঁই গলায় হাঁক দিলেন, ‘মুসলমান জেনারেলদের মধ্যে কে আছে, আমার সঙ্গে লড়াইতে চাও, এগিয়ে এসো।’

চলনে, বলনে এবং গড়নে ইউরোপিয়ান জেনারেল থ্রেগরি আসলেই ছিলেন শক্তিশালী মল্লযোদ্ধা। তাই ষষ্ঠ দিন সকালে তিনি নিজেই এগিয়ে এলেন যেন দু-একজন মুসলমান জেনারেলকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিজ হাতে হত্যা করে যুদ্ধের শুরুতেই মুসলমান সৈন্যদের হত্যাযজ্ঞ করে ফেলা যায়। আর সেই দু-একজনের ভেতর একজন যদি খালিদ হন, তবে তো আর কথাই নেই।



২৮মুবারিজুন দ্বন্দ্বযুদ্ধ

গ্রেগরির চ্যালেঞ্জে সবার প্রথম সাড়া দিলেন আবু উবায়দা নিজে। কিন্তু গ্রেগরির আশ্চর্যকর দেখে অন্য মুসলমান কমান্ডাররা সবাই তাকে নিবৃত্ত করতে চাইলেন; বরং দ্বন্দ্বযুদ্ধে খালিদের ঐতিহাসিক রেকর্ড বিবেচনায় তারা সবাই মত দিল খালিদের পক্ষে। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে আবু উবায়দা তার সেনাপ্রধানের পদাধিকারবলে নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন। তারপর নিজের ঘোড়ার পিঠে চড়ে খালিদের উদ্দেশ্যে বললেন, “যদি আমি না ফিরি সে-ক্ষেত্রে উমর বিন খাত্তাবের পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত মুসলমান সেনাবাহিনী দেখভালের দায়িত্ব তোমাকেই দিয়ে যাচ্ছি।”

আবু উবায়দা মুসলমান ফ্রন্ট ছাড়িয়ে সামনে নোম্যানস ল্যান্ডের প্রান্তে গিয়ে ঘোড়া থামালেন। তারপর খাপ থেকে তরবারি হাতে নিয়ে ঘোড়ার লাগামটা ঢিলা করে দিয়ে ‘আল্লাহ্ আকবার’ বলে হুংকার দিয়ে ঘোড়ার পেটে গোড়ালি দাবালেন। মুহূর্তেই তিরবেগে তার ঘোড়া গ্রেগরির দিকে ধেয়ে যেতে শুরু করল। আবু উবায়দাকে তরবারি নিয়ে এগিয়ে আসতে দেখে গ্রেগরিও তার খাপ থেকে তরবারি বের করে আবু উবায়দার দিকে তার ঘোড়া ছোটালেন। নোম্যানস ল্যান্ডের মাঝখানে শুরু হলো এক শ্বাসরুদ্ধকর দ্বৈরথ।

বাইজান্টাইন আর মুসলমান সেনারা সবাই যার যার সেনাপতির জন্য গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উৎসাহ দিতে লাগল। দুজন অভিজ্ঞ তরবারি-যোদ্ধার তরবারিতে রোদের আলো মুহূর্তেই ঝলসে উঠতে লাগল। কিছুক্ষণের জন্য যেন সময় থমকে গেল আর সমানে সমান যুদ্ধ চলল। এরপর হঠাৎ গ্রেগরি ঘোড়া ঘুরিয়ে পিঠটান দিলেন। কিন্তু নাছোড়বান্দা আবু উবায়দা গোঁয়াড়ের মতো সর্বোচ্চ গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে গ্রেগরির পিছু নিলেন। সামান্য পেছনে ফিরে আবু উবায়দাকে আসতে দেখে গ্রেগরি সম্ভ্রমের মুচকি হাসি হাসলেন। কারণ আরব জেনারেল তার ফাঁদে পা দিয়েছেন।

গ্রেগরিকে পিঠটান দিতে দেখে মুসলমান ফ্রন্ট তখন উল্লাসে ফেটে পড়েছে। উল্লাসিত আবু উবায়দা যখন ঝড়ের বেগে গ্রেগরির পেছন থেকে এগিয়ে আসতে লাগলেন, তখন হঠাৎ করেই গ্রেগরি তার ঘোড়ার গতি কমিয়ে দিলেন। উদ্দেশ্যটা ছিল নিজের ঘোড়াকে হঠাৎ ব্রেক কষিয়ে থামিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করা, যেন পাশ দিয়ে আবু উবায়দা তার ঘোড়া নিয়ে তীব্র গতিতে বেরিয়ে যাওয়ার সময় তার বুকে তরবারি চালিয়ে তাকে দুই টুকরো করে ফেলা যায়।

কিন্তু আবু উবায়দাও অভিজ্ঞ যোদ্ধা। তিনি চট করে গ্রেগরির এই চাল ধরে ফেললেন। হঠাৎ থমকে যাওয়া গ্রেগরিকে অতিক্রম করার ঠিক আগ মুহূর্তেই অবিশ্বাস্য রিস্কে তিন শূন্য লাফিয়ে উঠলেন এবং বাউলি কেটে শরীরটা গ্রেগরির তরবারির নাগালের সামান্য বাইরে নিয়ে গিয়ে শূন্য ভাসমান অবস্থায়ই গ্রেগরির কল্লা বরাবর তরবারির কোপ চালালেন।

গতি, দেহের ভর আর বাহুর শক্তি মিলিয়ে আবু উবায়দার ভয়ানক সেই আঘাতে এক কোপেই গ্রেগরির ধড় মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। আবু উবায়দা কষে লাগাম টেনে ঘোড়ার পিঠে নিজেকে সামলে নিয়ে মুসলমান ফ্রন্টের দিকে ঘোড়া ঘুরিয়ে রওনা দিলেন। মাটিতে পড়ে ধড়ফড় করতে থাকা মুণ্ডবহীন গ্রেগরির দেহটার দিকে ফিরেও তাকানোর প্রয়োজন বোধ করলেন না তিনি।

আবু উবায়দা ফিরে আসতেই খালিদ মুসলমান পদাতিক বাহিনীর ভার তার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে আমার বাহিনীর অবস্থানের দিকে ছুটলেন। কারণ আমার বাহিনীর পেছনেই আজ তার মোবাইল গার্ড ক্যাভালারি রিজার্ভ একক ইউনিট হিসেবে অপেক্ষায় আছে। ওয়ার্ম আপ দ্বন্দ্বযুদ্ধের পালা শেষ। চারটা দিন ধরে খালিদ এই দিনটার আশায় বুক বেঁধে ছিলেন। অবশেষে শুরু হতে যাচ্ছে খালিদ বিন ওয়ালিদের সেই বহুল প্রতীক্ষিত ফাইনাল কাউন্টার অফেন্সিভ।

খালিদের মূল পরিকল্পনা ছিল প্রথমেই গোটা বাইজান্টাইন সেনাবাহিনীর বাঁ দিকটা আটকে দেওয়া, যেন কেউ ওদিক দিয়ে জাবিয়া রোড ধরে দামেস্কের দিকে পালাতে না পারে। সেজন্য শুরুতেই তিনি বাইজান্টাইন ক্যাভালারি রিজার্ভকে টার্গেট করলেন। শুরুতেই বাইজান্টাইন ক্যাভালারিকে হটিয়ে দিতে পারলে বাইজান্টাইন পদাতিক ডিভিশনগুলো ক্যাভালারি সাপোর্ট ছাড়া লড়ার উদ্যম হারিয়ে ফেলবে, যদিও সংখ্যায় এখনও তারা মুসলমানদের থেকে অনেক বেশি। কিন্তু ক্যাভালারি সহায়তা ছাড়া বাইজান্টাইন পদাতিক বাহিনীর পক্ষে মুসলমান পদাতিক আর ক্যাভালারির সমন্বয়ে করা আক্রমণ সামলানো প্রায় অসম্ভব।

এরপর খালিদের পরিকল্পনা গোটা বাইজান্টাইন বাহিনীকে উত্তর দিক (বাইজান্টাইনদের বাঁ দিক) থেকে ঠেসে ধরে ওয়াদি উর রাকাদের দিকে নিয়ে যাওয়া। ওখানে গতরাতেই জাররার আইনাল দাকার ব্রিজ দখলে নিয়ে নিয়েছেন। সুতরাং বাঁ থেকে আক্রান্ত হয়ে পেছাতে না পেরে অগত্যা বাইজান্টাইনরা নিজেদের ডানে আরও দক্ষিণে ইয়ারমুক নদীর দিকে চাপতে

বাধ্য হবে। আর এই ওয়াডি উর রাকাদ আর ইয়ারমুক নদীর সংযোগস্থলের ত্রিভুজ ভূমিই হলো খালিদের কাক্ষিত কিলিং গ্রাউন্ড^৫, যেখানে তিনি ইয়ারমুক যুদ্ধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করতে চান।

গ্রেগরিকে মল্লযুদ্ধে হারিয়ে আবু উবায়দা ফিরতেই খালিদ মুসলমান পদাতিক আক্রমণের দায়িত্ব তার হাতে তুলে দিয়ে নিজে তার মোবাইল গার্ডের সঙ্গে মিশে গেলেন। খালিদের আক্রমণ শুরু হওয়ার সংকেত পেতেই সব মুসলমান ফ্রন্ট একযোগে বাইজান্টাইন ফ্রন্টের দিকে ধেয়ে গেল। ক্যাভালরি সাপোর্ট ছাড়াই ব্রড ফ্রন্টে মুসলমান পদাতিক বাহিনীর এই আক্রমণে বাইজান্টাইনরা ক্ষণিকের জন্য চমকে গেল। কিন্তু দ্রুতই তারা চমক কাটিয়ে উঠে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলল।

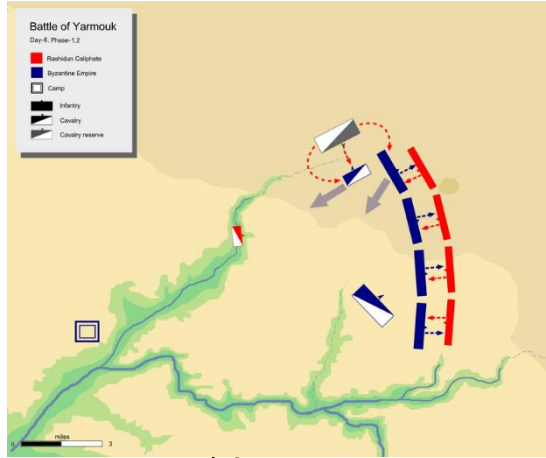
পরিকল্পনামাফিক ইয়াজিদ আর আবু উবায়দা জেনারেল কুরিনের অধীন বাইজান্টাইন রাইট উইং আর রাইট সেন্টারকে এনগেজড রাখলেন। কিন্তু সুরাবিল আর আমরের বাহিনী কানাতিরের আর্মেনিয়ান আর স্লাভ বাহিনীকে সামনে থেকে তীব্রভাবে আক্রমণ করল। ঠিক একই সময়ে খালিদ তার ক্যাভালরি রিজার্ভের এক অংশকে কানাতিরের বাহিনীর পেছনে রাখা বাইজান্টাইন লাইট ক্যাভালরির ওপর লেলিয়ে দিয়ে নিজে অবশিষ্ট মোবাইল গার্ড নিয়ে কানাতিরের স্লাভ বাহিনীর বাঁ ফ্ল্যাঙ্কে চার্জ করলেন।

বাইজান্টাইন সেনাবাহিনীতে আর্মেনিয়ানদের সবচেয়ে সাহসী যোদ্ধা বলে গণ্য করা হতো, সম্ভবত সে-কারণেই ইয়ারমুক যুদ্ধেও বাইজান্টাইন সেন্টার আর্মেনিয়ান যোদ্ধাদের নিয়েই গড়া হয়েছিল। কিন্তু স্লাভরা বিখ্যাত ছিল কষ্টসহিষ্ণু শক্তিশালী যোদ্ধা হিসেবে। তা ছাড়া সংখ্যাগুণ স্লাভরা আজ আমরের বাহিনীর চেয়ে অনেক বেশি। তাই আমরের পদাতিকনির্ভর সম্মুখ আক্রমণ প্রায় বিফলে যাওয়ার উপক্রম হলো। কিন্তু তাদের বাঁ উইং থেকে খালিদ যখন ক্যাভালরি চার্জ করে বসলেন, তখন পরিস্থিতি দ্রুত পাল্টে গেল।

স্লাভদের ওপর ক্যাভালরি ফ্ল্যাঙ্কিং চার্জ করার আগেই খালিদ তার মোবাইল গার্ডের একাংশ দিয়ে স্লাভদের জন্য বরাদ্দ বাইজান্টাইন ক্যাভালারিকে আক্রমণ করে বসায় স্লাভ পদাতিক বাহিনী খালিদের ক্যাভালরি চার্জের মুখে দ্রুত খেই হারাতে শুরু করল। বাইজান্টাইন ক্যাভালরি প্রাণপণে চেষ্টা করল মুসলমান ক্যাভালরিকে পথ থেকে সরিয়ে স্লাভ পদাতিকদের

৫. এলাকা, যেখানে প্রতিপক্ষকে নিকেশ করার পরিকল্পনা করা হয়।

সহায়তায় এগিয়ে আসতে। কিন্তু খালিদের পাঠানো ক্যাভালরি রিজার্ভের একাংশ বাইজান্টাইন ক্যাভালরি আর স্লাভ পদাতিক বাহিনীর মাঝখানে দেয়ালের মতো দাঁড়িয়ে গেল।



২৯শত দিনের যুদ্ধ-১

সামনে থেকে আমারের আর বাঁ উইং থেকে খালিদের দ্বিমুখী আক্রমণে দিশেহারা স্লাভরা প্রথমে পিছু হটতে চাইল। কিন্তু তাদের ঠিক পেছনেই তখন খালিদের ক্যাভালরির একাংশের সঙ্গে বাইজান্টাইন লেফট উইং ক্যাভালরির তুমুল লড়াই চলছে। অগত্যা সামনে, পেছনে আর বাঁ উইং থেকে অবরুদ্ধ স্লাভরা হুড়মুড় করে তাদের ডানে সুরাবিলের বিরুদ্ধে লড়তে থাকা আর্মেনিয়ানদের সঙ্গে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করল। স্লাভদের এই এলোমেলো আগমনে একদিকে আর্মেনিয়ানদের ফাইটিং ফর্মেশনে^৬ যেমন ভজঘট লেগে জগাখিচুড়ি অবস্থা তৈরি হলো, তেমনি আতঙ্কিত স্লাভরা এবার আর্মেনিয়ান সৈন্যদেরও দ্রুত নার্সাস করে তুলল।

স্লাভরা আর্মেনিয়ানদের সঙ্গে মিশে যেতেই বাইজান্টাইন ফ্রন্টে যে ভজকট লেগে গেল, এ সুযোগে খালিদ তার মোবাইল গার্ড ঘুরিয়ে তার পাশেই

৬. লড়াইয়ের সময় নেওয়া রণপোম।

মুসলমান ক্যাভালরির একাংশের সঙ্গে লড়াইতে থাকা বাইজান্টাইন ক্যাভালরিকে তাদের ডান দিক থেকে আক্রমণ করলেন। এবার দ্বিমুখী ক্যাভালরি চার্জের মুখে বাইজান্টাইন লেফট উইং ক্যাভালরি রণে ভঙ্গ দিল এবং দক্ষিণে ভাঙানের মূল ক্যাভালরি রিজার্ভের দিকে না গিয়ে সোজা উত্তরে দামেস্কের দিকে পালাল। কিন্তু খালিদ তাদের পিছু ধাওয়া করার কোনো আগ্রহই না দেখিয়ে বরং তার ক্যাভালরি রিজার্ভের দুই অংশকে ফের একত্র করার আদেশ দিলেন।

খালিদ যখন তার মোবাইল গার্ড নিয়ে বাইজান্টাইন লেফট উইং ক্যাভালরিকে আক্রমণ করতে সামনে থেকে সরে গিয়েছিলেন, আমার তখনই তার বাহিনী নিয়ে সেই শূন্যস্থান পূরণ করে আর্মেনিয়ানদের বাঁ ফ্ল্যাঙ্কে আক্রমণের জন্য জড়ো হলেন। কিছুক্ষণ আগেও ঠিক এখানটায় দাঁড়িয়েই স্লাভ বাহিনী তার বিরুদ্ধে লড়াইছিল। আমার বাহিনীকে আর্মেনিয়ানদের বাঁ ফ্ল্যাঙ্কে জড়ো হতে দেখে সুরাবিল তার আক্রমণের ধার বাড়িয়ে দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে আমার বাহিনীও আর্মেনিয়ানদের বাঁ উইং থেকে হামলে পড়ল। কিন্তু সদ্য যোগ দেওয়া স্লাভদের নিয়ে আর্মেনিয়ানদের সংখ্যা এই মুহূর্তে হঠাৎ করেই অনেক বেড়ে গেছে। তাই সুরাবিল আমার দ্বিমুখী আক্রমণেও কাজ হচ্ছিল না।

আর্মেনিয়ানদের বাঁ উইং বরাবর জড়ো হওয়ার সময়ই আমার দেখতে পেলেন যে আর্মেনিয়ানদের পেছনেই তাদের জন্য বরাদ্দ বাইজান্টাইন লেফট সেন্টার ক্যাভালরি আক্রমণের জন্য জড়ো হচ্ছে। যেকোনো বাহিনীর উইংই তার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। অবস্থা এমন যে আমার এখন যখন তার বাহিনী নিয়ে আর্মেনিয়ানদের বাঁ ফ্ল্যাঙ্কে আক্রমণ করবো, তখনই বাইজান্টাইন লেফট সেন্টার ক্যাভালরিও এসে আমার বাহিনীর ডান ফ্ল্যাঙ্কে চার্জ করবে। ক্যাভালরি চার্জের বিরুদ্ধে তার পদাতিক বাহিনী কোনোভাবেই কুলিয়ে উঠতে পারবে না, কিন্তু এই মুহূর্তে এসব ভেবে আর কোনো লাভই নেই, পিছিয়ে আসারও সময় আর নেই। উপায় এখন একটাই, বাইজান্টাইন ক্যাভালরি এসে ওদের ওপর চড়াও হওয়ার আগেই আর্মেনিয়ান পদাতিক বাহিনীর ওপর হামলে পড়ে মিশে যেতে হবে; নিজেদের ক্যাভালরি নিজেদের পদাতিক ফর্মেশনের ভেতরে ঢুকে মুসলমানদের আক্রমণের সম্ভাবনা কম। তাই ‘আগ্লাহ্ আকবর’ বলে আমার তার বাহিনী নিয়ে সামনের আর্মেনিয়ান ফ্ল্যাঙ্কের দিকে দ্রুত ধেয়ে গেলেন।

হঠাৎ সব ক্যাভালরি রিজার্ভকে একত্র করে খালিদ এক শক্তিশালী মোবাইল রিজার্ভ তৈরি করে যেভাবে বাইজান্টাইন লেফট উইং ক্যাভালরিকে ইয়ারমুকছাড়া করেছেন, তা দেখে ভাহানের বোধোদয় হলো। তিনি বুঝলেন যে খালিদ তার একক মোবাইল রিজার্ভ দিয়ে চার ভাগে বিভক্ত বাইজান্টাইন মোবাইল রিজার্ভের একটার পর একটাকে মাঠছাড়া করার পায়তারা কষছেন। ইতিমধ্যে তার লেফট উইং ক্যাভালরি দামেস্কের পথে পালিয়েছে। অতএব তিনি তার সব ক্যাভালরি রিজার্ভকে একত্র করার নির্দেশ দিলেন, যেন তার একত্র মোবাইল রিজার্ভ দিয়ে তিনি খালিদের মোবাইল রিজার্ভকে হটিয়ে দিতে পারেন।

ভাহানের নির্দেশ আমরের জন্য আশীর্বাদ বলে প্রমাণিত হলো। সবিম্ময়ে আমর দেখলেন তার বাহিনীর ডান ফ্ল্যাঙ্কে জড়ো হতে থাকা বাইজান্টাইন সেন্টারের ক্যাভালরি রিজার্ভ হঠাৎ আক্রমণ না করে বরং দিক পাল্টে দ্রুত পেছনের দিকে চলে গেল। ওদিকে বাইজান্টাইন লেফট উইং ক্যাভালরি দামেস্কের পথে পালাতেই খালিদ এবার কানাতিরের আর্মেনিয়ানদের দিকে মনোযোগ দিলেন।

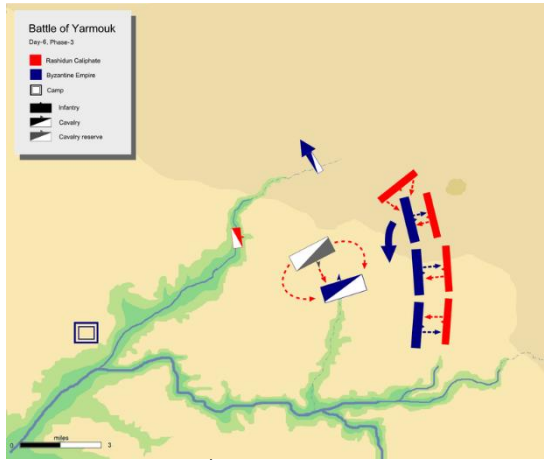
আমরের মতোই তিনিও বাইজান্টাইন সেন্টারের ক্যাভালরি রিজার্ভকে হঠাৎ পিছিয়ে যেতে দেখলেন এবং মুহূর্তের জন্য আর্মেনিয়ানদের পেছন থেকে আক্রমণের কথা একবার ভাবলেন। কিন্তু পরমুহূর্তে ভাহানের পরিকল্পনার কথা ভেবে আর্মেনিয়ানদের সুরাবিল আর আমরের হাতে ছেড়ে দিয়ে তিনি বাইজান্টাইন সেন্টারের ক্যাভালরি রিজার্ভের পিছু নিলেন।

খালিদ ভালো করেই জানতেন ভাহান যদি একবার তার ক্যাভালরি রিজার্ভ একত্র করে নিতে পারেন, তা হলে সেই বিশাল ক্যাভালরি রিজার্ভকে হারানোর সাধ্য খালিদের মোবাইল গার্ডের নেই। কিন্তু ভাহানের ক্যাভালরি স্কোয়াড্রনগুলো তখনও একক ক্যাভালরি রিজার্ভ হিসেবে জড়ো হয়ে উঠতে পারেনি। আর যে কোনো বাহিনীই জড়ো হওয়ার সময় (ফর্মিং আপ) কিছুক্ষণের জন্য অপ্রস্তুত আর দুর্বল অবস্থায় থাকে। তাই খালিদ এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইলেন না।

খালিদ চলার পথেই আরও একবার তার মোবাইল গার্ডকে দুই ভাগ করে নিয়ে একযোগে ভাহানের ক্যাভালরি রিজার্ভের ওপর হামলে পড়লেন। ব্যাটেল ফর্মেশনে আসতে পারার আগেই এমন স্প্যেলিং অ্যাটাকের মুখে পড়ে বাইজান্টাইন স্কোয়াড্রনগুলো বিচ্ছিন্নভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করল।

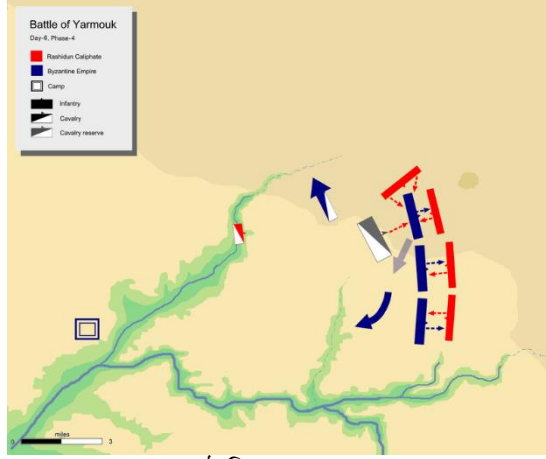
কিন্তু বাইজান্টাইন ক্যাটাফ্রাক্ট স্কোয়াড্রনগুলোর চেয়ে খালিদের স্কোয়াড্রনগুলো অপেক্ষাকৃত হালকা। খালিদের স্কোয়াড্রনগুলো হালকা হওয়ায় ছোট ছোট ঢেউয়ের মতো বারবার এসে ভারী বাইজান্টাইন ক্যাভালরিকে বিপর্যস্ত করে তুলল।

অবস্থা বেগতিক দেখে আর্মেনিয়ান ক্যাভালরি কমান্ডাররা তাদের সেনাপ্রধান ভাহানকে ঘিরে ফেলে সুরক্ষিত করে উত্তরে দামেস্কের দিকে ছুটে চলল। বাকি বাইজান্টাইন ক্যাভালরি অর্গানাইজড রিয়ারগার্ড অ্যাকশনের মাধ্যমে পিছু নেওয়া মুসলমান ক্যাভালরির হাত থেকে নিজেদের ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করে গেল।



৩০ষষ্ঠ দিনের যুদ্ধ-২

এবার খালিদ পলায়নরত বাইজান্টাইন ক্যাভালরিকে যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তার মোবাইল গার্ডের আরেক অংশকে দায়িত্ব দিয়ে নিজের অংশ নিয়ে আর্মেনিয়ানদের ফ্রন্টে ছুটে চললেন। ইতিমধ্যে সামনে আর বাঁ থেকে আক্রান্ত আর্মেনিয়ান বাহিনী তুমুল লড়াইছিল। কিন্তু খালিদ যখন পেছন থেকেও তাদের আক্রমণ করে বসলেন, তখন তাদের সব প্রতিরোধ দুমড়ে গেল। আর্মেনিয়ানদের হাল ছেড়ে দিতে দেখে এবার আবু উবায়দা আর ইয়াজিদও তাদের দক্ষিণ ফ্রন্টে আক্রমণের ধার বাড়িয়ে দিলেন।



৩১শত দিনের যুদ্ধ-৩

মুহূর্তে অবশিষ্ট বাইজান্টাইন ফ্রন্টজুড়ে পিছু হটার হিড়িক পড়ে গেল। সবাই তখন ওয়াদি উর রাকাদের ব্রিজ আইনাল দাকারের দিকে ছুটল। ধূর্ত খালিদ তাদের পিছু হটার সুযোগ করে দিলেন। আমর, সুরাবিল, আবু উবায়দা আর ইয়াজিদের বাহিনী তখন মালার মতো বাইজান্টাইনদের পিছু পিছু নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে অনুসরণ করল। খালিদ তার মোবাইল রিজার্ভ নিয়ে পিছু হটতে থাকা বাইজান্টাইনদের উত্তর দিকটা বিশাল এক ‘কাট অফ পার্টি’র^৭ মতো করে গার্ড করে রাখলেন, যেন কেউ দামেস্কের দিকে পালাতে না পারে এবং ভাহানের মোবাইল রিজার্ভ হঠাৎ ফিরে এলেও যেন কোনোভাবেই মূল বাইজান্টাইন সেনাবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হতে না পারে।

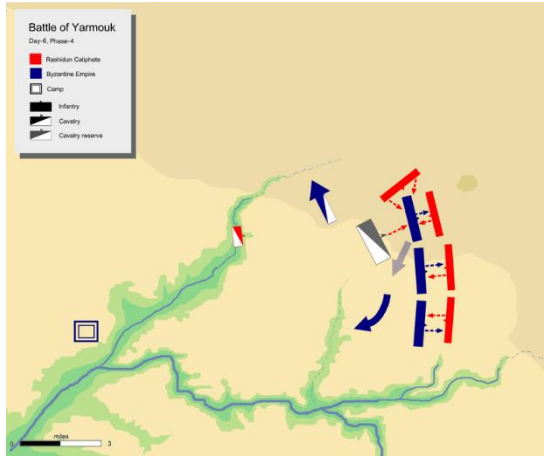
খালিদের কারণে উত্তরে পালানোর পথ বন্ধ জেনে বাইজান্টাইনরা অগত্যা আইনাল দাকারের পথই ধরল। ওয়াদি উর রাকাদ গিরিখাদের এপারটা সমতল হলেও আইনাল দাকার ব্রিজের ওপারে পাহাড়ের সারি। ব্রিজ পেরিয়ে ওপারে পৌঁছাতেই প্রবেশমুখটা সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। বাইজান্টাইনরা ব্রিজের ওপর উঠতেই ওপারের পাহাড়ের আড়াল থেকে এতক্ষণ ধরে লুকিয়ে থাকা জাররারের সৈন্যরা তির-ধনুক, পাথর আর তরবারি হাতে বেরিয়ে এল।

৭. দুটি বাহিনীকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার জন্য নিয়োজিত দল।

ব্রিজের ওপারের ভূমির গঠনই এমন সংকীর্ণ যে ব্রিজ পেরিয়ে খুব বেশি লোক একসঙ্গে জমায়েত হওয়ার সুযোগ নেই। তার পরও কিছু সাহসী বাইজান্টাইন জাররারদের হটিয়ে দিতে প্রাণের মায়া ত্যাগ করেই এগিয়ে গেল এবং জাররারের বাহিনীর হাতে প্রাণ হারাল। ওদিকে পেছনের বাইজান্টাইন সৈন্যরা কিছু না বুঝেই সামনে ঠেলতে লাগল। ফলে ওয়াদি উর রাকাদের কিনারা থেকে অনেকেই গড়িয়ে গভীর খাদের তলায় আছড়ে পড়তে লাগল।

এ পথে কোনো সুবিধা হবে না বুঝে বাইজান্টাইনরা এবার ওয়াদি উর রাকাদ ধরে আরও দক্ষিণে এগিয়ে যেতে লাগল। এগিয়ে যেতে যেতে একসময় তারা ইয়ারমুক নদীর সামনে এসে আটকে গেল। অবশেষে খালিদ তার প্রতিপক্ষকে পছন্দের কিলিং গ্রাউন্ডে পেয়ে গেলেন।

মুসলমান ইনফেন্ট্রি আর ক্যাভালরি এবার ইয়ারমুক নদী আর ওয়াদি উর রাকাদ গিরিখাদের সংযোগস্থলের ত্রিভুজে বাইজান্টাইনদের ঘিরে ধরে বৃত্তা ক্রমশ ছোট করে আনছিল। সামনে মুসলমান বাহিনী আর পেছনে ভয়ংকর খাড়া ঢাল, উভয় সংকটে পড়ে বাইজান্টাইনরা শেষবারের মতো মুসলমান বাহিনীকে আক্রমণ করার চেষ্টা করল। উদ্দেশ্য ছিল একসঙ্গে সবাই এগিয়ে এসে যে যেখান দিয়ে পারে মুসলমান বাহিনীর বৃত্ত ভেঙে দামেস্কের দিকে পালিয়ে যাওয়ার।



৩২শত দিনের যুদ্ধ-৪

কিন্তু তারা আক্রমণ শুরু করতে পারার আগেই খালিদ তাদের সাঁড়াশির মতো চেপে ধরলেন। বাইজান্টাইন প্রথম লাইনের পেছনের সৈন্যরা কনুই নড়ানোর জায়গাটাও পাচ্ছিল না। খালিদ বুঝলেন জেনারেলশিপ দেখানোর সময় এবার শেষ। রোমান বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের পতনঘণ্টা বেজে গেছে। এবার সেই পতন নিশ্চিত করতে তিনি নিজে খোলা তরবারি হাতে সাধারণ সৈনিকের মতোই হাতাহাতি যুদ্ধে নেমে পড়লেন।

গত পাঁচ দিনের যুদ্ধের ক্ষোভ, ভাই-বন্ধু আর সাথি হারানোর তীব্র আক্কেশ নিয়ে মুসলমান সৈন্যরা কচুকাটা করতে লাগল বাইজান্টাইনদের। কিছু বাইজান্টাইন স্বেচ্ছায় যুদ্ধবন্দি হতে চাইল। কিন্তু নিজ সৈন্যদের আবেগকে উপেক্ষা করার শক্তি খালিদের ছিল না। তা ছাড়া এত বড় বাহিনীকে যুদ্ধবন্দি করার ঝুঁকি তিনি নিতে চাননি। কারণ যুদ্ধশেষে এসব যুদ্ধবন্দি মিলে বিদ্রোহ করে মুসলমানদের আরও ক্ষতির কারণ হতে পারত। সর্বোপরি একটা পরিস্কার বার্তা ইসলামের ভবিষ্যৎ শত্রুদের কাছে পৌঁছানো হয়তো জরুরিই ছিল; যা আফ্রিকা আর ইউরোপে ইসলামের ভবিষ্যৎ অগ্রযাত্রাকে আরও সহজ করে দিয়েছিল।

ইয়ারমুখে বাইজান্টাইনদের পরাজয় নিশ্চিত হতেই খালিদ ভাহানকে খুঁজতে চললেন। ভাহান তখন বাইজান্টাইন ক্যাভালারিসহ দামেস্কের উপকণ্ঠে ক্যাম্প করেছিলেন। সম্ভবত তিনি ইয়ারমুকে ফেলে আসা বাইজান্টাইন বাহিনীকে উদ্ধারে ফিরে যাওয়ার জন্য শক্তি সঞ্চয় করছিলেন। এমন অবস্থায় খালিদের মোবাইল গার্ড দুদিক থেকে তার ক্যাম্প আক্রমণ করে বসল। বাইজান্টাইন ভারী ক্যাভালারি আরও একবার খালিদের হালকা ক্যাভালারির গতির কাছে হার মানল। যুদ্ধের একপর্যায়ে ভাহান প্রাণ হারালেন আর অবশিষ্ট বাইজান্টাইনরা জেনারেল কানাতির আর জাবালাহর নেতৃত্বে দামেস্কের দিকে পালিয়ে বাঁচল। ইয়ারমুক যুদ্ধে এই নিরঙ্কুশ বিজয়ের মাধ্যমেই রোমান-বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের পতনের শুরু।

অধ্যায় বারো
উপসংহার : উইকিপিডিয়ার মূল্যায়ন

বাইজেন্টাইন বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়ের এই সংবাদ এন্টিওকে সম্রাট হেরাক্লিয়াসের কাছে পৌঁছানোর পর তিনি প্রচণ্ড ভাবে ভেঙে পড়েন। তিনি তার তার ভাগ্নি মারটিনাকে জোর পূর্বক বিয়ে করেছিলেন। তার এই আপকন্মের কারনেই বাইজেন্টাইন বাহিনী এভাবে পরাজিত হয়েছিল বলে তিনি মনে করতেন। অতএব তিনি তার উপদেষ্টাদের নিয়ে ক্যাথেড্রালে বৈঠকে বসেন এবং পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে ঘোষণা দেন যে জনগণ ও তার পাপের কারণেই এমনটা হয়েছে। এরপর হেরাক্লিয়াস এক রাতে জাহাজে চড়ে কনস্টান্টিনোপলের পথে রওয়ানা হন। সিরিয়ার প্রতি হেরাক্লিয়াস তার বিদায়বর্তায় বলেন:

বিদায়, দীর্ঘ বিদায় সিরিয়া, আমার চমৎকার প্রদেশ! তুমি এখন শত্রুদের হাতে। তুমি শাস্তিভুক্ত থাকো, হে সিরিয়া; শত্রুদের জন্য তুমি কত সুন্দর ভূমি!

হেরাক্লিয়াস ট্রু ক্রস ও জেরুজালেমে রক্ষিত অন্যান্য আরো স্মৃতিচিহ্নসহ সিরিয়া ত্যাগ করেন। কথিত আছে যে সম্রাটের পানির ভয় ছিল। তাই বসফরাস পার হওয়ার জন্য পন্থুন সেতু তৈরী করা হয়েছিল। সিরিয়া ত্যাগ করার পর হেরাক্লিয়াস আনাতোলিয়া ও মিশর রক্ষার জন্য তার বাকি বাহিনীকে সংগঠিত করা শুরু করেন। ৬৩৮-৩৯ খ্রিষ্টাব্দে বাইজেন্টাইন আর্মেনিয়া মুসলিমদের হাতে আসে। এরপর তারসুস শহরের পূর্ব দিকের দুর্গগুলো খালি করার নির্দেশ দিয়ে হেরাক্লিয়াস মধ্য আনাতোলিয়ায় একটি বাফার অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করেন। ৬৩৯-৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিমরা মিশর জয় করে।

এই যুদ্ধে মুসলিমদের বিজয়ের ফলে সিরিয়ায় বাইজেন্টাইন শাসনের অবসান ঘটে। সামরিক ইতিহাসে এই যুদ্ধ অন্যতম ফলাফল

নির্ধারণকারী যুদ্ধ হিসেবে গণ্য হয়। মুহাম্মদ (সা) এর মৃত্যুর পর এই যুদ্ধ জয় মুসলিম বিজয়ের প্রথম বৃহৎ বিজয় হিসেবে দেখা হয়। সংখ্যা স্বল্পতা সত্ত্বেও দক্ষ নেতৃত্বের মাধ্যমে বেশি শক্তিশালী বাহিনীকে তুলনামূলক কম শক্তিশালী বাহিনী পরাজিত করায় সামরিক ইতিহাসে ইয়ারমুকের যুদ্ধকে উদাহরণ হিসেবে ধরা যায়।

খালিদ তার বাহিনীর সংখ্যা স্বল্পতার কথা বুঝতে পেরেছিলেন এবং শেষ দিন পর্যন্ত প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান থেকে যুদ্ধ করেছেন। শেষ দিনে চূড়ান্ত আক্রমণের সময় তিনি তার কল্পনা, দূরদৃষ্টি ও সাহসের সাথে আক্রমণের পরিকল্পনা করেন এবং এক্ষেত্রে বাইজেন্টাইন কমান্ডারদের ছাড়িয়ে যান। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বাহিনী পরিচালনা করলেও দূরদৃষ্টির কারণে তিনি তার একটি অশ্বারোহী বাহিনীকে চূড়ান্ত আক্রমণের আগের রাতে প্রতিপক্ষের পিছু হটার রাস্তা অবরোধ করতে নিযুক্ত করেছিলেন।

ইয়ারমুকের নেতৃত্বের কারণে খালিদ বিন ওয়ালিদকে ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাপতি হিসেবে গণ্য করা হয়। অশ্বারোহী সেনাদের সফল ব্যবহারের কারণে তাদের শক্তি ও দুর্বলতা সম্পর্কে তার স্পষ্ট ধারণার প্রমাণ পাওয়া যায়। তার মোবাইল গার্ড বাহিনী দ্রুত এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারত। তাদের উপস্থিতি যুদ্ধের অবস্থা বদলে দিতে সক্ষম ছিল এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের এক স্থান থেকে অন্যত্র গমন যুদ্ধক্ষেত্রে সফলতা নিয়ে আসে।

ভাহান ও তার বাইজেন্টাইন কমান্ডাররা এই অশ্বারোহী বাহিনীর সাথে মোকাবেলায় সফল হননি। তারা তাদের বৃহৎ বাহিনীর সফল ব্যবহারেও ব্যর্থ হন। যুদ্ধে বাইজেন্টাইন অশ্বারোহীরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেনি এবং ছয়দিনের অধিকাংশ সময়ে তারা রিজার্ভ হিসেবে ছিল। তারা কখনো তাদের আক্রমণ এগিয়ে নিতে পারেনি এবং চতুর্থ দিন একটি ফলাফল নির্ধারণী আক্রমণ সম্ভব হলেও তারা সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়। কমান্ডারদের মধ্যে সংঘাতের ফলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়। অনেক খ্রিষ্টান আরব ছিল সাধারণ সৈনিক। অন্যদিকে মুসলিমদের অধিকাংশ দক্ষ সৈনিক ছিল।

সিরিয়ায় মুসলিমদের ধ্বংস করার জন্য হেরাক্লিয়াসের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য দ্রুত পদক্ষেপের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কমান্ডাররা এক্ষেত্রে দক্ষতা দেখাতে পারেননি। হেরাক্লিয়াস যা বৃহৎ কৌশলগত স্কেলে পরিকল্পনা করেছিলেন খালিদ তা ছোট কৌশলগত স্কেলে বাস্তবায়ন করেন। নিজ বাহিনীকে নির্দিষ্ট স্থানে দ্রুত সংগঠিত করে খালিদ বৃহৎ বাইজেন্টাইন বাহিনীকে পরাজিত করতে সক্ষম হন।

পক্ষান্ধুও ভাহান তার সংখ্যাধিক্যকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হন এবং সম্ভবত যুদ্ধক্ষেত্রের ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বড় আকারের সেনা সমাবেশের পক্ষে অসুবিধাজনক ছিল। তবে ভাহান কোনো ক্ষেত্রে তার বৃহৎ বাহিনীকে কাজে লাগিয়ে সফলভাবে প্রতিপক্ষের সারি ভেদ করতে সক্ষম হননি। ছয়দিনের মধ্যে পাঁচদিন তিনি আক্রমণাত্মক ভূমিকা পালন করলেও তার যুদ্ধ বিন্যাস মোটামুটি স্থির ছিল। এসকল কারণে খালিদের জন্য শেষের দিন সুবিধাজনক অবস্থা তৈরী হয়। এসময় খালিদ তার সকল অশ্বারোহীদের সমবেত করে সুসংগঠিতভাবে আক্রমণ করেন এবং এর ফলে বিজয় অর্জিত হয়।

প্রখ্যাত মার্কিন ইতিহাসবিদ জর্জ এফ. ন্যাফজিগার তার ইসলাম এটওয়ার গ্রন্থে যুদ্ধের বর্ণনায় লিখেছেন:

ইয়রমুকের কথা বর্তমানে কম শোনা গেলেও এটি মানুষের ইতিহাসে অন্যতম প্রধান ফলাফল নির্ধারণী যুদ্ধ..... হেরাক্লিয়াসের বাহিনী জয়ী হলে বর্তমান পৃথিবী এতটাই ভিন্ন হত যে তাকে আলাদা করে চেনা যেত না।